সমুদ্র-মন্থন ।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত ।

শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ ভাণ্ডারী মহাশয়ের
"কলিকাতা সিমুলিয়া নাট্য-সমাজ" কর্ত্তৃক অভিনীত ।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ।

সন ১৩২৮ সাল ।

[মুল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত—

বিশ্ববিমোহন নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

বিন্ধ্য-বলি

(প্রসিদ্ধ "গণেশ-অপেরা-পার্টির" অভিনয়ে চারিদিকেই জয়ধ্বনি।)

ইহাতে দেখিবেন, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ বীরসাধক অনুহ্লাদের অভিনব সাধনা, বলির আশ্চর্য্য দানব্রত, ত্যাগ ও মহত্ব, দেবতার দেবত্ব, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের সংঘর্ষ, প্রেমিক সাধক বিরোচনের নির্ব্বাণ, বিন্ধ্যার পাতিব্রতা, লক্ষ্মীর বিদায়কালীন প্রাণস্পর্শী করুণ সঙ্গীত, তর্ক ও মীমাংসার ভাবপূর্ণ নৃত্যগীত। শুধু তাই নয়, আরও দেখিবেন—গ্রন্থকারের কল্পনা-প্রসূত পুষ্প,—পুষ্প অপেক্ষাও পবিত্র—মধুর। পুষ্পের সঙ্গীত-সৌরভে জগৎ আমোদিত। তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ, কালিন্দী, লাল, বাণ, জয়ন্ত, ময়, মহানাদ, বামন, দিতি, অদিতি, প্রভৃতি তো আছেই। অমৃতবাজার, নায়ক, নবযুগ, বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত আর একখানি

হৃদয়োন্মত্তকারী পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক দেব নাটক—

জাহ্নবী

গণেশ-অপেরা-পার্টির অভিনয়ে চারিদিকে জয়-জয়কার। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্যকলাপ, পিতৃ-মাতৃত্যক্ত সঞ্জয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী, সংকল্পের ভীষণ প্রতিহিংসা, পতিতা উপেক্ষিতা তরলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ, আজমীর ও প্রয়াগের ভীষণ সংঘর্ষ। সেই পুরুমীর, সংকল্প কনক, চৈতন্য, বদন, মদনমালী প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন। সংবাদপত্রে প্রশংসিত। (সচিত্র) মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অভিনয়-শিক্ষা।

প্রবীণ নাট্যকার পণ্ডিত হারাধন রায় প্রণীত। অভিনয় শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

N.S.S.
Acc. No. 3238
Date 13.11.1990
Item No. B/B-2729
Don. by

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় অমরকবি

মহাত্মা

দীনবন্ধু মিত্রের উদ্দেশে

এই নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

সমুদ্র-মন্থন নাটকের উপাখ্যানভাগ, মহাকবি বেদব্যাসের মহাকাব্য মহাভারত হইতে গৃহীত। নাটকত্ব ফুটাইবার জন্য ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার বিকাশ করা হইয়াছে। সংসারের চিরন্তন নিয়ম উত্থান ও পতন-জনিত সুখ দুঃখ ভোগের হাত হইতে যে স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্ত অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই, এই কথাটী এই নাটকে বুঝাইবার জন্য একটু বেশী রকম চেষ্টা করা হইয়াছে। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যমত্ততাই যে ক্রোধ-বহ্নি দুর্ব্বাসার অভিশাপের প্রকৃত কারণ এবং সেই অভিশাপের ফলেই যে, ইন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর অকৃপা, ইহাই এই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য।

"প্রকৃত নাটক রচনায় যে নাট্যকারের কতটা দায়িত্ব" এ সম্বন্ধে এই ভূমিকায় একটু বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্যই আমার সেই ইচ্ছাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; যদি সুযোগ সুবিধা ঘটে, তবে ভবিষ্যতে পুস্তকান্তরে সেই ইচ্ছাটী পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন আমার প্রিয় পাঠক এবং পাঠিকাগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমার শত ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া এই নাটকখানিকে আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত নাটকগুলির ন্যায় প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন।

গ্রন্থকার।

সমুদ্র-মন্থন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৈজয়ন্তধাম।

অগ্রে ক্রোধকম্পিত রৌদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা, তৎপশ্চাৎ
ভয়কম্পিত ইন্দ্রের প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। [নেপথ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে] কি—মদান্ধ দুর্বৃত্ত দাম্ভিক! আমাকে অবজ্ঞা! যার রোষদীপ্ত কটাক্ষে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হ'তে পারে, যার তেজঃপুঞ্জময় উগ্র তপোপ্রভাবে তোমার মত কত কোটি কোটি ইন্দ্র চক্ষের নিমিষে সৃষ্ট এবং বিনষ্ট হ'তে পারে, সেই দুর্ব্বাসাকে অবজ্ঞা! সেই দুর্ব্বাসা প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ-মালা আজ অবনত মস্তকে শিরে ধারণ না ক'রে নিতান্ত অশ্রদ্ধার সহিত সেই পারিজাত হার ঐরাবত-শিরে নিক্ষেপ! এত দুঃসাহস—এত বড় স্পর্দ্ধা—এতদুর আধিপত্যাভিমান! গর্ব্বিত পাষণ্ড! তুমি জান না, আমি কে! [ক্রোধে কম্পন]

ইন্দ্র। [করযোড়ে] রক্ষা কর তপোধন!
পদতলে পতিত বাসব। [পদতলে পতন]

দুর্ব্বাসা। [পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া] সাবধান! স্পর্শ ক'রো না; যে পাপ হস্তে দুর্ব্বাসার অযাচিত কৃপার অমর্য্যাদা করেছ, সেই কলঙ্কিত কর দুর্ব্বাসার পাদস্পর্শেরও অযোগ্য। আত্মাভিমানি! এ আর কেউ নয়, এর নাম দুর্ব্বাসা।

ইন্দ্র। ক্ষমা ভিক্ষা যাচে পুরন্দর।

দুর্ব্বাসা। কি—ক্ষমা? দুর্ব্বাসার কোষ্ঠীলিপিতে ক্ষমা শব্দ কোথাও লেখে নাই। ক্ষমা প্রদান দুর্ব্বাসা তার চরিত্রের একটা প্রধান কলঙ্ক ব'লে মনে করে।

ইন্দ্র।
মহর্ষিপ্রধান!
জ্ঞানহীন আমি।
করি কৃতাঞ্জলি,
শান্তভাব করুন ধারণ।

দুর্ব্বাসা। তোমার ও তোষামোদের পুষ্পবর্ষণে তোমার স্বর্গের দেবতা যারা, তাঁরা তুষ্ট হ'তে পারেন, কিন্তু দুর্ব্বাসার নিকট হ'তে সেরূপ দুরাশা করা নিতান্তই অসম্ভব। দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না ক'রে দুর্ব্বাসার অব্যর্থ অভিসম্পাত লাভ করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াও, আর সহস্র চক্ষু বিস্তার ক'রে তোমার ইন্দ্রত্ব-পদগৌরবের সঙ্গে এই তপঃক্ষীণ ব্রাহ্মণের তপোবনের গৌরবের পার্থক্য প্রত্যক্ষ কর। স্বর্গের ইন্দ্র হ'য়ে যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করতে অবহেলা করে, ভাগ্যলক্ষ্মী কোনরূপে তার কাছে স্থির থাকতে পারে না।

ইন্দ্র। ভগবন্!

দুর্ব্বাসা। বৃথা অনুনয়; আজ তুমি যেমন স্বর্গাধিপত্যের গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে, আমার প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ-পুষ্পমাল্যের প্রতি নিতান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেছ, তেমনি আমার অব্যর্থ অভিসম্পাতে আজ হ'তে তুমি স্বর্গ-সিংহাসনবিচ্যুত এবং শ্রীভ্রষ্ট হ'য়ে, নিতান্ত দীনের ন্যায় পথে পথে রোদন ক'রে আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ কর। এতদিন স্বর্গসুখ উপভোগ ক'রে বিলাসের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলে, আবার আজ হ'তে দীনতার কঠোর কশাঘাত সহ্য করবার জন্য হৃদয়কে লৌহসারে

গঠিত কর। আমি চল্‌লাম, সময়ে পুনরায় সাক্ষাৎ করবো। ঐ যে—ঐ দেখ বাসব! আমার অভিসম্পাতের অব্যর্থ প্রমাণ তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার নিকট বিদায় নিতে আস্‌ছেন।

[বেগে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।

গীত

প্রাণ কাঁদে আজ তোমা ছেড়ে যেতে।
কতই যতনে তোমা প্রাণধনে,
রেখেছি শয়নে বিলাসের বিছানা পেতে ॥
দুঃখের কালিমা কভু দেখিনি ও মুখে,
সুখের সাগরে সদা ভাসিতে যে সুখে,
(আমি) স্বকরে খুলিয়ে দ্বার, সৌভাগ্য-ভাণ্ডার,
সদাই রেখেছি তোমায় দিতে ॥
হেরি ধারা বিগলিত সহস্র লোচনে,
ঝরে শতধারা আমার নয়নে,
বড় ব্যথা আজি পেয়েছি যে মনে,
বিদায় মাগি যাই জলধি-জলেতে ॥

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান।

ইন্দ্র। [ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ] হো—সব ফুরিয়ে গেল। নির্দ্দয় দৈবের একটি ফুৎকারে সব আলো নিভে গেল। অদৃষ্ট-নেমির ঘোর আবর্ত্তণে, একটি নিমেষে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র আজ পথের ভিখারী। সুখ-স্বপ্নের ন্যায় জাগ্‌তে জাগ্‌তে সব ভেসে গেল—জল-

বিম্বের মত ফুট্‌তে ফুট্‌তে সব মিশে গেল—সায়াহ্নের শুকতারার মত হাস্‌তে হাস্‌তে কোথায় ডুবে গেল! এই তো ইন্দ্রত্ব!

ধন্ত রে নিয়তি তোর অব্যাহত গতি!
কবে কোন্ কুক্ষণে বসিয়া,
মম ভাগ্যপটে,
পরিণাম-চিত্র এই করিলি অঙ্কন।
আমারি আশ্রয়ে বাস ক'রে সর্ব্বনাশি!
আমারি অদৃষ্টে দিলি আগুন জ্বালিয়ে?

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ

সত্য।

গীত।

(তুমি) দোষী কর মিছে কারে।
তুমি স্বখাত সলিলে ডুবে মর যদি,
তবে তোমায় রাখ্‌তে বল কে পারে।
রোগ-শোক-আদি বন্ধন-ব্যসন,
নিজ কৃত কর্ম্মে লভে সর্ব্বজন,
কর্ম্মফল কারো হয় না খণ্ডন,
সে ছাড়েনা তো কভু ইন্দ্র বিধাতারে।
সুফল কুফল যখনি যা ঘটে,
নিয়তির পটে সব লেখা থাকে বটে,
তা' ব'লে কি বল দোষ তায় ঘটে,
নিজ দোষে নিজে ভাসিলে পাথারে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র । হাঁ, সত্য কথা সত্যমুখে হইল প্রকাশ,
নিজকৃত কর্ম্মফলে এই বিড়ম্বন,
ত্রিভুবন লক্ষ্মীশূন্য আমারি কারণ ।
এক বিপ্রে করি অপমান,
প্রতিফলে লভি অভিশাপ,
কিন্তু পুনঃ যবে
অন্নাভাবে ত্রিলোকমণ্ডলী
মর্ম্মভেদী হাহাকার করি,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস সহ
শত শত অভিশাপ করিবে বর্ষণ,
তখন—তখন হরি কি হবে উপায় ?
তখন—তখন বুঝি যাব ভস্ম হ'য়ে !
কেন বিধি দিয়েছিলে স্বর্গ-সিংহাসন ?
কলঙ্ক-কালিমা মুখে করিয়া লেপন,
ত্রিলোকের লক্ষ্যস্থলে করিতে ভ্রমণ,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব-পদ বিধি বিরচিল ।
হায় ! এক জন মুষ্টি-ভিক্ষাজীবী
কত সুখী আমা হ'তে আজি !
কোথা যাবো এবে !
লক্ষ্মীশূন্য সুরপুরী,
অলক্ষ্মীর হবে নিকেতন ;
তিষ্ঠিতে না পারিব তথায় ।
পত্নী, পুত্রসহ ফিরি বনে বনে,
ঘৃণিত এ মুখ আমি লুকাব তিমিরে ।

আসুক দানবদল লউক ত্রিদিব,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গসুখ করুক সম্ভোগ,
ইন্দ্রনাম স্বর্গ হ'তে হউক বিলোপ।
জানুক ত্রিলোক, ইন্দ্র নাহি এ সংসারে।

উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে শচীর প্রবেশ।

শচী। [প্রবেশ পথ হইতে]
হায়—হায়, এ কি সর্ব্বনাশ,
বিনামেঘে একি বজ্রাঘাত !
কহ—কহ সুরনাথ !
অকস্মাৎ কি ঘটিল আজি ?
সুরলক্ষ্মী ত্যজি সুরপুরী
কেন বল হ'লো অন্তর্হিতা ?
ঐ শোন সুরেশ্বর !
চারিদিকে হাহাকার রব,
হের এই ত্রিদিব নগরী
ভীষণ আঁধারময়ী হইল সহসা।
কিছু না বুঝিতে পারি,
ত্রাসে প্রাণ কাঁপে থরহরি,
পরিহরি অন্তঃপুর
আসিলাম তাই নাথ হ'য়ে উন্মাদিনী।

ইন্দ্র। স্থির হও শচি !
ধৈর্য্যের কঠিন ডোরে বাঁধিয়া হৃদয়
শুনিতে প্রস্তুত হও সে গূঢ় কাহিনী,—

নতুবা ও কোমল অন্তর
শত খণ্ডে ভেঙ্গে যাবে তব।
কি বলিব হায় শচি!
বাক্য নাহি সরে,
স্বর্গপতি ইন্দ্র আজি পথের কাঙ্গাল।

শচী। পাগলিনী আমি,
ক'রো না ছলনা প্রভু!
সত্য কথা শুনিতে বাসনা।

ইন্দ্র। সত্য—সত্য—মহাসত্য শচি!
তিল মাত্র নাহি মিথ্যা ছল।
কর্ণ পাতি শোন সব কথা,
বুঝিবে কি সর্ব্বনাশ সংঘটন আজি।
শচি! মধ্যাহ্ন সময়ে,
কর্ম্মদোষে বসি আজি প্রমোদ-উদ্যানে,
অপ্সরার নৃত্য-গীতে ছিনু মত্ত হ'য়ে,
সহসা দুর্ব্বাসা ঋষি হন সমাগত।
ভক্তিভরে পদদ্বয় করিনু বন্দন,
তুষ্ট হ'য়ে তপোধন
আশীর্ব্বাদ-পুষ্পমালা করেন অর্পণ।
সুরামত্ত মতিচ্ছন্ন আমি,
ঋষিদত্ত সেই পুষ্পহার
না ধরিয়া মস্তকে আমার,
অন্যমনে অবজ্ঞার ভরে
ঐরাবত-শুণ্ডোপরি করিনু নিক্ষেপ।

কি বলিব হায় শচি !
তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ ঋষি
জ্বলন্ত অনল সম গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে,
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হও বলি দিলা অভিশাপ।
তাই শচি ! লক্ষ্মী মোরে করেন বর্জ্জন,
তাই শচি ! সুরপুরে হের অলক্ষণ।

শচী। হা নাথ ! [মূর্চ্ছিত হইলেন]

ইন্দ্র। পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম যে তুমি সহ্য করতে পারবে না, কিন্তু সময়ে সবই সহ্য কর্‌তে হবে। এখন যে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা মাত্র শুনে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছ, সময়ে আবার সেই দুর্ভাগ্যকে জীবনের সহচর ক'রে রাখ্‌তে হবে শচি ! মুক্তহস্তে অজস্র ধনরত্ন বিতরণ ক'রেও এতদিন তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পার নাই, আজ হ'তে আবার গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা দাও ব'লে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে হবে। যাক্, সে চিন্তা করা এখন নিষ্ফল ; ভবিতব্য যখন যে ভাবে যে পথে নিয়ে যাবে, সেই পথই অবলম্বন কর্‌তে হবে যখন, তখন আর চিন্তার প্রয়োজন কি ?

ব্যস্তভাবে জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। এই যে বাবা—তুমি ! কৈ ? আমায় মা কোথায় গেলেন ? এই যে এই মাত্র পাগলের মত এই দিকে ছুটে এলেন ! [দেখিয়া] এই যে—এই যে, মা ! এ কি ! মা এমনধারা ধুলায় প'ড়ে আছেন কেন বাবা ? মায়ের কি হয়েছে বাবা ? মা ! মা ! মা ! কৈ বাবা ! মা তো সাড়া দিচ্ছেন না ?

ইন্দ্র। ক্ষণকাল পূর্ব্বে হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছেন। শুশ্রূষা কর, এখনই চৈতন্য হবে।

জয়ন্ত । [শুশ্রূষা করিতে করিতে গাহিতে লাগিল]

গীত

কেন মাগো আজ ধূলাতে শয়ন ।
বল মা বল তব কিসের বেদন ॥
মা তোর যে বরবরণ কষিত কাঞ্চন দশদিশি আলোকরা,
যার অঙ্গের লেপন, কুঙ্কুম চন্দন, সুগন্ধে দিগন্ত ভরা,
(কেন ধূলা মাখা) (সেই অঙ্গে) (সেই সোণার অঙ্গে)
ঝরে আঁখি তব বল কি কারণ ।
যার অলক কুন্তলে রচে কুতূহলে শত শত সুরনারী,
যার চরণ সেবিছে, শীকরশালিনী পূতমন্দাকিনী বারি,
(তার এই কি দশা) (দশা হেরে হই দিশেহারা)
মাগো গা তোল ধরিনু চরণ ॥

শচী । [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিতে উঠিতে] জয়ন্ত রে ! কেন আমার মূর্চ্ছা ভেঙ্গে দিলি বাপ ! আজ যদি আমার এই মূর্চ্ছাই শেষ মূর্চ্ছা হ'তো, তা' হ'লে আর কোন দুঃখ থাকৃতো না ।

জয়ন্ত । কেন মা ! আজ এ কথা বল্‌ছ ? কেনই বা আজ তোমার হাসি মুখ মলিন হ'য়ে গেছে ? কেনই বা আজ তোমার দুই চক্ষু দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল গড়াচ্ছে ? আমি তো আর কখন তোমার চক্ষে জল দেখি নাই মা ! মাগো ! তুমি যে এই স্বর্গের রাণী, তবে তোমার চক্ষে আজ জল কেন মা ? হাঁ মা ! স্বর্গের রাণী কি কখন কাঁদে ?

ইন্দ্র । হাঁ জয়ন্ত ! আমারও চিরদিন ঐ ধারণাই ছিল যে, স্বর্গের রাণী কখনও কাঁদে না । চির-হাসি, চির-সুখ, চির-শান্তি দিয়েই বুঝি স্বর্গের রাজত্ব গঠিত, কিন্তু আজ দেখ্‌লাম—তা' নয় ; সে রাজত্বে কান্নাও আছে—দুঃখও আছে—অশান্তিও আছে । আজ দেখ্‌লাম যে, সে

রাজত্বে এই ইন্দ্রত্বেরও সীমা আছে। বুঝ্‌লাম যে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই ইন্দ্রকেও আবার বজ্র ধারণের পরিবর্ত্তে ভিক্ষাপাত্র ধারণ কর্‌তে হয়,—এই ইন্দ্রাণীকে পর্য্যন্ত রত্ন-পালঙ্কের পরিবর্ত্তে আবার ধূলাতেও শয়ন কর্‌তে হয়,—আর সেই ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীর নয়নমণি পুত্ররত্ন জয়ন্তকেও আবার কাঙ্গালের বেশ প'র্‌তে হয়।

জয়ন্ত। কেন এমন হ'লো বাবা?

ইন্দ্র। মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে। সে অভিসম্পাতের কারণও একমাত্র আমি। সে ভীষণ অভিসম্পাতের ফল কি জান? লক্ষ্মীশূন্য ত্রিভুবন—অন্নশূন্য ত্রিসংসার—শস্যশূন্য ব্রহ্মাণ্ড—ফলশূন্য তরু-লতা—বারিশূন্য জলাশয়। সে অভিসম্পাতের নিশ্চিত ফল কি জান? জগতের হাহাকার—মহামারী—অত্যাচার—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—ধর্ম্মের অধঃপতন—দেবতার স্বর্গচ্যুতি—দানবের স্বর্গলাভ; এতগুলি মহা অনর্থের মূলীভূত কারণ একমাত্র মহাপাপী ইন্দ্র। তা' হ'লেই বুঝে দেখ বৎস! ইন্দ্রের পরিণাম-চিত্র কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর—কত শোচনীয়! এখন এস পুত্র! পিতাপুত্রে একসঙ্গে সেই সকল ভীষণ অবস্থা উপভোগের জন্য, নিয়তি চালিত গন্তব্য পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হই। শচি! পতিব্রতে! তুমিও এস, সুখে সম্পদে যেমন এতদিন পতির সহচরী হ'য়ে এসেছ, আবার দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দিনের দিনেও তেমনি প্রিয় পতির অনুসঙ্গিনী হ'য়ে থাক্‌বে এস।

শচী। হা নারায়ণ! শেষে এই কর্‌লে?

ইন্দ্র। নারায়ণ কর্‌বেন কেন শচি! আমিই আমার সর্ব্বনাশের দ্বার স্বহস্তে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি; আর সে অনুতাপে এখন কোন ফলই নাই, এখন চল, শচি! স্বর্গের মায়া, ঐশ্বর্য্যের সুখ, ইন্দ্রত্বের স্মৃতি সবই আজ বিস্মৃতির গর্ভে চিরবিলীন ক'রে নিবীড় অরণ্যে গিয়ে বাস করি। দেবসমাজে আর এ কলঙ্কিত মুখ মুহূর্ত্তের জন্যও দেখাবার ইচ্ছা নাই।

জয়ন্ত। আর কি কখনও আমরা এই স্বর্গে এসে রাজত্ব করতে পাবো না বাবা?

ইন্দ্র। সে উত্তর দিতে একমাত্র ভবিতব্যতাই জানে।

শচি। আমার কষ্টের কথা কিছুমাত্র ভাবছি না নাথ! ভাব্‌ছি কেবল বালক জয়ন্তের কথা। কেমন ক'রে বাছা আমার বনের কষ্ট সহ্য কর্‌বে?

জয়ন্ত। কেন মা! সে জন্য ভাবছো? বাবা আর তুমি কাছে থাকলে আমার কোন কষ্টই হবে না। স্বর্গের ঈশ্বর ইন্দ্র, আর স্বর্গের অধিশ্বরী ইন্দ্রাণী যদি আজ ভাগ্যদোষে পথের ভিখারী সাজ্‌তে পারেন, তা' হ'লে আজ তাঁদের পুত্রও কাঙ্গাল সাজ্‌তে কিছুমাত্র দুঃখ বোধ কর্‌বে না।

গীতকণ্ঠে পুরবাসিগণের প্রবেশ।

পুরবাসিগণ।

গীত।

একি পরমাদ, হরিষে বিষাদ, কে সাধিল বাদ বল সুরপতি।
হ'লো স্বর্গধাম শ্মশান সমান, লক্ষ্মীশূন্য পুরী নেহারি সম্প্রতি॥
ঋষি-কোপানল জ্বলি অকস্মাৎ,
স্বর্গপুরী আজি করে ভস্মসাৎ,
পথের কাঙ্গাল তুমি সুরনাথ, সহে না যে প্রাণে এ হেন দুর্গতি॥
চিরশোক-সিন্ধু-সলিলে ভাসায়ে,
বল প্রভু কোথা যাইবে চলিয়ে,
(মোদের) তুমি পূজ্য পিতা, তুমি পালয়িতা,
তুমি ভিন্ন অন্য কিবা আছে গতি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গধাম।

সঙ্গিনীগণসহ অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

সঙ্গিনীগণ।

গীত।

ভুলে দেবো ভোরের বেলা গোবর ছড়া, সাঁজের বেলায় বাতি।
ধুনোর গন্ধ হবে বন্ধ, মারবো লো সব পতির বুকে লাথি ॥
কোজাগরে জাগবে না আর কেউ,
কোন্দল ক'রে মাগীগুলো করবে লো খেউ মেউ,
আবার হেঁসেলকোণে কুত্তোর ছানা জুড়বে লো ঘেউ ঘেউ ;
সক্‌ড়ির বিচার থাকবে না আর, একাকার হবে লো সব জাতি।
পরবে না কেউ সিন্দূরের সে টিপ,
ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যের পরে জ্বলবে না আর দীপ,
পতির তরে পূজো ক'রে মরবে না কেউ শিব,
ল'য়ে শতমুখী রোখা-রুখী করবে দিবা রাতি ॥

অলক্ষ্মী। হাক্ থু—এদ্দিন পরে লক্ষ্মীটাকে স্বর্গছাড়া করেছি। হাক্ থু—পোড়ারমুখী হারামজাদী আমাকে একদিনের তরেও এ মুখে ঘেঁস্‌তে দেয় নাই। হাক্ থু—ইন্দ্রের পুরীটাকে এদ্দিন যেন একেবারে নিজের একচেটে মহল ক'রে তুলে ছিল। হাক্ থু—ভেবে ছিল যে, চিরদিন বুঝি এক ভাবেই কাট্‌বে। আরে হাক্ থু—তা' কি কখন হয়? অতি বাড় বাড়্‌লেই তাকে একদিন না একদিন ভেঙ্গে পড়্‌তেই হবে। হাক্ থু—আর মাগীটার কি গুমোর ছিল গা! গুমোরে কখন মাটিতে পা দিতো না।

তা’ যেমন হাক্ থু—তেমনি হয়েছে—একবারে সব গুমোর চুলোর মধ্যে গিয়েছে। লজ্জায় আর স্বর্গে মুখ দেখাতে না পেরে হাক্ থু—একেবারে সমুদ্রের জলে জন্মের মত ডুব মেরেছে। আর কস্মিন কালেও হাক্ থু—হর্য্যির মুখ দেখ্‌তে হ’চ্ছে না। বেঁচে থাক্ হাক্ থু—দুর্ব্বাসা মুনি, তোমার অভিশাপেই হাক্ থু - মাগীকে স্বর্গ ছাড়্‌তে হয়েছে। যাক্, হাক্ থু—এখন স্বর্গ যখন আমার অধিকারে এসেছে, তখন একবার হাক থু—নিজের মনের মত ক’রে স্বর্গকে সাজাতে হবে। গন্ধওয়ালা বাতিগুলো সব হাক্ থু—নিভিয়ে দিয়ে, একেবারে আমাবস্যার জমাট অন্ধকার দিয়ে, হাক্ থু—ছেয়ে ফেল্‌তে হবে। আর কস্তুরী কুঙ্কুম চন্দনের ভাণ্ডারগুলো হাক্ থু—আঁস্তাকুড়ের পাঁক দিয়ে ভর্ত্তি কর্‌তে হবে, হাক্ থু—দেবতা মাগী-গুলোকে আমাদের আচার ব্যাভার শেখাতে হবে। আর দেবতার দল হাক্ থু—বড় একটা নাইও। তারা সব সেই ইন্দ্রের স্বর্গ ছাড়ার পর থেকেই, হাক্ থু—এক এক ক’রে কোথায় যেন চ’লে গেছে। আস্‌ছে এবার দানবের দল। আর তাদের সঙ্গে হাক্ থু—আমার বেশ পোষাবে। ঐ যে একটা হাক্ থু—পুরুষ এইদিকে আস্‌ছে। দেখা যাক্, হাক্ থু—ওটা কোন্ দেবতা!

বাম হস্তে কুলা বাজাইতে বাজাইতে শনির প্রবেশ।

শনি। দূর যা—দূর যা—শেয়াল কুকুর মেরে খা—এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যা।

অলক্ষ্মী। [স্বগত] বাঃ—এ যে দেখ্‌ছি হাক্ থু—আমাকে কি ব’লে আদর আপ্যায়িত কর্‌তে হয়, সবই জেনে নিয়েছে।

শনি। [স্বগত] তাই তো ভাব্‌ছিলাম যে, এমনধারা মড়িপচা গন্ধ হঠাৎ বেরুলো কোত্থেকে? তাই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এসে দেখি যে, স্বয়ং শ্রীমতী

অলক্ষ্মী সুন্দরী একবারে সাঙ্গোপাঙ্গসহ সশরীরে এই স্বর্গপুরে এসে হাজির। তাঁরই অঙ্গসৌরভ এমন চারিদিক মাতিয়ে তুলেছে। [প্রকাশ্যে] তবে সুন্দরি! ভাল আছ তো ভাই! অনেক দিন দেখা শোনা নাই।

অলক্ষ্মী। হাঁ ভাই! তোমায় যেন হাক্ থু—চিনি চিনি করছি।

শনি। বেশ চেন। তোমার আমার অধিষ্ঠান প্রায় এক জায়গাতেই হ'য়ে থাকে।

অলক্ষ্মী। তা' হাক্ থু—

শনি। দেখো, যেন গায়ের উপর অমৃতবর্ষণটা ক'রে ফেলো না।

অলক্ষ্মী। তুমি একজন হাক্ থু—রসিক পুরুষ বটে!

শনি। তোমার মত এমন ওয়াক্ থু-থু রসিকা সুন্দরীকে দেখ্‌লে কার রসনায় না রসের সঞ্চার হয়?

অলক্ষ্মী। হয় না কি? তা' হ'লে আমি যে হাক্ থু—একজন বেশ সুন্দরী, আর হাক্ থু—একজন বেশ রসিকা, তা' তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?

শনি। নইলে কি আর ছুটে আসি?

অলক্ষ্মী। আচ্ছা হাক্ থু—তোমাদের লক্ষ্মী ব'লে যে একটা মাগী ছিল, বল দেখি, সে বেশী সুন্দরী ছিল, না হাক্ থু—আমি বেশী সুন্দরী?

শনি। আরে রাম—রাম, সে আবার তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে? তোমার গায়ের রং দেখ্‌লে অমাবস্যার অন্ধকার হার মেনে যায়,—তোমার মুখের শ্রী দেখে শ্মশানের পেত্নীগুলো লজ্জায় ম'রে যায়। আহা কিবা কেশগুচ্ছ, যেন সোনালী রং মাখান পাটের দড়ি; কিবা দন্তপাতি, যেন পৌষমাসের মূলার ক্ষেত প'ড়ে রয়েছে; কিবা নয়নযুগল, যেন ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে দুটী পাতকুয়া সাজান রয়েছে; কিবা কণ্ঠরব, যেন চৈত্রমাসের দুপুর রৌদ্রে দাঁড়কাকের মোহন রব; কিবা বক্ষঃস্থলের

শোভা, যেন ঘোড়দৌড়ের প্রকাণ্ড একটা মাঠ। কিবা পদযুগল, যেন দুটি গোলাকার স্তম্ভ গেঁথে রাখা হয়েছে।

অলক্ষ্মী। [স্বগত] মিন্‌সের দেখ্‌ছি, হাক্ থু—আমার রূপ দেখে মুণ্ডু ঘুরে গেছে। আর যায় কোথায়! আজ থেকে হাক্ থু—একে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। [প্রকাশ্যে] তা' নামটা তো হাক্ থু—ভুলে যাচ্ছি ভাই!

শনি। নামটি শ্রীযুক্ত শনৈশ্চর শর্ম্মা, তবে ডাকনামটা শনি-ঠাকুরই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অলক্ষ্মী। [সানন্দে] হা—হা, এইবার হাক্ থু—ঠিক চিন্‌তে পেরেছি। তাই বল, যে তুমি একজন হাক্ থু আমাদেরই দলের। তা' বেশই হ'লো ভাই! আমরাও যেমন বিদেশী, তুমিও তেমনি হাক্ থু—এই দেশেরই লোক। অচেনা যায়গা ব'লে আর ভাবনা থাক্‌লো না। তুমি সব সময়েই ভাই আমাদের একটু হাক্ থু—দেখো শুনো। তুমি কাছে থাক্‌লে হাক্ থু—প্রাণটা আমার ভালই থাক্‌বে।

শনি। তা' আর বল্‌তে? যে গায়ের গন্ধ ছড়িয়েছ, কিছুক্ষণ থাক্‌লে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠে বস্‌বে; কাজেই এমন সঙ্গী কি আর ছেড়ে থাকা যায়।

অলক্ষ্মী। তা' হ'লে হাক্ থু—তুমি আমাকে সত্যিসত্যিই ভালবাস,—এ্যাঁ?

শনি। তা' কি আর বল্‌তে পারি রসময়ি!

অলক্ষ্মী। আর এক কথা ভাই! এখানে আমাদের হাক্ থু—খাবার টাবার মিল্‌বে তো?

শনি। কি চাই?

অলক্ষ্মী। এই জোঁক—পোক্—কেঁচো—টিকটিকি—গিরগিটী, এই

হ'লেই হাক্ থু—এক রকম চল্‌বে। তারপর হাক্ থু—দিনকতক থাক্‌লে, পরে আমার দেশ থেকে একে একে সব আনিয়ে নেবো। তখন তোমাকে নেমতন্ন ক'রে, হাক থু—খাওয়াবো।

শনি। হাক্ থু তো খাওয়াচ্ছই, এখন আরও কিছু না খাওয়াও।

অলক্ষ্মী। আর আমার এই সঙ্গিনীরা হাক্ থু—দিব্যি সুন্দর রান্না বান্না করতে পারে। ওলো! তোরা শনিঠাকুরকে কি কি রেঁধে খাওয়াবি, বল তো?

সঙ্গিনীগণ।

গীত।

আমরা সব জানি ভাল রান্না।
খেলে পরে চোখে ঝরে ভাদ্দর মাসের বন্যা।
পচা মড়ির নাড়ী ভাজা,
না খেলে তার যায় না বোঝা,
আর শুঁটকি চিংড়ি মাছের রাজা, তাতে দিতে হয় না বাটনা।
ছুঁচো কেঁচোর চচ্চড়ি,
পোক্ জোঁকের খড়খড়ি,
কিরমি বাটায় কর্‌লে বড়ি, কেউ আর না বল্‌তে চান না।
কুষ্ঠ রোগের পুঁজ রক্ত,
রাঁধি তার ভাল শুক্ত,
ভোক্তা যারা ঘোর বিরক্ত, শেষে তারা একটু একটু পান না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্বর্গপথ ।

প্রতিহিংসা ।

প্রতিহিংসা । জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা আমি ;
সৃজি প্রতিঘাত নিত্য এ তিন সংসারে,
আমারি প্রভাবে,
পদাহত ফণী করে ফণা উত্তোলন ।
আমারি তড়িৎ-স্পর্শে,
শত শত শাণিত কৃপাণ
শত্রু-রক্তে প্রক্ষালিত হয় নিরন্তর ।
আমারি মোহন মন্ত্রে
সঞ্জীবিত নিরবধি কত মৃত প্রাণ ।
আমারি উৎসাহ বলে
কত শত পরাজিত বীর,
পুনরায় নবীন উদ্যমে
মুষ্টিবদ্ধ অসিসহ উঠিছে মাতিয়া ।
আমারি আশ্বাস-বাক্যে
রণক্ষেত্রে শায়িত বীরেন্দ্র—
ভগ্নপদ ছিন্নহস্ত তার,
তথাপি সে প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
মস্তক তুলিতে যায় প্রতিপক্ষ মাঝে ।

আমারি মোহন বংশী পশিলে শ্রবণে
জরাগ্রস্ত স্থবির হৃদয়ে
প্রবাহিত হয় তীব্র তড়িৎপ্রবাহ।
চিরবৈরী দেবতা-অসুরে,—
কভু জেতা সুরগণ, কভু বা বিজিত,
কভু জয়ী দুর্দ্ধর্ষ দানব,
কখন বা ভীত হ'য়ে লুকায় পাতালে।
এইরূপ দেব-দানবের
চির-প্রতিহিংসানল,
আমার ফুৎকারে সদা আছে প্রজ্বলিত।
যখনি যে পক্ষ হেরি হয়েছে দুর্ব্বল,
তখনি তাহারে আমি করি উত্তেজিত।
দুর্ব্বাসার শাপে
লক্ষ্মীভ্রষ্ট দেবেন্দ্র বাসব,
ত্যজি স্বর্গ-সিংহাসন
ভ্রমিছেন পর্ব্বত গহনে।
ইন্দ্রশূন্য স্বর্গধাম এবে,
ম্রিয়মাণ দেবদল যত
সুমেরুর প্রান্তদেশে লভেছে আশ্রয়।
হীনবীর্য্য সর্প সম
দৈত্যভয়ে সদা বিকম্পিত।
এ শুভ সুযোগে,
পশে দৈত্য দলে দলে বৈজয়ন্তপুরে।
কে করে নিষেধ—কেবা দেয় বাধা?

বিনা রক্তপাতে
স্বর্গধাম লভিছে দানব।
তাই আজি প্রতিহিংসা আমি
হ’য়ে জ্বালাময়ী,
নির্ব্বাপিত দেব-রোষানল
ফুৎকারে জ্বালাতে পুনঃ চলেছি তথায়।
সুরাসুর আত্মপর নাহি কেহ মোর.
প্রয়োজন অনুসারে
স্বকর্ত্তব্য সাধি অনুক্ষণ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বর্গ—তোরণ-দ্বার।

নিশানহস্তে দানবগণ গাহিতেছিল।

দানবগণ।—

গীত।

বিপুল-দর্প দানব সর্ব্ব লভিল স্বর্গ-অধিকার।
দেবতাবর্গ হইল খর্ব্ব করিছে উচ্চ হাহাকার।
বিজয়নাদে ধ্বনিত যাদের অলকাক্ষেত্র দুর্নিবার।
ঝলসিত যাদের উদ্যত কৃপাণ উঠায় সমরে মহামার।
সমর দুন্দুভি-নির্ঘোষে যাদের স্তম্ভিত নিত্য ত্রিসংসার।
কম্পিত হিমাদ্রি শুনিলে যাদের ভীষণ কোদণ্ড-টঙ্কার।

শত মার্ত্তণ্ড জ্বলিছে যাদের সরোষ কটাক্ষে অনিবার।
ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদিয়া উঠিছে নিয়ত যাদের হুহুঙ্কার॥
তাদের অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ত্রিলোকে পারে কে রোধিতে আর।
তাদেরই কীর্ত্তি-পতাকার স্ফূর্ত্তি শোভিছে স্বর্গ-তোরণ-দ্বার॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সুমেরু-প্রান্ত।

যম, অগ্নি, পবন ও বরুণ।

যম। বর্ত্তমানে এই তো অবস্থা!
সত্য মোরা বন্য পশু সম
দৈত্য ভয়ে না করি বিশ্রাম,
অবিশ্রান্ত ফিরি বনে পর্ব্বতগুহায়।
না জানি কোথায় পত্নী-পুত্রসহ
আছেন ত্রিদিবপতি শচীন্দ্র বাসব।
কে কবে ভেবেছ বল দেবতামণ্ডলি!
দুর্ব্বাসার রোষানলে পড়ি,
সুরপতি ইন্দ্র হবে ভিক্ষাপাত্রধারী?
কে কবে করেছে বল স্বপ্নেও কল্পনা,
লক্ষ্মীভ্রষ্ট পুরন্দর হবে বনচারী?
আমি যে কৃতান্ত,
ত্রিলোকের প্রাণ অন্ত আমারি করেতে।

ছিল এ নিয়ম মম নির্দ্দিষ্ট ধাতার,
কিন্তু হায়! কারে কব সে দুঃখের কথা!
স্বয়ং বিধাতা বাম, তাই আজি
স্বীয় অধিকার হ'তে হয়েছি বিচ্যুত।
মৃত্যুপতি কাল ভাসে নয়ন-সলিলে।

অগ্নি। আমি হুতাশন,
ভ্রষ্ট হ'য়ে স্বর্গের আসন
অনশন-ব্রত ধরি ঘুরিছি বিজনে।
লক্ষ্মীশূন্য সংসার মাঝারে,
যাগ-যজ্ঞ কেহ নাহি করে,
চির-নির্ব্বাপিত হ'লো যজ্ঞের অনল,
স্বাহা স্বধা উচ্চারণ ভুলিল মানব,—
ঘৃতাহুতি বিনে আমি নিৰ্জ্জীব পাবক।
হয় প্রাণ ক্ষুধায় অস্থির,
স্থিরচিত্তে নাহি পারি তিষ্ঠিতে কোথায়।

পবন। আমি সমীরণ,
পূত মন্দাকিনী-স্নিগ্ধ-শিকরপ্রবাহী
সুরভি কুসুমগন্ধে হ'য়ে আমোদিত,
বহিতাম মৃদু-মন্দ ইন্দ্র-নিকেতনে,
শ্রান্তদেহে সুরপতি লভিতেন সুখ।
কিন্তু হায় এবে,
কি কব সে দুঃখের কাহিনী,
পাপিষ্ঠ অসুর-অঙ্গ করিতে ব্যজন,
ভৃত্যসম নিত্য আছি আমি প্রভঞ্জন।

বরুণ। সপ্তনীর-নিধিপতি আমি যে বরুণ,
ঊর্ম্মিশূন্য সদা হায় আছি ম্রিয়মাণ !
নাহি সেই ভৈরব গর্জ্জন
বীর্য্যহীন বাসব বিহনে।
হেরি স্বর্গে দৈত্য আস্ফালন,
শুনি কর্ণে দানব হুঙ্কার,
মৃতপ্রায় আছি স্তব্ধ হ'য়ে।
যার বলে বলিয়ান মোরা,
যাহার ইঙ্গিতে মোরা হয়েছি চালিত,
যাহার গৌরবে সর্ব্ব দেবের গরিমা,
সেই সুরকুল-রবি সহস্রলোচন
ভাগ্যদোষে ভুঞ্জে হায় দারিদ্র্য-পীড়ন।
বিধি-বিষ্ণু-ত্রিলোচন !
নাহি কি গো একবার
চক্ষু মেলি দেখিবার অবসর ?
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁদের অধীনে,
তাঁরা বিদ্যমানে,
দুর্ম্মদ দানব করে দেব-অপমান ?
এ হ'তে আর কি আছে আক্ষেপ !

প্রতিহিংসার প্রবেশ।

প্রতিহিংসা। **[প্রবেশপথ হইতে]**
ছি ছি হে দেবতাবৃন্দ !
দৈত্য-ভয়ে ভীত সবে,

নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ প্রায়
আছ লুক্কায়িত হায় পর্ব্বত-গহ্বরে ?
থাকিতে সামর্থ্য অঙ্গে,
কাপুরুষ সম নির্লজ্জ দেবতাকুল !
কোন্ সুখে রয়েছ ঘুমায়ে ?
বলি কোন্ সুখে,
স্বর্গসুখ করি পরিহার,
বন্য পশু শৃগালের ন্যায়
নিবীড় অরণ্য মাঝে কর বিচরণ ?
হেরি আচরণ তোমাদের,
আমি যে রমণী,
লজ্জায় ঢাকিতে সাধ আমারো বদন ।
অপদার্থ সুরকুলগ্লানি !
কোন্ লাজে সবে
বিপন্ন বাসবশূন্য স্বর্গসিংহাসন
বিনা রক্তপাতে
স্বচ্ছন্দে সঁপিয়ে এলে অরাতির করে ?
হীনবীর্য্য নির্ব্বুদ্ধির দল !
কর্ম্মহীন অন্ধ জড়গণ !
দৈত্য-ভয়ে এত যদি ভীত,
কেন ফের সুমেরু প্রান্তরে ?
যাও ফিরে, গললগ্নী-কৃতবাসে
ক্ষমা চাও অসুর সকাশে,
লুটাইয়ে শির সিংহাসনতলে তার ।

কেহ ধর ছত্র,
কেহ কর চামর ব্যজন,
স্তব পাঠ কর কেহ—
"দেহ—দেহ পদাশ্রয়" ।
আরো শোন কলঙ্কের ঘৃণ্য কীট,
মহত্ত্বের করাল কঙ্কালগণ !
করগে প্রেরণ সুরসুন্দরী সকলে
দানব-ললনা পাশে,
বিনাবে মাথার বেণী,
সাজাবে কুসুম তুলি,
চিকণিতে চরণ-নূপুর ।
চিন্তাশূন্য হবে দেবকুল,
তৃপ্ত হবে অসুরী-অসুর ।

যম । কে তুমি মা বিদ্যুৎগামিনি !
দেহ আত্ম-পরিচয়,
দূরে যাক্ মনের সংশয় ।

প্রতিহিংসা । জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা আমি,
এখনো কি পারনি চিনিতে ?
হা অদৃষ্ট, এত শীঘ্র বিস্মৃত আমারে !
তা' না হ'লে এ দুর্দ্দশা কেন বা ঘটিবে ?
বুঝিনু কৃতান্ত হায়
নিতান্ত দুর্ভাগ্যে সবে নিয়েছ ডাকিয়া,
তাই মতিচ্ছন্ন হেন দেবতাকুলের,
তাই 'প্রতিহিংসা' মোরে পার না চিনিতে ।

বরুণ । সত্য মাগো পারি নি চিনিতে,
সত্য দেবি ! ভুলেছি তোমারে,
তাই আজ লক্ষ্যহীন ধূমকেতু প্রায়—
হায় গো জননি !
ছুটিতেছি আর্ত্তনাদে আপনি ফাটিয়া ।
পথভ্রষ্ট অন্ধ সম—প্রান্তরে নয়নধারে
মুছিতেছি আশার কল্পনা ।

প্রতিহিংসা । হ'য়ো না হৃদয়হীন যাক্ যা' যাবার,
পরাজয়ে নাহি গ্লানি,—
হ'য়ো না আলস্যে কাল,
উঠহ গর্জ্জিয়া—
বেলাহত সমুদ্র-তরঙ্গবৎ,
দাঁড়াও ফিরিয়া—
পুচ্ছ-বিদলিত পন্নগের প্রায়,
কোষ-গুপ্ত তীক্ষ্ণ অসি
বিদ্যুৎ ঝলকি করুক ঝঞ্চনা ।
কৃতান্তের কাল-দণ্ড
সহস্র মার্ত্তণ্ড তেজেঃ হোক্ উদ্ভাসিত
ভীম বেগে প্রভঞ্জন,
প্রলয়ের মহা-ঝঞ্ঝা করুক সৃজন ।
যাদঃপতি প্রচেতা বরুণ,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি,
কর পুনঃ ভৈরব গর্জ্জন ।
বৈশ্বানর নিদ্রা ত্যজি,

দানব আহব মাঝে,
প্রচণ্ড প্রতাপে পুনঃ উঠুক জ্বলিয়া ।
পড়ুক অরাতিকুল,
নির্ম্মূল হউক দৈত্য,
উত্তপ্ত শোণিত-স্রোত
ব'য়ে যাক্ মন্দাকিনী-নীরে ।
শুনিলে দেবতাবৃন্দ !
জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা-বাণী ?
শুনিলে তো কর্ণ পাতি
দেবতার দুর্দ্দশা-কাহিনী ?
এখনো তো আছি মোরা জীবিত সকলে,
এখনো তো রুদ্ধ নহে ধমনীর ক্রিয়া,
এখনো তো সুরতেজঃ হয়নি নির্ব্বাণ,
কেন রব অদৃষ্টের তিরস্কৃত হ'য়ে ?
একবার এস সবে,
একমন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত,
সমপ্রাণ হ'য়ে সর্ব্বজন,
স্বর্ণাসনে বসাই রাজারে,
রাজভক্তি দেখাই জগতে ।

প্রতিহিংসা । জয় রবে তবে কর হুহুঙ্কার,
অলস শয়নে ঘুমাও না আর,
এই মূল মন্ত্র জপ অনিবার—
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার !
ঐ দেখ শূন্যে রবি-শশী-তারা,

দানব প্রভাবে প্রভাহীন তারা,
সুরনারী কাঁদে করি হাহাকার
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার !
ছিল যে ত্রিদিবে ত্রিদিব-ঈশ্বর,
বিষম বিপন্ন সেই পুরন্দর,
ভিক্ষাপাত্রকরে ভ্রমে প্রতি দ্বার,
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার !
ভাগ্যদোষে সেই তোমাদেরি রাজা
ঋষি-অভিশাপে লভিছেন সাজা,
কি দুঃখ তাহার ভাব একবার,
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার !
দুই দিন ইন্দ্র স্বর্গভ্রষ্ট বলি,
দিতিপুত্রগণ লভিল সকলি,
বল দেখি হায় এ কলঙ্ক-কালি,
কেমনে মুছিবে দেবতামণ্ডলি ?
যদ্যপি বাসনা মুছিলে সে কালি,
তা' হ'লে প্রতিজ্ঞা করহ সকলি,
"রাজার কল্যাণ করিতে অর্জ্জন,
অকাতরে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।"

সকলে। আজি হ'তে করিনু প্রতিজ্ঞা,
"রাজার কল্যাণ করিতে অর্জ্জন,
অকাতরে প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।"

প্রতিহিংসা। এই তো সময়,
রাজভক্তি প্রকাশের এই তো সময়,

হেন সুসময়ে,
রাজভক্তি-পরাকাষ্ঠা দেখাও সংসারে।
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্ রাজা,
সেই রাজহিত-ব্রত করিতে পালন,
প্রাণপণে হও অগ্রসর।
উদ্ধারি বিপন্ন ভূপে
প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর সম্পাদন।
সুখ শান্তি ভুলি সদা প্রজার রঞ্জনে
নিয়ত বিনিদ্র রাজা পালেন রাজত্ব,
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার এই সুসময়।
রাজভক্তি মন্ত্রবীজ
হৃদিক্ষেত্রে করিয়ে বপন,
উৎসাহ-সলিলে সদা কর সংবর্দ্ধন।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা সবে হ'য়ে একমন
রাজশক্তি বৃদ্ধি কর প্রাণপণ করি।
শিখাও বালকদলে সমর-কৌশল,
জ্বালাও সমরানল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া।
মাভৈ মাভৈ রবে হও অগ্রসর,
কি ভয় কি ভয় রণে হইবে বিজয়,
দেবতার জয়ডঙ্কা বাজিবে নিশ্চয়।
সমবেত উচ্চকণ্ঠে বল পুনর্ব্বার
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার!

সকলে। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার!

[প্রতিহিংসা সহ প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আশ্রম-কুটীর।

দুর্ব্বাসা ও বিশ্বেশ্বর।

দুর্ব্বাসা। শোন বৎস !
অতি বৃদ্ধি পতনের মূল,
এ নিয়ম বিধি-বিরচিত।
ঐ বালসূর্য্য ক্রমে হইয়ে প্রখর
গগনের মধ্যস্থলে করি আরোহণ,
করে যবে অগ্নিসম কিরণ বর্ষণ,—
মধ্যাহ্নের সে খর কিরণে
পরিত্রাহি ডাকে যবে নিখিল সংসার,
পরক্ষণেই দেখ তার ঘোর অধোগতি,
ক্ষীণ কর ল'য়ে অস্ত যায় অস্তাচলে।
ঐ শশধর ক্রমে কলা কলা করি,
পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হ'য়ে পূর্ণকর,
জ্যোৎস্নার বস্ত্রাঞ্চলে আবরি গগণ,
আবরি নক্ষত্র-দীপ্তি, নির্ব্বাপি খদ্যোৎ
মধ্য নভস্থলে যবে হয় সমুদিত,
পরক্ষণ হ'তে হের কি দুর্গতি তার !
এক এক করি ক্রমে হ'য়ে শূন্যকর
অমাবস্যার সান্দ্র তমোমাঝে
লুক্কায়িত রাখে নিজ লজ্জিত বদন।

ঐ যে তটিনী,
গ্রীষ্ম অবসানে পুনঃ বর্ষা সমাগমে,
ক্রমে নিজ অঙ্গ যবে করিয়ে বৰ্দ্ধিত
দুকূল-প্লাবিনী বন্যা প্রবাহিনীরূপে
ক্ষুদ্র তৃণে শত খণ্ডে করি ছিন্ন ভিন্ন
বিস্তারি তরঙ্গমালা করয়ে গৰ্জ্জন,
বর্ষা অবসানে হের কি দুর্গতি তার!
ক্ষীণস্রোতা শৈবলিনী বেশে
মৃদু-মন্দ প্রবাহিত হয় নিজ পথে।
এইরূপ যে দিকে নেহারি,
সেই দিকে এই নীতি হেরি।
স্বর্গপতি পুরন্দর এই নীতি ফলে
স্বর্গচ্যুত লক্ষ্মীভ্রষ্ট আজি।
মম অভিশাপ মাত্র নিমিত্ত তাহার।
বিধাতার সাম্যনীতি মাঝে
বিশৃঙ্খল কিছু নাহি রয়।
এই সাম্য-নীতি বলে,
নিরন্তর ফলিছে কল্যাণ।
হ্রাস-বৃদ্ধি উত্থান-পতন,
জন্ম-মৃত্যু, আলোক-আধার,
সংসারের নবীনতা করিছে সৃজন।
যে উত্থান পতনের মূল,
পুনঃ হের সেই সে পতন
করে সদা নব অভ্যুত্থান।

বিশ্বেশ্বর। স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্র তবে,
পুনরায় পাবে স্বর্গপদ ?

দুর্ব্বাসা। স্থিরচিত্তে শুন সার কথা,
জিজ্ঞাস্যের পাইবে উত্তর।
উত্থান-পতন-ক্রিয়া,
সংসারের সাম্য-নীতি যদি,
তা' হ'লে সে নৈতিক নিয়মে
নিয়মিত অবশ্য বাসব।
উপস্থিত যে পতনে
ইন্দ্র আজি পথের ভিখারী,
জানিবে সে পতনের মাঝে
ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ
অবশ্য নিহিত আছে অতি গুপ্তভাবে।

বিশ্বেশ্বর। পতনের অভ্যন্তরে উন্নতি লুকান,
শুনিনু আশ্চর্য্য কথা !
কেমনে সম্ভবে গুরো করুন প্রকাশ।

দুর্ব্বাসা। কিছুমাত্র নাহি বৎস বিস্ময়ের কথা।
সংসারের সৃষ্টি-তত্ত্ব
ধীরভাবে করিলে বিশ্লেষ,
তা' হ'লে মীমাংসা তার হবে সুনিশ্চয়।
হের বৎস ! অনন্ত সংসারে
হয় নিত্য কত সৃষ্টি লয়,
কিন্তু যদি সূক্ষ্মদৃষ্টে দেখ একবার,
দেখিবে সে সৃষ্টিমাঝে

ধ্বংস-বীজ রয়েছে লুকান,—
দেখিবে আবার,
ধ্বংসগর্ভে সৃজনের অঙ্কুর-উদ্গম।
এইরূপে সৃষ্টি লয় ওতপ্রোতভাবে,
বিধাতার সাম্য-নীতি করিছে রক্ষণ।
কল্পান্ত সময়ে,
একার্ণব হয় যবে এ তিন সংসার,
সে সময়ে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন
দৃশ্য বস্তু কিছু নাহি থাকে।
তখনো জানিও বৎস!
সেই ধ্বংসমাঝে,
সৃষ্টি-বীজ সূক্ষ্মতর ভাবে
একমাত্র পরব্রহ্মে থাকয়ে বিলীন।
পুনঃ যবে সৃষ্টিলীলা করিতে বিকাশ,
ইচ্ছাময় ইচ্ছাশক্তি করেন ধারণ,
তখন—তখন বৎস! সেই সৃষ্টি-বীজ
ক্রমে ক্রমে হ'য়ে পল্লবিত
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড করয়ে সৃজন।

বিশ্বেশ্বর। জিজ্ঞাসি মহর্ষে!
ধ্বংস-নীতির কিবা প্রয়োজন?
এক সৃষ্টি চিরদিন কেন না চলিল?
মৃত্যু-ভীতি জীবমাঝে কেন বা রহিল?

দুর্ব্বাসা। সাম্য-নীতি করিতে রক্ষণ,
ধ্বংশ-নীতির হয় প্রয়োজন।

বিশ্বেশ্বর। কেন বা সে সাম্য-নীতি ?
কিবা ফল তাতে ?
দুর্ব্বাসা। কি বল—কি বল বৎস !
সাম্য-নীতির নাহি প্রয়োজন ?
তা' হ'লে ঐ—ঐ যে পাদপ,
ক্রমে ক্রমে হইয়ে বর্দ্ধিত,
ভেদি অভ্রদেশ তুলিত মস্তক,—
তা' হ'লে ঐ—ঐ যে কীটাণু,
অণু অণু করি ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে,
কোথায় অবধি তার হইত নিঃশেষ ?
এইরূপ প্রতি বস্তু প্রতি জীবদেহে
অসীম অনন্তরূপে
সসীম পৃথিবীতলে না পাইত স্থান।
তাই বৎস !
সাম্য-নীতির আছে প্রয়োজন।
যে ইন্দ্র-সম্বন্ধ আজি আলোচ্য মোদের,
ভাব দেখি একবার,
মম অভিশাপে যদি সেই ইন্দ্র আজি
স্বর্গ সিংহাসন হ'তে না হ'তো বিচ্যুত,
তা হ'লে তার গর্ব্ব অহঙ্কার
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে,
বিষম অনর্থরূপে হ'তো পরিণত।
কিন্তু বৎস ! সাম্য-নীতি অনুসারে,
সেই গর্ব্ব অহঙ্কার

না ঘটাতে বিষম বিভ্রাট,
চূর্ণ হ'লো মম অভিশাপে।
এতদিনে মহাশিক্ষা হইল ইন্দ্রের,
এতদিনে বুঝিল বাসব,
এক ভাবে চিরদিন নাহি যায় কারো,—
এতদিনে জানিল বাসব,
বিলাসের শয্যা পাতি
অলস তন্দ্রার ঘোরে থাকিলে বিভোর,
চঞ্চলা কমলা তারে কাপুরুষ ভাবি,
চঞ্চলচরণে করে অন্যত্র গমন।

স্তবগান করিতে করিতে ঋষিকুমারগণের প্রবেশ।

ঋষিকুমারগণ।—

গীত।

হে জবাকুসুম-সঙ্কাশ।
হে তিমিরাপহর, মিহির মূরতিধর, কর জগৎ প্রকাশ।
ত্বংহি সর্ব্ব-প্রসবিতা,
লোক-লোচন সবিতা,
নবজলদল রচয়িতা, শশিকিরণ কর বিকাশ।
তব মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী,
ধৃত-শঙ্খ-চক্র হিরণ্ময়-মূর্ত্তি,
তব তাপ-পরশে সরসে কমল-কুল স্ফূর্ত্তি,
ত্বংহি ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুত-আকাশ।

[প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। ঐ যে সূর্য্যদেব প্রাচীমূলে সমুদিত, ঋষিকুমারগণ সূর্য্য-স্তোত্র পাঠ করতে করতে সমিধ্ আহরণে গমন কর্‌ছে। আমরাও চল বিশ্বেশ্বর! নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিগে। সুরপতি ইন্দ্রের ভবিষ্যৎ কাহিনী বড়ই আশ্চর্য্যময়ী, ক্রমে তোমার নিকট সমস্তই ব্যক্ত কর্‌বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্বর্গপথ।

ভিস্তিদার গাহিতেছিল।

ভিস্তিদার।—

গীত।

হাম আচ্ছা ভিস্তিদার।
ফুর্ত্তিসে কাম চালাবে হাম্ মিল্‌বে বক্‌সিস তব্ দেদার।
মেরা সরদারনীকো সাত,
ডেরামে যব হোবে মুলাকাৎ,
ভরপুর মজগুল হোবে ক্যাবাত ক্যাবাত;
পিয়েঙ্গে মিঠা সরাপ হরদম্ বড়ি মজিদার।
নেহি মেরা কামে কুছ্ কসুর,
জানে দিয়া তক্‌লিব মেরা এ্যায়সা দস্তর,
রখম্ সে কাম্ ঠিক রাখেঙ্গে, হাম খাঁটি হুসিয়ার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গ—রাজসভা।

সিংহাসনোপরি চণ্ডচূড় উপবিষ্ট, উভয়পার্শ্বে বিশালাক্ষ ও মন্ত্রী, বৈতালিকগণ স্তুতিগান করিতেছিল।

বৈতালিকগণ।—

গীত।

হে অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড চণ্ডচূড়, জয় জয় দানব-গৌরব-কেতন।
সমরে পণ্ডিত বীরত্ব মণ্ডিত ভুজবলার্জ্জিত স্বর্গ-নিকেতন।
ভ্রূকুটি কুটিল লোহিত লোচন,
হেরিলে ত্রাসিত সহস্রলোচন,
শশাঙ্ক শঙ্কিত কম্পিত ভুবন ভীষণ-দর্শন কোদণ্ড-ধারণ।
সুরকুল-রবি প্রলয়-জলধর,
প্লাবিত রিপুকুল বহে অশ্রু নিরন্তর,
ত্রাসিত ত্রাসে বিশ্ব-অন্তর কাতর ভয়ে সদা শমন।

চণ্ডচূড়। মন্ত্রি! আমার কল্যকার আদিষ্ট কার্য্যগুলি বোধ হয় সম্পাদন কর্‌তে শৈথিল্য কর নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, সব আদেশগুলিই প্রতিপালিত হয়েছে, কেবল সেই শনি দেবতাটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চণ্ডচূড়। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কি? স্বর্গ থেকে কোথায় পালাবে? স্বর্গের সমস্ত দ্বারই যে সশস্ত্র জাগ্রত প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত, শনি তো দূরের কথা, ক্ষুদ্র মক্ষিকা-নির্গমনের ছিদ্র-পথ পর্য্যন্ত যে অবরুদ্ধ।

মন্ত্রী। স্বর্গের সমস্ত স্থানই বারংবার তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হয়েছে দৈত্যেশ্বর!

চণ্ডচূড়। মিথ্যা কথা! নিশ্চয়ই তুমি আমার আদেশ পালনে ত্রুটি করেছ। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, কর্ত্তব্যের একটি সামান্য ত্রুটিও চণ্ডচূড় অতি গুরুতর অপরাধ ব'লে মনে করে এবং সেই অপরাধের দণ্ড, চণ্ডচূড় অতি নির্দ্দয়ভাবেই প্রদান ক'রে থাকে। আশা করেছিলাম যে, অন্নপুষ্ট কর্ম্মচারিগণ আমারি দৃষ্টান্তের অনুসরণ ক'রে কার্য্য কর্‌ছে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখ্‌তে পাচ্ছি, সমস্তই তার বিপরীত। জানি না, এমন মূল্যহীন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে একজন রাজনীতি-বিশারদ মন্ত্রীর বক্ষস্থল কেন কেঁপে উঠ্‌লো না? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, বড়ই সমস্যার কথা যে, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ চণ্ডচূড়ের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে সে এখনও জীবন্তভাবে বর্ত্তমান থাক্‌তে পারে? এ অসম্ভবও যদি সম্ভব হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে বুঝ্‌তে হবে যে, অতি অদূরদর্শী চণ্ডচূড় তার রাজনৈতিক ভিত্তিমূল একটা বালুকাস্তূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে এতদিন নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা-সুখ ভোগ কর্‌ছিল।

মন্ত্রী। [সভয়ে করযোড়ে] ক্ষমা ভিক্ষা চাই দৈত্যেশ্বর!

চণ্ডচূড়। ধন্যবাদ তোমার দুঃসাহসকে। আচ্ছা, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। প্রতিহারি!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। আদেশ!

চণ্ডচূড়। এই মুহূর্ত্তে এই মন্ত্রীকে ল'য়ে ঘাতুকের হস্তে সমর্পণ কর; ঘাতুক যেন তৎক্ষণাৎ এর মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করে।

[মন্ত্রীকে লইয়া প্রতিহারীর প্রস্থান।

চণ্ডচূড়। [মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া] কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন মূর্খ হতভাগ্য! স্বকার্য্যের প্রতিফল ভোগ করগে। সেনাপতি বিশালাক্ষ! তোমার কার্য্য কতদূর?

বিশালাক্ষ। বিশেষ বিশ্বস্ত গুপ্তচরকেই ইন্দ্রের অনুসন্ধানে প্রেরণ করা হয়েছে; চর এখনও প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

চণ্ডচূড়। কতদিন সময় দিয়েছ?

বিশালাক্ষ। এক সপ্তাহ।

চণ্ডচূড়। কতদিন বাকি আছে?

বিশালাক্ষ। দুইদিন মাত্র।

চণ্ডচূড়। তোমার কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর, এ কথা যেন তিলার্দ্ধের তরেও বিস্মৃত হ'য়ো না সেনাপতি! তোমার কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে আমার এই স্বর্গাধিকারের স্থায়িত্ব বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত, একথা বোধ হয় তোমাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না?

বিশালাক্ষ। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে নিজ কর্ত্তব্যপালন করাই জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রে আছি। আশা করি, জীবনে তেমন দুর্দ্দিন না আস্‌তে পারে, যাতে সেই ব্রতপালনে বিশালাক্ষের তিলমাত্রও শৈথিল্য প্রমাণিত হ'তে পারে।

চণ্ডচূড়। হাঁ, আমি তাই চাই। আমি তাকেই বলি পুরুষ, যে তার একমাত্র উপাস্ত কর্ত্তব্যকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমান ভাবে সেবা ক'রে যেতে পারে। আমি তাকেই বলি বীর, যে তার বীরত্বকে কর্ত্তব্যের দৃঢ়সূত্রে গ্রথিত ক'রে ল'য়ে বেড়াতে পারে। হাঁ, আর এক কথা,—ধূম্রাক্ষ, রক্তবীজের উপর যে ত্রৈলোক্যের যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-অর্চ্চনা, এ সব তুলে দেবার জন্ত কঠোর আদেশ প্রদত্ত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তো ঠিক কোনও নিশ্চিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। ত্রৈলোক্যে

যজ্ঞানল নির্ব্বাপিত হ'লে দেবগণ আর যজ্ঞের হবি পান ক'রে শক্তিলাভ কর্‌তে সমর্থ হবে না। দেবগণের মধ্যে খাদ্যাভাব জন্মাতে না পার্‌লে তা'দিগে সহজে নিঃশেষ করা অসম্ভব হবে। সেই খাদ্যাভাব জন্মাবার জন্য আমাদিগকে আরও সুবন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। প্রতি পর্ব্বতের, প্রতি অরণ্যের খাদ্য, ফল এবং পানীয় জল তীব্র বিষের দ্বারা মিশ্রিত করে, রাখ্‌বার জন্য মায়াবী অনুচরগণকে প্রেরণ কর্‌তে হবে। অরণ্যচারী দেবতাবৃন্দ যাতে সেই বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ এবং বিষাক্ত পানীয় পান ক'রে সহজে জীবনলীলা শেষ কর্‌তে পারে, সেই সব কূটনীতি এখন আমাদিগের অবলম্বন করা চাই।

গীতকণ্ঠে সত্যের আবির্ভাব।

সত্য।—

গীত।

এ সব দেখে শুনে গেল চুল পেকে।
এরূপ কত এলো কত গেল কালের পটে ছবি রেখে।
যার যখন হয় স্বর্গ-অধিকার,
(তার তখন) বেড়ে ওঠে এমনি ক'রে গর্ব্ব অহঙ্কার,
(আবার) দুদিন পরে দেখ্‌বে চেয়ে সব ফক্কিকার,—
হাসি পায় হায় এ সব দেখে।
তুমি যতই খাটাও ফিকির-ফন্দী ছল,
(কিন্তু) আড়াল থেকে ঘুর্‌ছে যে এক কল,
সেই কলেতে যায় সব ঠেকে।

চণ্ডচূড়। কে—ও হতভাগ্য কে, মৃত্যুকে এতটা সাগ্রহে আহ্বান কর্‌ছে?

সত্য ।—

গীত ।

ওরে সময় নইলে কে কারে মারে ।
অসময়ে কেউ মরে না, আবার সময় হ'লে কেউ তো রাখতে নারে ।
তুমি আমি সবাই মোরা সেই একজনার পুতুল,
এ সব পুতুল ল'য়ে খেলা করে সেই এক অনাদি অতুল,
সে যেমন খেলায় তেমনি খেলি, নইলে নিজে খেল্‌তে কে পারে ।
“আমি করি আমি করি” এ সব মিছে অহঙ্কার,
কেউ কিছু করে না ভবে, কর্‌বার সাধ্য নাই যে কার,
সে যে সুতো ধ'রে ব'সে আছে, যারে ইচ্ছা টেনে লয় তারে ।

চণ্ডচূড় । ওঃ—বুঝ্‌তে পেরেছি, ও একজন সেই অদৃষ্টবাদী দেবতার দলেরই বটে ; নতুবা পতঙ্গের মত নিজেই উড়ে এসে এই জ্বলন্ত অনলে পুড়ে মর্‌বার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে কেন ?

সত্য ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

তারই অনল, তার পতঙ্গ, আবার তারই গড়া জল,
সে পোড়ায় যদি পুড়্‌তে হবে, ভেবে নাইকো ফল,
আবার ইচ্ছা হ'লে জল ঢেলে সে নিভায় অনল একবারে ।

চণ্ডচূড় । কি অন্ধ বিশ্বাস !

সত্য ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

মোহ-রোগে অন্ধ হয় যায় চোক,
সে অন্ধ ব'লে সন্ধ ক'রে এই ত্রিসংসারের লোক,

কিন্তু কে যে অন্ধ, সে বুঝ্‌তো থাক্‌লে চোক,
কভু ঢিল ছুঁড়্‌তো না অন্ধকারে ।

বিশালাক্ষ । সাবধান দুর্ব্বৃত্ত ।

সত্য ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

আমায় কি আর করবে রে সাবধান,
যা' হবার তা' হবেই সে যে বিধাতার বিধান,
এই নিদান কথা জানে যে জন, সে কি কারো ধার ধারে ।

বিশালাক্ষ । আচ্ছা এখনই দেখ্‌তে পাবে ।

চণ্ডচূড় । তোর নাম কি বল ।

সত্য ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

আমি সত্য, সত্যপথে রই,
সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা কখন না কই,
সত্য-বলে আমি জগৎজয়ী, পাপ দৈত্য মোরে চিন্‌তে নারে ।

[অন্তর্দ্ধান ।

বিশালাক্ষ । মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'লো ।

চণ্ডচূড় । বুঝ্‌তে পার্‌লে, দেবতার দল এখনও তাদের দৈবশক্তির স্পর্দ্ধা পরিত্যাগ করে নাই ? প্রথমতঃ সেই পুরন্দরটাকে এনে তার সেই সহস্র লোচনগুলিকে সুতীক্ষ্ণ শলাকা দ্বারা একটা একটা ক'রে উৎপাটন ক'রে ফেল্‌তে হবে । আর তার গর্ব্বিতা শচীটাকে এনে তারই সম্মুখে তার পুত্র জয়ন্তকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটতে হবে ; নতুবা

তাদের বিষদাঁত ভাঙ্ছে না। কৈ সেনাপতি! জম্ভ কোথায়? এখনও রাজসভায় অনুপস্থিত কেন? এখন কিছুদিনের জন্য জম্ভকে অন্তঃপুরের বিলাস-শয্যা ছাড়্তে হবে। বীরের কর্ত্তব্য, আর বিলাসের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, এর দুটো একসঙ্গে মিশ্তে পারে না। বিশেষতঃ জম্ভ এখন যুবরাজ, বালক নয় এবং তার পিতাকে তার চেনা আছে। এখন শত পুত্রস্নেহ তার এই বীর পিতার তরবারিকে বাধা দিতে পারে না। তুমি এখনি জম্ভাসুরকে রাজসভায় আস্তে সংবাদ পাঠাও, আমি কখনই তার এরূপ আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে পার্বো না।

বিশালাক্ষ। ঐ যে যুবরাজ আস্ছেন।

জম্ভাসুরের প্রবেশ ও অভিবাদন।

চণ্ডচূড়। জম্ভ! তোমার ঘুম ভাঙ্গ্লো?

জম্ভাসুর। আজ্ঞে—

চণ্ডচূড়। তুমি বোধ হয় ভাব্ছিলে, যে দিনের মান কমিয়ে, রাত্রির মান আরও সুদীর্ঘ হ'লো না কেন? তুমি বোধ হয় তোমার শয়ন-গৃহের বাতায়ন-রন্ধ্র-প্রবিষ্ট সূর্য্যের রশ্মিগুলিকে এক একটা বিষাক্ত শর কল্পনা ক'রে শিউরে উঠ্ছিলে? মনে রেখো জম্ভ! এখন আর তুমি সেই পিতা-মাতার স্নেহময় শিশুটি নও যে, দেখ্বা মাত্র কোলে ক'রে মুখচুম্বন কর্বে। এখন তুমি একজন বয়প্রাপ্ত যুবরাজ, বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র তোমার সম্মুখে,—বিস্তৃত কর্ত্তব্য তোমাকে সেই কর্ম্মক্ষেত্রে নেবার জন্য নিয়ত হাত বাড়িয়ে আহ্বান কর্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—পরিতাপের কথা, তুমি দিন দিন সেই কর্ত্তব্যের সাদর আহ্বান উপেক্ষা ক'রে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে দূরে, অন্তরালে অবস্থান কর্তে চেষ্টা কর্ছো। কিন্তু আমার কঠোর আদেশ, আজ হ'তে তোমার অন্তঃপুর প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'লো। আমার দ্বিতীয়

আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আজ হ'তে তোমার অন্তঃপুরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধই বিছিন্ন হ'লো, বুঝেছ ? হাঁ, আদেশ অপালনে চরম দণ্ডের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত দিতে ইতস্ততঃ করবো না।

জম্ভাসুর। [করযোড়ে] এইবার ক্ষমা করুন দৈত্যনাথ!

চণ্ডচূড়। মূর্খ জম্ভ! কার কাছে ক্ষমার আশা কর ? তুমি জান না যে, চণ্ডচূড় তার আদেশবাক্য প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে কখনো বিস্মৃত হয় না।

গীতকণ্ঠে কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ।—

গীত।

কিবা সুন্দর প্রকৃতি শোভন।
হেরে বিমোহিত মম নয়ন॥
কিবা তরুণ তপন প্রকাশ,
কিবা চন্দ্রমা-শোভিত আকাশ,
কিবা মৃদুল মধুর বাতাস
শীতল পরশে জীবন।
কিবা পাখী গায় শাখে হরষে,
সুধা শতধারা বরষে,
বিকচ-নলিনী সরসে
হাসে ভাসে ডোবে মধুর মধুর দরশন॥

কুম্ভ। কি সুন্দর প্রকৃতি, যেন একটা মধুর সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস—যেন একটা সৌন্দর্য্যের খোলা ভাণ্ডার। যার ললাটে এমন শশী ফুটে রয়েছে—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে এমন জ্যোছনার ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে—যার কণ্ঠে এমন তারার মালা শোভা পাচ্ছে—যার অঙ্গে এমন কুসুম-সুরভি, এমন

বসন্ত-বাতাস, এমন তটিনীর কুলু কুলু তান—যার মস্তকের উপর এমন অসীম নীল আকাশ—যার পায়ের নীচে দিয়ে এমন নীল সাগরের তরঙ্গ, সে কত সুন্দর—কত মধুর—কত চমৎকার !

চণ্ডচূড়। কুম্ভ !

কুম্ভ। বাবা !

চণ্ডচূড়। যাও, অন্যত্র যাও।

কুম্ভ। কেন, কোলে নেবে না ?

চণ্ডচূড়। না—এখন না।

কুম্ভ। তবে দাদার কোলে যাই। [জম্ভাসুরের নিকট গিয়া] আমায় কোলে নাও না দাদা ! ওকি দাদা ! তোমার চোক দিয়ে জল পড়্‌ছে কেন ? কি হয়েছে দাদা ? বাবা কি বকেছেন ? হ্যাঁ বাবা ! দাদাকে তুমি বকেছ ?

চণ্ডচূড়। হাঁ, বকেছি।

কুম্ভ। কেন বাবা ?

চণ্ডচূড়। অন্যায় কাজ করেছে ব'লে।

কুম্ভ। কেন অন্যায় করেছ দাদা ? চারিদিকে প্রকৃতি কেমন প্রাণ খুলে হাস্‌ছে, তুমি কেবল কাঁদ্‌ছো দাদা ! এস দাদা, আমরা বাড়ীর ভিতর যাই। সেখানে বৌদিদি তোমার জন্য আজ কেমন সুন্দর এক-ছড়া মালা গেঁথে রেখেছে, তুমি পর্‌বে চল ; আমি তোমাকে সেই জন্যই ডাক্‌তে এসেছিলাম। এস দাদা ! [হস্তাকর্ষণ করিল]

জম্ভাসুর। না, আমি যাবো না।

কুম্ভ। তুমি না গেলে বৌদিদিও আবার কাঁদ্‌বে।

চণ্ডচূড়। কুম্ভ ! তোমাকে আমি এখান থেকে অন্যত্র যেতে বল্‌লাম না ? যাও।

কুম্ভ। দাদা যাবে না ?

চণ্ডচূড়। না।

কুম্ভ। তবে আমি মায়ের কাছে যাই। গিয়ে বলিগে যে, বাবা আজ আমাকে কোলে নিলেন না ; আর দাদাকে কাঁদিয়ে দিয়েছেন।

চণ্ডচূড়। হাঁ, তাই যাও।

[কুম্ভ কিঞ্চিৎ গমন করিল]

চণ্ডচূড়। কুম্ভ ! শোন।

কুম্ভ। [ফিরিয়া আসিয়া] কি বাবা ?

চণ্ডচূড়। কাল থেকে তোমাকে নিয়মিতভাবে সেনাপতির কাছে যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে। এখন কেবল দিনরাত্র প্রকৃতির শোভা দেখে বেড়ালে হ'চ্ছে না। বুঝেছ ?

কুম্ভ। যুদ্ধ ! যা' শিখ্‌লে অপরের গায়ে রক্তপাত কর্‌তে হয়— যা' শিখ্‌লে হৃদয়ের মায়া-দয়া এ সব ভুলে যেতে হয়—যা শিখ্‌লে প্রকৃতির কোল শূন্য ক'রে, তার সন্তানগণকে মেরে ফেল্‌তে হয়, সেই যুদ্ধ ! না বাবা ! আমি যে তা' শিখ্‌তে পার্‌বো না, আমার হাত থেকে যে তরবারি খ'সে প'ড়ে যাবে। শক্ত ক'রে যে ধনুক ধর্‌তে পার্‌বো না ! আমাকে যুদ্ধ শিখ্‌তে দিও না বাবা ! ঐ দেখ বাবা ! প্রকৃতি কেমন সুন্দর—কেমন শান্ত—কেমন শান্তিপূর্ণ। দেখ্‌লে নয়ন জুড়িয়ে যায়, প্রাণ শীতল হয়। আমি যুদ্ধ শিখে এমন সুন্দর প্রকৃতির শোভা কেমন ক'রে নষ্ট কর্‌বো বাবা ?

চণ্ডচূড়। এ কি বলে ? আমার পুত্রের মুখে এইরূপ অসার কাপুরুষের উক্তি ! বড়ই আশ্চর্য্য কথা তো সেনাপতি ! এরূপ হবার কারণ কি ? পিতামাতার অতিরিক্ত আদর ? তাই বা বলি কিরূপে ? শিশু পুত্রকে কোন্ পিতা মাতা না আদর প্রদান ক'রে থাকে ?

বিশালাক্ষ। সম্ভবতঃ বালক কুম্ভের জন্মগ্রহণ কর্‌বার পরেই দৈত্যপতি স্বর্গাধিকার করেছেন ব'লেই এই অলৌকিক স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখে কুমারের শিশুহৃদয়ে তার একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বালকের চক্ষু ত্রিদিব-সৌন্দর্য্যের মধ্যেই ডুবে রয়েছে। এটা বীরত্বের লক্ষণ না হ'লেও এটা যে একটা কবিত্বের লক্ষণ, তাতে আর সন্দেহ নাই।

চণ্ডচূড়। সৌন্দর্য্যের উপাসনা, কবিত্বের সেবা এ সব ভাব অসভ্য অলস কাপুরুষদের মধ্যেই অধিকতর দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং সেই সব সমাজে তার আদর হ'য়ে থাকে। কিন্তু বীরত্বের পূর্ণাবতার দানবকুলে এরূপ কলঙ্ক নিতান্তই কুলক্ষণের বিষয়। এ সব কুম্ভের মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ ব'লে বোধ হচ্ছে। তা' হ'লে যাতে স্বর্গের এই রমণীয় শোভা নষ্ট হ'তে পারে, তার জন্য বিশেষভাবে বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।

কুম্ভ। দেখ—দেখ বাবা!

গীত।

কিবা নির্ম্মল দশদিশি, উজ্জ্বল রূপরাশি,
শান্ত প্রকৃতি খেলে হাসিয়া।
মধুপ-মুখরিত, কুসুম বিকসিত,
অমিয়-মাধুরী যায় ভাসিয়া।
চির মধুময় এ নব বসন্ত,
সুষমা-সম্ভার-পূরিত দিগন্ত,
অনিমেষ আঁখি, সদা চেয়ে থাকি,
পুলকিত প্রাণ মন উঠে ভাবে ভরিয়া।

[প্রস্থান।

শনিসহ গীতকণ্ঠে মদন ও রতির প্রবেশ ।

মদন ও রতি ।—[নৃত্যসহ]

গীত ।

প্রেমের হাওয়ায় ভেসে বেড়াই আমরা দু-জনা ।
আমরা সোহাগ পেলে যাই গো গ'লে, (মোরা যে গো) সোহাগের ময়না ।
মোরা নয়ন ঠেরে মুচকে হাসি,
মোদের ভুবনমোহন রূপের রাশি,
শুনলে মোদের মধুর বাঁশী, ভুলে যায় যোগী যোগসাধনা ।
মোরা হানি প্রাণে যার ফুলশর,
কামে তনু তার হয় গো জর জর,
তার হৃদয়ে উথলে প্রেমের সাগর, করে নাগরী নাগর কামনা ।

চণ্ডচূড় । কে তোমরা জ্যোৎস্নার ছবি,
সুস্বর-লহরী
শতধারে ঢালিলে শ্রবণে ?
অমিয়-মাধুরী পানে
প্রাণে মোর পুলক সঞ্চারে ।
প্রবাহিলে মধুমতী স্রোতস্বতী
এ নীরস পাষাণের মাঝে ।

মদন ও রতি ।—[নৃত্যসহ]

গীত ।

মোরা পাষাণে প্রবাহধারা,
করি প্রেমিকে আপনহারা ।

মোদের শীতল কর পরশে,
কত শুষ্ক বুকের তপ্ত প্রাণে
প্রেম-শীকর বরষে,—
(ভাসে) প্রীতি-পিযূষ-সরসে,
সুখ-সিন্ধু-সলিলে হরষে,
চুম্বিত অধরে সুধাধারা ঝরে,
যুগল বিহরে প্রেমেতে পাগলপারা ।

চণ্ডচূড় । নৃত্য-গীত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব !
পূর্ব্বে নাহি হেরি,
কোথা হ'তে এ'লো এই নাগর-নাগরী ?

শনি । দৈত্যনাথ ! অভিবাদন । এই সুন্দর ছবি-দুখানি স্বর্গপতিকে নজর দেবার জন্য আমিই বেছে বেছে নিয়ে এসেছি । পূর্ব্বে এরা ইন্দ্রের সভাতে নৃত্য-গীত কর্‌তো । দুজনার নাম মদন আর রতি, সম্প্রতি দৈত্যপতি স্বর্গাধিপতি হয়েছেন, ইন্দ্র এখন পথের ভিখারী, কাজেই এ দুজনাকে আমি ত্রিদিবেশ্বরের হাতে সমর্পণ কর্‌লাম । এরা সর্ব্বদা নৃত্য-গীতে দৈত্যপতির চিত্তবিনোদন কর্‌বে ।

চণ্ড । বিশেষ সুখী কর্‌লে আমায় । তোমার নাম কি ? তোমাকে তো কোন দৈত্য ব'লে বোধ হ'চ্ছে না ! তুমি কোথায় থাক ?

শনি । আজ্ঞে, আমি এতদিন দেবতাই ছিলাম, পরে সেই লক্ষ্মী-ছাড়া ইন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে পালাবার পর থেকেই এই দৈত্যদলে এসে মিশেছি । সম্প্রতি বাসস্থান আমার দৈত্যপতির আঁস্তাকুড়, সেখানে আমার একটি "হাক্-থু মাসী" আছে, আমি তার পিরীতেই প'ড়ে আছি । নাম আমার বোধ হয় শুনে থাকবেন ; আমার নাম শনৈশ্চর [শর্ম্মা আমার দৃষ্টি শক্তিতে একটু রকমারি আছে ; আপনারা অস্ত্রে শস্ত্রে যা' না কর্‌তে

পারেন, আমি আমার এই চক্ষু দুটির দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা করতে পারি, তার প্রমাণ গণেশের স্কন্ধে গজমুণ্ড। এখন আমার প্রার্থনায় দৈত্যেশ্বর যদি একটু কৃপা-দৃষ্টিপাত করেন, তবেই চিরজীবন এই মহদাশ্রয়ে থেকে কৃত-কৃতার্থ হই।

চণ্ডচূড়। ও,—তুমিই সেই শনি, বটে? তোমারই অনুসন্ধানে যে আমি অনুচর নিযুক্ত করেছিলাম!

শনি। আজ্ঞে, আমার সেই পরম সুন্দর আঁস্তাকুড়ের আড্ডাটা বোধ হয় কারো জানা ছিল না, তাই আমাকে খুঁজে পায়নি।

চণ্ডচূড়। তোমার জন্য যে আমি আমার মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত ঘাতুকের দ্বারা হত্যা করিয়েছি।

শনি। সে আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে বৈ কি! আমি একজন কোথাকার কে, আমাকে দেখ্‌বার জন্য যে দৈত্যপতির এতটা আগ্রহ হবে, সেটাও একটা বিশেষ অনুগ্রহের লক্ষণ বল্‌তে হবে।

চণ্ডচূড়। আমি যে তোমাকে একজন দেবতাদের গুপ্তচর ব'লে মনে করেছিলাম।

শনি। রাম বলুন। দেবতাদের উপর যে আমি একেবারে হাড়ে চটা! নইলে কি আজ এমন অখণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-মার্ত্তণ্ড-খণ্ড-বিখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-লণ্ডভণ্ডকারী প্রকাণ্ড ষণ্ড-অপগণ্ড-প্রচণ্ড চণ্ডচূড়ের কোদণ্ড-টঙ্কার শুনে কার সাধ্য যে, সেখানে এসে সশরীরে দাঁড়াতে পারে?

চণ্ডচূড়। কি বল্‌ছো? তোমার সমস্ত ভাষা বুঝে উঠা গেল না।

শনি। আজ্ঞে, এটা হ'চ্ছে দেবভাষা,—রাজাদের স্তব-স্তোত্র পাঠ করতে হ'লে এই দেবভাষা প্রয়োজন হয়।

চণ্ডচূড়। তুমি নির্ভীক বটে।

শনি। তার মানেই হ'চ্ছে যে, মনের মধ্যে কোন পাপ নাই।

চণ্ডচূড় । তোমার মত সাহসী পুরুষের পুরস্কার প্রদান প্রয়োজন মনে কর্‌লেও, তোমাকে যে বিশ্বাস ক'রে উঠা যায় না ।

শনি । আজ্ঞে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাভিশ্বাস দেখা না দেবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস আমার নিকট পাবেন না ।

চণ্ডচূড় । প্রয়োজন হ'লে তুমি দেবতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌বে ?

শনি । তাই তো আমি চাই । অস্ত্র ধর্‌বো ব'লেই তো দৈত্যেশ্বরের শরণ প্রার্থনা কর্‌ছি । পূর্ব্বেই তো বল্‌লাম যে, আমি ঐ দেবতাগুলোর উপর হাড়ে চটা । দৈত্যরাজ ! বল্‌লে গর্ব্ব করা হয়, আমার কোপ-দৃষ্টিতে প'ড়েই ইন্দ্র আজ লক্ষ্মীছাড়া—স্বর্গছাড়া—পথের ভিখারী । আর যুদ্ধের কথা যা' বল্‌লেন, সে তো আর আমাকে কষ্ট পেয়ে কিছু কর্‌তে হবে না, কেবল চক্ষের ঠুলিটে খুলে একবার শত্রুদলের উপর আকর্ণ বিস্তার ক'রে কৃপা-দৃষ্টিপাত, তা' হ'লেই বাস্‌, একেবারে ভস্মের পাহাড় বেঁধে যাবে, দৈত্যপতির পক্ষে আর কোন সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজনই হবে না ।

চণ্ডচূড় । সেনাপতি ! সব শুন্‌ছ ?

বিশালাক্ষ । সবই শুন্‌ছি, কিন্তু ঐ বিশ্বাস কর্‌বার কথা যা' বল্‌লেন ওটা আমারও মনে এসেছে । ধূর্ত্ত দেবগণের কোনও একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফল কি না, বুঝে ওঠা যাচ্ছে না ।

শনি । সেটা দেখ্‌ছি আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য ।

চণ্ডচূড় । আচ্ছা, তুমি কিছুদিন এই স্বর্গপুরেই অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হবে । কিন্তু সাবধান ! যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার উপর কারও কোন সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় তা হ'লে তৎক্ষণাৎ তোমার ঐ মূর্ত্তি কবন্ধ-মূর্ত্তিতে পরিণত হবে ।

শনি । যে আজ্ঞা ।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

চণ্ডচূড়। কি সংবাদ প্রতিহারি ?

প্রতিহারী। দ্বারদেশে একজন দেবদূত উপস্থিত, দৈত্যেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

চণ্ডচূড়। এখানে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

চণ্ডচূড়। জম্ভ ! তোমার অভিমানের উপর আঘাত ক'রে তোমাকে মনঃকষ্ট দিয়েছি বটে, কিন্তু মনে মনে চিন্তা ক'রে দেখ, তোমার আলস্য এবং ঔদাস্য ক্রমেই যেন তোমাকে বেশী ক'রে জড়িয়ে ধরেছে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভবিষ্যৎ রাজসিংহাসন তোমারই প্রাপ্য। অতএব যাতে সেই সিংহাসনকে কলঙ্কিত করতে না হয়, তার জন্য তোমার পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তোমার প্রতি আমার এইরূপ কঠোর দৃষ্টি। আচ্ছা, তুমি এখন স্থানান্তরে যেতে পার।

জম্ভাসুর। অভিবাদন। [প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।]

চণ্ডচূড়। আচ্ছা, ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে যাও জম্ভ ! দেখি, দেবদূতের বক্তব্য বিষয় কি ?

জম্ভাসুর। যে আজ্ঞে। [পুনরায় স্বস্থানে অবস্থান]

প্রতিহারী সহ দেবদূতের প্রবেশ।

দেবদূত। দৈত্যরাজ ! দেবদূত আমি,
সমবেত দেবতাবৃন্দের
আজ্ঞামত বক্তব্য তাঁদের,
স্থিরকর্ণে করুন শ্রবণ।

শনি। কি অসভ্য, আগে অভিবাদনটাই কর্।
দেবদূত। চিরোন্নত দেবশির কভু
অবনত নাহি হয় দানব-সকাশে।
শনি। শুন্‌লেন দৈত্যরাজ! স্পর্দ্ধার কথা?
চণ্ডচূড়। [সরোষে] সাবধান, রসনা সংযত কর্।
দেবদূত। বক্তব্য আমার করুন শ্রবণ।
চণ্ডচূড়। বল্ আগে, শুনি তাই।
দেবদূত। দৈত্যপতি!
সম্প্রতি যে ত্রিদিব-আসন
করেছেন নিজে অধিকার,
কিন্তু ন্যায়তঃ—ধর্ম্মতঃ
একমাত্র পুরন্দর বিনা,
সে আসনে অপরের নাই অধিকার।
সুরপতি ইন্দ্র তরে
বিধাতা নির্ম্মিলা এই সুর-সিংহাসন।
স্বর্গসৃষ্টি দেবতার তরে,
মর্ত্ত্যধামে মানবের বাস,
দৈত্যের আবাস তরে
রসাতল সৃজিলেন বিধি।
বিধি-নিরূপিত বিধি করিয়ে লঙ্ঘন,
স্বর্গবাস দানবের না হয় উচিৎ।
শনি। দৈত্যেশ্বর! এখনও সহ্য কর্‌ছেন?
চণ্ডচূড়। সব কথা শুনি আগে,
তারপর হবে প্রতিকার।

দেবদূত। আজ্ঞাবহ দূত আমি,
দেব-আজ্ঞা করিব জ্ঞাপন।

চণ্ডচূড়। বল্—বল্ প্রগল্‌ভ বর্ব্বর!

দেবদূত। সুরভোগ্য স্বর্গপুরী,
ঘৃণিত দানবদলে হয়েছে পূরিত।
সিংহের আসন আজি,
শৃগালেতে করে অধি—

বিশালাক্ষ ও জম্ভাসুর। [একসঙ্গে অস্ত্র বাহির করিয়া]
সাবধান স্পর্দ্ধিত কুক্কুর!

চণ্ডচূড়। কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধর সবে।
বল্ দূত! তারপর?

দেবদূত। তারপর বক্তব্য আমার,
সমস্ত দানবসহ
হয় স্বর্গ ত্যজুন সত্বর,
নতুবা সজ্জিত হ'ন্ সমর-সজ্জায়।
বিনা রক্তপাতে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়,
তা' হ'লে দেবতাগণ চাহে না সমর।
জীবহত্যা দেবতার নহে অভিপ্রেত,
স্বর্গমাত্র অধিকার বাসনা তাঁদের।
এই মোর বক্তব্য বিষয়,
বলুন, কর্ত্তব্য কিবা করিলেন স্থির?

চণ্ডচূড়। বাসব কোথায়?

দেবদূত। নিরুদ্দেশ সহস্রলোচন।

চণ্ডচূড়। হুঁ! প্রতিহারি!

সমুচিত দণ্ড এরে করগে প্রদান।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নাসাকর্ণ করিয়ে ছেদন,
মুণ্ডিত-মস্তকে দেবে বিদায় ইহারে।
বধ্য নহে দূত কভু,
তাই দূতে না করিবে বধ।
সেনাপতি!
সমুচিত বক্তব্য মোদের
ব'লে দাও দুর্ব্বৃত্ত বাচালে,
বলিবে এখনি গিয়া নির্লজ্জগণেরে।

বিশালাক্ষ। শোন্ দূত, কর্ণপাতি বক্তব্য মোদের,
বলিস্ এখনি সেই সুর-পশুগণে।
প্রথম বক্তব্য সেই কৃতান্তের প্রতি,—
বলিবি তাহারে,
ত্যাজি দণ্ড এই দণ্ডে দন্তে তৃণ করি,
উপস্থিত হয় যেন অশ্বপাল বেশে।
দৈত্যপুরে অশ্ব-ঘাস কেহ না যোগায়,
তাই সেই অশ্ব-ঘাস যোগাবার তরে,
অশ্বশালে শমনের আছে প্রয়োজন।
দ্বিতীয় আদেশ পুনঃ বরুণের প্রতি,
জলভার স্কন্ধে যেন আসি স্বর্গপুরে
প্রতি দৈত্যঘরে-ঘরে জোগায় সলিল।
তৃতীয় বক্তব্য পুনঃ বলিবি অনিলে,
এখনি ব্যজনহস্তে,
আসে যেন দৈত্যরাজে করিতে বীজন।

আর শোন্, বলিবি সবারে,
নিজ নিজ সুন্দরী রমণী
অবিলম্বে স্বর্গে যদি না করে প্রেরণ,
তা' হ'লে সেই রমণী সকলে
বাঁধি কর দলে দলে আনিবে দানব।
করিবে রমণীবৃন্দ,
পদসেবা দানবীগণের।

দেবদূত। [উত্তেজিত ভাবে] সাবধান দৈত্য-সেনাপতি!
দানবের গর্ব্বিত মস্তকে
শত পদাঘাত করে সুরনারীগণ।

বিশালাক্ষ ও জম্ভাসুর। তবে রে বাচাল! [এক সঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন]

চণ্ডচূড়। কিবা লাভ পিপীলিকা নাশে?

শনি। বাবা দূত! চেয়ে দেখ্ছো না যে, এক একজন তোমার যম-দূতের বাবা দাঁড়িয়ে!

চণ্ডচূড়। সেনাপতি!
শেষ কর বক্তব্য তোমার।

বিশালাক্ষ। পুনঃ শোন্-মূর্খ দূত!
ত্রিসংসার করি পাতি পাতি,
বাসব শচীরে বাঁধি কঠিন শৃঙ্খলে,
আনিব ত্রিদিবপুরে দাসত্বের তরে।
ইন্দ্র আসি বিরচিবে
দৈত্যেন্দ্রের চারু কণ্ঠহার,
ইন্দ্রাণী মুছাবে দৈত্যরাণীর চরণ।

করিলে অন্যথা,
প্রতি অঙ্গে বিদ্ধ হবে সুতীক্ষ্ণ সূচিকা।
নাহি কিছু বক্তব্য অপর,
দূত ব'লে পেলি অব্যাহতি।

চণ্ডচূড়। প্রতিহারি!
যাও দূতে স্থানান্তরে ল'য়ে।

শনি। আর নাক কাণ কাটার কথাটা যেন ভুলে যেও না দেখো।

[দেবদূতকে লইয়া প্রতিহারীর প্রস্থান।

চণ্ডচূড়। বিশালাক্ষ! হাসি পায়,
স্বর্গচ্যুত বিতাড়িত দেবতাবৃন্দের
পুনঃ যুদ্ধোদ্যমে।
কোন্ দুরাশায় হ'য়ে প্রতারিত,
জানি না সে নির্লজ্জের দল
উত্তেজিত—অগ্রসর
পতঙ্গের প্রায় জ্বলন্ত আহবে!
কোন্ শক্তি করিয়া অর্জ্জন,
দৈত্যসনে ইচ্ছে পুনঃ রণ!

বিশালাক্ষ। এইবার সমূলে বিধ্বস্ত হ'তে
ইচ্ছিয়াছে মূর্খ সুরগণ।
যতই নবীন শক্তি করুক অর্জ্জন,
দানবের করে নাই রক্ষা কোনরূপে।

চণ্ডচূড়। যাই হোক্—
উপস্থিত কর্ত্তব্য মোদের,
সৈন্যদলে অবিলম্বে করিতে সজ্জিত।

সহসা প্রতিহিংসার প্রবেশ।

প্রতিহিংসা। [উত্তেজিত স্বরে] হাঁ দৈত্যরাজ! অবিলম্বে দানব সৈন্য সজ্জিত কর, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রো না। ওদিকে পঙ্গপালের মত দেবতাগণ সুমেরু-শিখর হ'তে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আস্‌ছে, তোমার স্বর্গ ছেয়ে ফেল্‌লে ব'লে। এবার তারা তাদের রাজার জন্য প্রাণান্তপণ ক'রে যুদ্ধ করবে। রাজভক্তির মহাশক্তি তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত, আলস্যের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে তারা এবার জেগে উঠেছে। বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই প্রাণে রাজভক্তির প্রবল বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। তাদের করস্থিত কৃপাণকুল সূর্য্যরশ্মিতে ঝক্ ঝক্ করছে। আর নিশ্চিন্ত থেকো না দৈত্যরাজ! ওঠ—জাগ—জাগাও, এইবার সকলে এক সঙ্গে সেই বৃত্রাসুর-বধের প্রতিহিংসা ল'য়ে, দাবাগ্নির মত জ্ব'লে উঠে, ধূমকেতুর মত ছুটে চল—প্রলয়-ঝঞ্ঝার মত ব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত ক'রে তোল—সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত শত্রু-রুধিরে সংসার প্লাবিত ক'রে ফেল। মহাপ্রলয়ের ভৈরব নিনাদের মত বীর হুহুঙ্কারে ত্রিলোক কম্পিত ক'রে তোল। ধর—ধর—অসি ধর—খাঁড়া ধর,—শূল, শেল, মুষল, মুদ্গর ধ'রে মার্ মার্ রবে ধেয়ে চল। জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা আমি, আমি তোমাদের জাগাতে এসেছি,—আমি তোমাদের প্রধূমিত ক্রোধ-বহ্নিকে ফুৎকারে জ্বালাতে এসেছি,—চল্‌লাম।

[বেগে প্রস্থান।

চণ্ডচূড়। সেনাপতি বিশালাক্ষ!
আর কেন তবে?
এসেছে দুয়ারে শত্রু পঙ্গপাল সম,
তিল মাত্র বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।

সাজাও বাহিনী, জাল ভীষণ অনল,
দেবতা-পতঙ্গকুল মরুক্ পুড়িয়া।
বাল, বৃদ্ধ, রুগ্ন, খঞ্জ আদি,
না করি বিচার কাটিবে কৃপাণে,
সুররক্তে সুরনদী হউক রঞ্জিত,—
একটি দেবতা যেন নাহি পায় ত্রাণ,
দৈত্য-অরি দেবনাম করিব বিলোপ।
পুত্র জম্ভাসুর !
সম্মুখে ভীষণ রণ শুনিলে শ্রবণে।
এই মহা-যুদ্ধভার অর্পিনু তোমারে,
দেখিব স্বচক্ষে তব সমর-কৌশল।
যদি পুত্র ! পার এই সমর জিনিতে,
পুত্র বলি তবে তোমা করিব স্বীকার,
নতুবা কুপুত্র বলি হইবে বর্জ্জিত।
যাও ত্বরা সেনাপতি সহ
বহির্দ্বারে সৈন্য-ব্যূহ করগে সৃজন।
মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় অসি দেখো পুত্র !
প্রাণান্তেও কভু যেন না হয় শিথিল।
বৈতালিকগণ ! গাও এবে উৎসাহ-সঙ্গীত।

বৈতালিকগণ।

গীত।

চল বীর দাপে দানব সৈন্য।
ধর খরশান্ প্রদীপ্ত কৃপাণ,
কর ত্রিভুবন অরাতিশূন্য।

সঘন গর্জ্জনে বীরত্ব-দম্ভে,
কোদণ্ড নিঃস্বনে ত্রিভুবন কম্পে,
লম্ফে ঝম্পে জয় জগঝম্পে,
শঙ্কিত কর অরি কর ছিন্ন ভিন্ন ।

[সকলের উত্তেজিত ভাবে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অরণ্য-প্রদেশ ।

মলিন-বেশে চিন্তিত বিষণ্ণ ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । [দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া] সেই একদিন আর এই একদিন ; সে দিন যে সৌভাগ্যের স্বুবর্ণ-মন্দির তার অভ্রভেদী গায়ের চূড়া উন্নত ক'রে সগর্ব্বে ত্রিলোকের সমক্ষে দাঁড়িয়েছিল, আজ সেই সৌভাগ্য মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ ধূলিকণারাশি মাত্র স্মৃতির বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে । সেই বহুদিন শ্রুত সঙ্গীতের একটা মলিন ঝঙ্কার মাত্র যেন এখনও কর্ণে লেগে রয়েছে । কখনো কখনো এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, সেই আমি কি এই আমি ? সেই আমিত্বের দগ্ধ স্মৃতি যদি এই আমিত্বে অস্থিমজ্জার সঙ্গে বিজড়িত না থাক্‌তো, তা' হ'লে আর এই অনুশোচনার অনল এমন ভাবে পলে পলে ভস্ম ক'রে ফেল্‌তে পার্‌তো না । কবে কোন্ অতীত জীবনের এক বসন্ত-রজনীতে ব'সে ঝঙ্কৃত বীণার মূর্চ্ছনা হ'তে কোন্ সুমধুর রাগিনীর মোহন ঝঙ্কার শ্রবণপথে প্রবেশ করেছিল,— কবে কোন্ অতীতের সুন্দর সুখময় পর্য্যঙ্কে শয়ন ক'রে তন্দ্রাঘোরে

একটা সুখ-স্বপ্ন দর্শন করেছিলাম,—কবে কোন্ কুয়াসার অস্পষ্টালোকে এই দগ্ধ জীবনের সেই প্রভাতকাল দেখ্‌তে না দেখ্‌তে চ'লে গেছে। তার সেই শত ক্ষত জীর্ণ স্মৃতিকে এখনও কেন জাগিয়ে তুলে এই বর্ত্তমানকে এমন অলসময় ক'রে রাখি? না, তা' রাখ্‌বো না। সব ভুলে যাবো—সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে দেবো। সব স্বপ্ন—সব কল্পনা—সব প্রহেলিকা। ভাব্‌বো যে, ইন্দ্র চিরদিনই এই পথের ভিখারী,—শচী চিরদিনই এইরূপ কাঙ্গালিনী,—জয়ন্ত, সেও এই ভিখারীর পর্ণকুটীরেই জন্মেছে, স্বর্গ কাকে বলে, সে তা' কখনো চক্ষেও দেখে নাই।

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ।

সত্য।—

গীত।

ভবে তার খেলা কে বুঝ্‌তে পারে।

সে ডুবায় ভাসায়, চুবন খাওয়ায়,
ফেলে জীবে ঘোর পাথারে॥
যে বিষেতে প্রাণ নাশে, (আবার) সেই বিষে হয় বিষক্ষয়,
ভাল মন্দ বেছে নেওয়া তার কাছে তো সহজ নয়,
বুঝে না কেউ কিসে কি হয়,
(কেবল) ঘুরে মরে ঘোর আঁধারে।
ভেবে দেখ যে অনলে পুড়ে সবই ভস্ম হয়,
(আবার) সেই অনলে পুড়্‌লে সোণার মলিনত্ব নাহি রয়,
ভাবুক অঘোর ভাবে কি পরীক্ষা
সে যে করে ল'য়ে কখন কারে॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। জানি না ভগবন্! তোমার এই খেলার উদ্দেশ্য তাই কি না? যদি তাই হয়, দুঃখের প্রবল অনলে পুড়িয়ে যদি জীবকে পরীক্ষা করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তা' হ'লে নারায়ণ! সেই ভীষণ পরীক্ষার কি কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখ নাই? এই অনিশ্চিত সুদীর্ঘ জীবনান্ত-কালব্যাপী মহাপরীক্ষার কি আর কখনও অবসান হবে না? আর যে পারি না নারায়ণ! তোমার এই মহাপরীক্ষায় পতিত হ'য়ে দিবানিশি যে ত্রাহি ত্রাহি রবে ডাক ছাড়্ছি মধুসূদন! কোথায় উঠিয়েছিলে, আবার কোথায় নামিয়ে দিয়েছ! ফুটিয়েছিলে স্বর্গের নন্দন-কাননে, আবার ফেলে দিয়েছ নিবিড় কণ্টক-বনে। যে করে রাজদণ্ড তুলে দিয়েছিলে, আবার সেই করে এই ভিক্ষার পাত্র এনে দিয়েছ। যে করে মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলে, আবার স্বহস্তে সেই রাজমুকুট খসিয়ে নিয়ে সেই মস্তকে তুলে দিয়েছ দারিদ্রের বিষম গুরুভার। আর কত পোষণ কর্‌তে চাও? দুর্দ্দশার চরম ব্যবস্থা ক'রে এখনও কি তোমার পরীক্ষা শেষ হ'লো না হরি? সহস্রলোচনে সহস্র ধারা প্রবাহিত ক'রে, এখনও কি তোমার সাধের খেলা মিট্‌লো না নারায়ণ?

ধীরে ধীরে শচীর প্রবেশ।

শচী। দিবারাত্র এমনভাবে দুশ্চিন্তার অনলে দগ্ধ হ'য়ে কি হবে নাথ!

ইন্দ্র। কি হবে? তা' জানি না শচি! তবুও ভাবি—দিবারাত্র ভাবি। ভাবনার সীমা নাই, অন্ত নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি আছে, তবুও ভাবি। সুখ নাই, দুঃখ আছে, তবুও ভাবি,—আলোক নাই, অন্ধকার আছে, তবুও ভাবি। যে অতলস্পর্শ চিন্তা-সমুদ্রের ঘোর তরঙ্গে প'ড়ে

অহর্নিশি হাবুডুবু খাচ্ছি, তথাপি সেই চিন্তা করি। একমাত্র ঐ চিন্তার উপাসনা ক'রেই তো সময় কাটাচ্ছি শচি! চিন্তা-রাক্ষসীই তো আমার এখন একমাত্র সহচরী হ'য়ে আছে। সে তো আমাকে একবারে সম্পূর্ণ গ্রাস না ক'রে ছাড়্‌বে না শচি! ব'ল্‌তে পার শচি! যে দিন যার ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধাণ হন, সেই দিন সেই দুর্ভাগ্যের দুঃখময় জীবনভারও সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্ধাণ হয় না কেন?

শচী। অভাগিনীর সম্মুখে অমন কথা মুখে উচ্চারণ কর্‌বেন না নাথ!

ইন্দ্র! না, শচি! তুমি জান না। এরূপ প্রতি মুহূর্তে তিল তিল ক'রে ভস্ম হওয়ার চেয়ে, সেই একদিনেই এই বিয়োগান্ত জীবন-নাটকের শেষ যবনিকা পতন হওয়াই ভাল ছিল।

শচী। কুটীরে চলুন নাথ! অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, এখনও স্নান-আহ্নিক সমাধা করেন নাই।

ইন্দ্র। শচি! একটা কথা বল্‌বো?

শচী। কি?

ইন্দ্র। বল, অসম্মতি প্রকাশ কর্‌বে না?

শচী! এ কি নাথ! সহসা আমার হৃদয় কেঁপে উঠ্‌লো কেন? মনে হ'চ্ছে, যেন এই অভাগিনীর জন্য কি এক ভীষণ বজ্র আপনার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন!

ইন্দ্র। হাঁ শচি! তোমার পক্ষে সে ভীষণ বজ্রই বটে, তথাপি সেই বজ্রাঘাত সহ্য কর্‌বার জন্য, ধৈর্য্যকে টেনে এনে বক্ষঃস্থল পাষাণময় ক'রে গড়্‌তে হবে। দেখ শচি! যে চির-স্নেহের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে এতাবৎ কাল আমাকে তুমি বেঁধে রেখে দিয়েছো, সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে পতির সহচরী হ'য়ে এতদিন যে পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা

সমভাবে প্রদর্শন ক'রে আস্‌ছো, তা' মনে ক'র্‌লে আমি স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ মনে করি। কিন্তু শচি! কিন্তু পতিব্রতে! আজ আমি তোমার সেই দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে তোমার এবং জয়ন্তর নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ কর্‌তে চাই। যদি কোন দিন জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্‌তে পারি, তা' হ'লে পুনরায় এসে তোমাদের সেই স্নেহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবো, নতুবা এই বিদায়ই আমার চির-বিদায় ব'লে মনে ক'রো। শচি! ও কি? কাঁদ্‌ছো শচি? না প্রিয়ে! বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ, তুমি বুদ্ধিমতী, একটু চিন্তা কর্‌লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

শচী। হায়! আমি কি বুঝ্‌বো, কি ভাব্‌বো? আমি যে চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি, আমার পায়ের নীচে থেকে কে যেন পৃথিবীকে সরিয়ে নিচ্ছে! হা নাথ! আজ একি বজ্রাঘাত কর্‌লে?

ইন্দ্র। কিন্তু—কিন্তু শচি! কিন্তু পৌলমি! এ বজ্রাঘাত তোমাকে সহ্য কর্‌তেই হবে, এ বজ্র তোমাকে বুকে পেতে নিতেই হবে। নতুবা যে আমার জীবনের মহাব্রত-সাধন হবে না। ভেবে দেখ, সেই স্বর্গত্যাগের পর বহুদিন কেটে গেল, কিন্তু এই বহুদিন ধ'রে আমরা কি কাজ কর্‌লাম? কেবল ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোনরূপে এক জীবিকা পালনই কর্‌ছি। কেবল মাত্র জীবিকা পালন ক'রে বনে বনে ঘুরে বেড়ালেই কি আমাদের কর্ত্তব্য-সাধন করা হ'ল? যে কর্ত্তব্যের অপালনে একবার স্বর্গসিংহাসন হারিয়েছি, যে কর্ম্মের দোষে একবার ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করে চ'লে গেছেন, সেই কর্ত্তব্যের সদ্ব্যবহার ক'রে আবার আমি সেই ভাগ্যলক্ষ্মীকে এনে আমার অদৃষ্ট-সিংহাসনে বসাতে চাই। তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে যেতে চাচ্ছি কেন, জান শচি? তোমাদের কাছে থাক্‌লে আমি আমার চিত্তকে স্থির ক'রে রাখ্‌তে পারি না। তোমাদের বিষাদময় মলিন মুখ

দেখ্‌লেই আমি বিচলিত হ'য়ে পড়ি। তাই শচি! তোমাদিগের মায়া-শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে কোন অনির্দ্দিষ্ট গিরিগুহায় গিয়ে, আমার এই মহা-সাধনায় নিযুক্ত হ'তে ইচ্ছা করেছি। আশা করি, তুমি পতিব্রতা, তুমি আমার এই মহৎ-ব্রতসাধন পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে না। পুত্র জয়ন্তকে বুকে ক'রে আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য কর্‌তে চেষ্টা করবে। আমি সুরগুরু বৃহস্পতি দেবকে স্মরণ করেছি, তিনি এখনই এখানে উপস্থিত হবেন, তোমাকে এবং জয়ন্তকে তাঁরই আশ্রমে রক্ষা ক'রে যাবো। কেঁদো না শচি! কেঁদো না। কেবল একমনে ভগবান নারায়ণকে ডেকো, যাতে আমি এই মহা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে পুনরায় তোমাদের হাসি মুখে এসে দেখ্‌তে পারি।

শচী। আপনি আমার স্বামী। স্বামীর ন্যায় গুরু আর রমণীর কে আছে? সেই স্বামী— আপনি যখন আমাকে যা' ব'ল্‌বেন আমি তখনই তাই করতে প্রস্তুত। তাতে যদি তুচ্ছ জীবনপাত কর্‌তেও হয়, তাও হাস্‌তে হাস্‌তে কর্‌বো। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার মহৎ-ব্রতসাধন কর্‌তে যেখানে খুসী গমন করুন। আমি সে বিয়োগ-ক্লেশ অবলীলাক্রমে সহ্য ক'রে থাক্‌বো; আর দিবানিশি একমনে একপ্রাণে সেই সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন নারায়ণকে ডাক্‌বো। তিনি মঙ্গলময়; তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় কর্‌বেন। আপনি নিশ্চিন্তমনে আপনার অভীষ্ট ব্রত পালন কর্‌তে গমন করুন। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন আপনার মহৎ ব্রত শীঘ্রই উদ্‌যাপিত ক'রে আবার এই হতভাগিনীর মস্তকে পদধূলি প্রদান করেন।

ইন্দ্র। [বিস্ময় ও সানন্দে] শচি! শচি! কে তুমি? তুমি এত উচ্চ, এত মহত্ব তোমার? এত ধৈর্য্য, এত স্থৈর্য্য তোমার? তুমি যে এতদূর উচ্চে, তা' তো আমি জান্‌তাম না। তোমাকে তো আমি এতদিন

কিছুমাত্র চিন্‌তে পারি নাই। রমণী পরম পতিব্রতা সতী হ’তে পারে, কিন্তু যে এতদূর মহত্ত্ব-শিখরে উঠ্‌তে পারে, সে কথা আমার বিশ্বাস ছিল না। শচি! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তোমার কাছে আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে যে শঙ্কিত হ’চ্ছিলাম, এখন তার জন্য বিশেষ লজ্জা মনে কর্‌ছি। পতিব্রতে! আজ তুমি আমাকে যে স্বর্গসুখ প্রদান কর্‌লে, শত শত ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্ত হ’লেও বোধ হয় সে স্বর্গসুখ অনুভব কর্‌বো না। শচি! আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে নিজ উদ্দিষ্ট পথে গমন কর্‌তে পার্‌বো। এখন গুরুদেব উপস্থিত হ’লেই তাঁর পদধূলি শিরে ধারণ ক’রে গন্তব্য পথে গমন কর্‌তে পারি।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহস্পতি। বৃহস্পতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর পুরন্দর! [ইন্দ্র ও শচীর প্রণাম] যে জন্য আজ স্মরণ করেছ, সে সবই আমি ধ্যানস্থ হ’য়ে জান্‌তে পেরেছি; আর বল্‌বার আবশ্যক হবে না। কৈ? জয়ন্তকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না, জয়ন্ত কোথায়?

শচী। জয়ন্ত আজ নিজেই ইচ্ছা ক’রে ভিক্ষায় গমন করেছে, এখনি আস্‌বে।

বৃহস্পতি। পতির মনোগত উদ্দেশ্য সবই বোধ হয় শ্রবণ করেছ মা! শুনে বোধ হয়, পতির মঙ্গল সঙ্কল্পে বাধা দিতে চেষ্টা কর নাই।

ইন্দ্র। আমি আজ শচীর অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। আমার অভীষ্ট সাধনে বাধা দেওয়া দূরে থাক্, বরং স্বচ্ছন্দচিত্তে সম্মতিই প্রদান করেছে।

বৃহস্পতি। তা’ আমি জান্‌তাম। পরম পতিব্রতা শচী যে তোমার যথার্থ সহধর্ম্মিণী, সে বিষয় আমি তোমা হ’তেও বিশেষরূপে অবগত

আছি। এমন আত্মত্যাগিনী দেবী, দেবীকুলেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এখন তোমার প্রতি আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে বাসব! দেখ, তুমি যে ভাগ্যলক্ষ্মীকে লাভ কর্‌বার জন্য মহা-সাধনায় নিযুক্ত হ'তে অভিলাষী হয়েছ, এ অতি আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, তুমি কেবলমাত্র লক্ষ্মীলাভের কামনা না ক'রে, সেই সঙ্গে আরও উচ্চ কামনা ক'রে সাধনা আরম্ভ কর। সেই উচ্চ কামনার নাম সমগ্র সুরগণের অমরত্বলাভ।

ইন্দ্র। তাও কি সম্ভব গুরুদেব?

বৃহস্পতি। অসম্ভব কি আছে সংসারে? আমার একান্ত বিশ্বাস, তুমি সেরূপ কঠোর সাধনা ক'রে নিশ্চয়ই সেই অমরত্ব লাভ করতে পার্‌বে। মৃত্যুকে জয় করতে না পার্‌লে প্রবল পরাক্রান্ত অসুরগণের হস্তে দেবগণের কিছুতেই রক্ষা নাই।

ইন্দ্র। যদি অসম্ভব না হয়, তবে দেবর্ষির আশীর্ব্বাদে এই পুরন্দর সে মহাসাধনা হ'তে নিবৃত্ত হবে না। শচি! গুরুদেবের কথায় হৃদয়ের উৎসাহ আরও যেন বেড়ে উঠ্‌লো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আমার এই নূতন আশাও পূর্ণ করতে পারি।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকবেশে জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত।—

গীত।

প্রখর রবি-কিরণে।
আমি তাপিত প্রাণ সন্তাপিত,
চলিতে না পারি দুটি চরণে।

কণ্ঠ তালু শুকাইল আকুল পিপাসা,
ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো, নাহি জীবনের আশা,
(কোথা মা, কোথা মা, কোথা মা আমার)
হেরি চারিদিকে শুধু আঁধার নয়নে।
দেখ মা বড় কাতর হ'য়ে
এসেছি এই ভিক্ষা ল'য়ে,
আমায় কোলে তুলে নে, দুটি খেতে দে,
নতুবা মরি গো জীবনে।

[অচেতন হইয়া ভূমিতে পতন]

শচী। এ কি কর্‌লে নারায়ণ! গুরুদেব! রক্ষা করুন। [জয়ন্তের মস্তক কোলে লইয়া উপবেশন]

বৃহস্পতি। ভয় নাই মা! জয়ন্ত তোমার এখনি চৈতন্য লাভ কর্‌বে। [কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া জয়ন্তের মুখে দিলেন।]

ইন্দ্র। কোন্ পিতামাতা আছে যে, এমন শোচনীয় দৃশ্য দেখে স্থির থাক্‌তে পারে? আমার মতন কোন্ হতভাগ্য নিষ্ঠুর পিতা আছে, যে নিজের একমাত্র শিশু পুত্রকে দুটী অন্ন দিতে না পেরে স্বচক্ষে সেই ক্ষুধায় কাতর পুত্রের করুণ আর্ত্তনাদ শুনে পাষাণের ন্যায় নির্ম্মম কঠিন হ'য়ে থাক্‌তে পারে? কিন্তু এতদিন পেরেছি, আজ আর পার্‌লাম না। আজ যে আমরা স্বহস্তেই এই কোমল স্কন্ধে কঠিন ভিক্ষার ঝুলি পরিয়ে, ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এই মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধ কর্‌বার জন্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলাম। আমাদেরই নিষ্ঠুরতার বিষময় ফলেই আজ জয়ন্ত এই ক্ষুধার যন্ত্রণায় অচৈতন্য হ'য়ে ভূতলে লুণ্ঠিত। শচি! অভাগিনি! পার্‌ছো তো? নয়ন-মণির এই দুর্দ্দশা দেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌ছো তো? দুই হস্তে যার মুখে রাজভোগ তুলে দিয়েও একদিন তৃপ্তি-

লাভ কর্‌তে পার নাই, আজ সেই পুত্রকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত দেখে অশ্রুসম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছো তো? যদি পেরে থাকো, তবে তুমি নিশ্চয়ই পাষাণী—নিশ্চয়ই বজ্রময়ী; স্নেহময়ী মা হ'লে এতক্ষণ ফেটে যেতে।

শচী। এই যে, জয়ন্তের চৈতন্য সঞ্চার হয়েছে। নাথ! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন্।

ইন্দ্র। নিশ্চিন্ত! নিশ্চিন্ত শচি? যথেষ্ট হয়েছি, এমন নিশ্চিন্ত হ'তে সংসারে কয়জনকে দেখেছ শচি? যে বজ্র এতদিন হস্তে ক'রে ত্রিলোক শাসন করেছি, সেই বজ্র দিয়ে এই দেখ শচি! এই বক্ষঃস্থল বেঁধে ফেলেছি। যে বজ্র দ্বারা একদিন পর্ব্বতশ্রেণীকে চূর্ণ করেছি, সেই বজ্রে এই দেখ শচি! হৃদ্‌পিঞ্জরের প্রত্যেক অস্থিকণা পর্য্যন্ত প্রস্তুত ক'রে ফেলেছি। আন, তোমার কত জয়ন্তের মলিন মুখ এনে চক্ষের সম্মুখে ধর্‌বে, ধর; আন, তোমার কত জয়ন্তের অনশনক্লিষ্ট কঙ্কাল-মূর্ত্তি এনে তার কাতর হাহাকার শোনাবে, শোনাও,—দেখ্‌বে স্থির—অচঞ্চল! একটি নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ শুন্‌তে পাবে না।

জয়ন্ত। মা! বড় পিপাসা—বড় ক্ষুধা।

বৃহস্পতি। এই নাও বৎস! এই জলপান কর, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বহুদিন পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌বে না; দেহে অপরিসীম শক্তি সঞ্চারিত হবে। জল পান কর। [কমণ্ডলু হইতে মন্ত্রপূত জল প্রদান করিলেন।]

জয়ন্ত। [জলপান করিয়া] আঃ—বাঁচলাম, ক্ষুধা-পিপাসা সব দূর হ'য়ে গেল। [উঠিয়া] এই দেখ মা! এই দেখ বাবা! আর আমার কোন কষ্ট নাই। কত শক্তি যে দেহের মধ্যে হয়েছে, তা বল্‌তে পারি না।

ইন্দ্র। তবে গুরুদেব! অনুমতি করুন, এখন বিদায় হই।

জয়ন্ত। কোথা যাবে বাবা?

ইন্দ্র। অনেক দূরে।

জয়ন্ত। আর আমরা যাবো না?

বৃহস্পতি। তুমি আর তোমার মা আমার আশ্রমে গিয়ে থাক্‌বে।

ইন্দ্র। গুরুদেবের কাছে শান্ত হ'য়ে থেকো, কাজ শেষ হ'লেই আবার ফিরে আস্‌বো।

জয়ন্ত। আমিও তবে তোমার সঙ্গে যাবো।

বৃহস্পতি। তা' হ'লে তোমাদের না দেখে তোমার মা যে বড়ই কষ্ট পাবেন বৎস!

পবনের প্রবেশ।

পবন। অভিবাদন সুরপতি! দেবর্ষি! হতভাগ্য পবনের প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

বৃহস্পতি। কায়মনবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, মনষ্কাম পূর্ণ হোক্‌।

ইন্দ্র। লক্ষ্মীছাড়া ইন্দ্রকে এখনও ভুল্‌তে পার নাই পবন! এই অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত ঘৃণিত-বদন তোমাদের সম্মুখ হ'তে যত অন্তরালে রাখ্‌তে পারি, তার জন্য এতদিন লুক্কায়িত ভাবে বন্য পশুর মত এই নিবিড় অরণ্যে এসে রয়েছি পবন!

পবন। বহু অনুসন্ধানের পর আজ সুরপতির দর্শন পেলাম। এখন সমগ্র দেবমণ্ডলী একত্র হ'য়ে, বর্ত্তমান স্বর্গপতি চণ্ডচূড়ের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেছেন এবং বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই এ যুদ্ধে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত হ'য়ে স্বর্গদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। একমাত্র সুরপতির অনুমতি এবং উপস্থিতি ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই।

ইন্দ্র। আর কেন এই শক্তিহীন নিস্তেজ দুর্ভাগ্য ইন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে বৃদ্ধি করবে পবন! এ লক্ষ্মীছাড়া ইন্দ্রের সঙ্গে আর

পথের ধূলিকণার সঙ্গে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদি আবার কখন ভাগ্য-পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারি, যদি আর কোন দিন দেবসমাজে ইন্দ্র ব'লে পরিচয় দেবার উপযুক্ত হ'তে পারি, তা' হ'লে সেইদিন আবার তোমাদের ইন্দ্র তোমাদের হবে ; নতুবা পবন! বোধ হয় এই সাক্ষাৎই তোমার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

বৃহস্পতি। প্রভঞ্জন! সম্প্রতি বাসব ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন কর্‌তে এবং সুরকুলের অমরত্বলাভের জন্য কঠোর সাধনা কর্‌তে পত্নী, পুত্র ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গমন কর্‌ছেন ; উপস্থিত যুদ্ধে তোমরাই অগ্রণী হ'য়ে প্রবৃত্ত হওগে এবং সমস্ত দেবমণ্ডলীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বাসবের মনোগত ভাব ব্যক্ত কর্‌বে। ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কেহ যেন ভগ্নোদ্যম না হন। সকলেই যেন অদম্য উৎসাহে দানবনাশে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে কাজ করেন। বাসব! আর বিলম্ব ক'রো না, যাত্রা কর্‌বার এই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত ; এখনি যাত্রা কর।

ইন্দ্র। জয়ন্ত! একবার বুকে এসো বাবা! [জয়ন্তকে কোলে লইয়া স্বগত] জানি না, আর কবে এই শীতল অঙ্গ বক্ষে ক'রে বক্ষঃস্থল শীতল কর্‌বো! জীবনে আর কখনো সে সৌভাগ্য ঘট্‌বে কি না, তাই বা কে জানে?

জয়ন্ত। বল বাবা! বেশী দিন আমাদিগে ভুলে থাক্‌বে না?

ইন্দ্র। ভুল্‌বো কাদের? তোমাদের? হা বালক! যখন তুমি পুত্রের পিতা হবে, আর এই ভাবে নিজের বক্ষের মণিকে বক্ষঃ হ'তে নামিয়ে রেখে যদি কখনো প্রবাস যাত্রা কর, তা' হ'লে তখন পিতার পুত্রস্নেহের মায়া বুঝ্‌তে পার্‌বে। হা রে পিতার প্রাণ! ফেটে গেলেও তোকে চেপে রাখ্‌তে হয়। জয়ন্ত! বাবা আমার! দুলাল আমার! আর তো চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না বাপ! [চক্ষু মার্জ্জন]

জয়ন্ত। কাঁদ্‌ছো বাবা ? না, কেঁদো না। [চক্ষু মুছাইয়া] যাবার সময় হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাও।

বৃহস্পতি। যাবার সময় উত্তীর্ণ হয় যে বাসব !

ইন্দ্র। যাও জয়ন্ত ! এখন তোমার জননীর কাছে যাও। [কোল হইতে নামাইয়া] শচি ! পুণ্যবতি ! কল্যাণি ! পতির কর্ত্তব্য জীবনে কখনো দেখাবার আর অবসর ঘট্‌বে কি না, সে কথা নারায়ণই জানেন। যদি ভগবান কখনও মুখ তুলে চান, যদি তোমার মত সতীর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা বিফল না হয়, যদি দেবর্ষি বৃহস্পতির আশীর্ব্বাদ-বাণী সফল হয়, তবে—তবে সেইদিন অভাগিনি ! তোমার অপরিশোধনীয় ঋণ পরিশোধ ক'রে জীবনকে চরিতার্থ কর্‌বো। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে আজ অনেক কথা এসে রসনাগ্রে উপস্থিত হ'চ্ছে, কিন্তু তার কোনটিই বল্‌বার সময় আর হ'লো না। তবে এইমাত্র ব'লে যাই যে, জীবনে মরণে কখনো যেন ধৈর্য্যকে হারিয়ে ব'সো না। যে অসীম ধৈর্য্যশক্তিপ্রভাবে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আজ আমাকে স্তম্ভিত ক'রে ফেলেছ, সেই ধৈর্য্যকে আর ধর্ম্মকে সম্বল ক'রে এই সুদীর্ঘ দুঃখের দিনগুলি ধীরভাবে অতিবাহিত ক'রে যেও। আর এ কথাও যেন বেশ মনে থাকে, এই অতিরিক্ত পাতিব্রত্যের মাদকতায় দেখো যেন পুত্রস্নেহের অমিয়-সিন্ধুকে শুষ্ক মরুভূমি ক'রে ফেলো না। আর কিছু বল্‌বো না। এখন তুমি এক কর্ম্ম কর সতি ! তুমি তোমার ঐ পবিত্র স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক, আমি তোমার সেই শুভদৃষ্টি দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুভযাত্রা করি।

শচী। [প্রণাম করিয়া] একবার অভাগিনীর মস্তকে পদধূলি দিন। [পদধূলি মস্তকে লইয়া] আমি এই পদধূলি মস্তকে ক'রে আপনার আশাপথ চেয়ে প্রাণধারণ ক'রে বেঁচে থাক্‌বো। জয়ন্ত ! প্রণাম কর বাবা !

জয়ন্ত। [প্রণাম করিয়া] সত্বর ফিরে এসো বাবা!

ইন্দ্র। গুরুদেব! পদরজঃ মস্তকে দিন। [প্রণাম করণ] আসি তবে পবন! জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি!

বৃহস্পতি। পন্থানস্তে শিব ভবন্তু।

সহসা গীতকণ্ঠে দেববালাগণের প্রবেশ।

দেববালাগণ।—

গীত।

গাও মঙ্গল ছন্দে, মঙ্গল কণ্ঠে, মঙ্গল গীতি প্রাণ ভরিয়া।
আজি মঙ্গল সমীরণ কর অনুসরণ, মঙ্গল সৌরভ মাখিয়া।
আজি শ্যাম গগন হ'তে রবি শ[illegible],
ঢেলে দাও মঙ্গল কিরণের
কর সুন্দর প্রকৃতি, মঙ্গল আরতি, প্রীতি-পিযূষ হাসি হাসিয়া।
(উঠ) দশদিশি হাসিয়া উজ্জ্বল [illegible]ণ,
(উঠ) ফুল্ল কুসুমদল সুমধুর হে[illegible]ন,
যাও কুলু-কুলুনাদিনী মধুময়ী তটিনী। [illegible] কাহিনী গাহিয়া।

[হঠাৎ দেববালাগণের প্রস্থান।

শচী। [স্বগত] একটা ভীষণ ঝটিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা হ'তে যেন এসে, আমার এই ক্ষুদ্র মালঞ্চ-কাননটুকুকে আজ ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে গেল। তবুও আমি স্থির—অচঞ্চল, একটুও নড়ি নাই।

জয়ন্ত। মা! বাবা তো চ'লে গেলেন। আমিও যাবো মা!

শচী। তুমি কোথায় যাবে জয়ন্ত?

জয়ন্ত। আমি যুদ্ধে যাবো মা! বাবা গেলেন লক্ষ্মী আন্‌তে, আমি যাবো যুদ্ধ কর্‌তে।

শচী। পাগল ছেলে আমার!

জয়ন্ত। না মা! আমি নিশ্চয়ই যাবো ; বাবার কাছে তো আমি যুদ্ধবিদ্যা শিখে নিয়েছি, আমি বেশ যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো। সমস্ত দেববালকেরা যুদ্ধে গিয়েছে, আমি বুঝি প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌বো? তা' হবে না মা! আমি পবন কাকার সঙ্গে এখনি চ'লে যাবো।

শচী। গুরুদেব!

বৃহস্পতি। কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে মা! বালককে নিরস্ত কর্‌তে পার্‌বে না। সিংহের ঔরসে সিংহশিশুই জন্মে থাকে। এতক্ষণ বীরাঙ্গনা পতিব্রতার পরিচয় দিয়েছ, এইবার বীরমাতার পরিচয় দাও। প্রাণপুত্রকে হাস্‌তে হাস্‌তে যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও।

জয়ন্ত। গুরুদেবও অনুমতি দিয়েছেন, তবে আর কি মা।

শচী। না, আর কিছু না জয়ন্ত! তুই সিংহশিশু, আমিও সিংহরমণী। তুই মায়ের কোল ছেড়ে থাক্‌তে যদি দ্বিধা না করিস্‌, তা হ'লে আমিই বা তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না কেন? তোর এই শিশুপ্রাণে যদি অত শক্তি থাকা সম্ভব হয়, তা হ'লে এই পাষাণ প্রাণে আরও অধিক শক্তি আছে জানিস্‌।

বৃহস্পতি। [স্বগতঃ] মায়ের প্রাণে মাতৃত্বের অভিমান জেগে উঠেছে। মায়ের মাতৃত্বের অভিমানটুকু কত সুন্দর—কত মধুর! সন্তানের উপর মায়ের এই স্নেহাভিমানটুকু আছে ব'লেই সংসারে মাতৃগৌরব এতদূর উচ্চস্তরে উঠ্‌তে পেরেছে। সন্তানের উপর মায়ের স্নেহাভিমানের অভিনয় আছে ব'লেই বাৎসল্য রসে এত মাধুর্য্য। কিন্তু হা রে মা! তুই জানিস্‌ না যে, তোর এই অভিমানের স্থায়িত্ব কতটুকু? কেবল একবার মাত্র সন্তানের মুখে মধুর মা কথা শুন্‌তে যতক্ষণ। কেবল একবার মাত্র সন্তান যদি তার স্বেচ্ছাচারভাব না দেখিয়ে সমস্ত নির্ভরতা

মায়ের উপরে সঁপে দেয়, তা হ'লে মায়ের সেই অভিমানের মেঘ সেই মুহূর্ত্তেই কোথায় উড়ে যায়। আবার সেই স্নেহ-সমুদ্র উথ্‌লে উঠে সন্তানকে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। তাই বল্‌ছিলাম যে, হা রে মা! একমাত্র তোরই স্নেহরসের সহস্রধারায় এই অনন্ত সংসারকে স্নিগ্ধ এবং সুশীতল ক'রে রেখেছে। এমন মাতৃস্নেহের সুধাধারা বর্ষিত না হ'লে সংসার একটা নীরস শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হ'য়ে যেতো।

জয়ন্ত। হ্যাঁ মা! চুপ ক'রে রইলে যে? রাগ করেছ? তোমার অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই আমি যুদ্ধে যেতে চেয়েছি ব'লে আমার উপর অভিমান করেছ? না মা! [পদ ধরিয়া] এই তোমার পায়ে ধর্‌লাম, আমাকে ক্ষমা কর।

শচী। [হস্ত ধরিয়া কোলে লইয়া] বাবা আমার! মাণিক আমার! না, আমি রাগ করি নাই। তোমাকে যুদ্ধে যেতে মানা কর্‌বো না। তুমি তোমার পবন কাকার সঙ্গে যুদ্ধে যাও।

বৃহস্পতি। [স্বগত] হা রে স্নেহময়ী মা! পুত্রস্নেহের অনন্ত পারাবার বুকে ক'রে সন্তানকে দিতে পারে, এক মা ভিন্ন আর কে আছে!

জয়ন্ত। আমি গেলে তুমি কাঁদ্‌বে না বল?

শচী। তুমি সাবধানে যুদ্ধ ক'রো, আমি কাঁদ্‌বো না। গুরুদেব! বুকের মাণিককে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি, অনুমতি দিন।

বৃহস্পতি। নিঃসন্দেহে পাঠাও মা! আমি অনুমতি দিচ্ছি।

জয়ন্ত। [কোল হইতে নামিয়া] তবে আর দেরি কেন পবন কাকা?

শচী। ভিক্ষা হ'তে এসে এখনও তো কিছু খাও নাই বাবা!

জয়ন্ত। গুরুদেবের কমণ্ডলুর জল পান ক'রে আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই নাই।

শচী। দেবর পবন!

পবন। মা!

শচী। এই নাও, তোমাদের ভিখারিণী বধূর একমাত্র সম্বল জয়ন্তকে তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। দেখো, যেন ভিখারিণীর ধন ব'লে কেউ যেন আমার বাছাকে তাচ্ছিল্য করে না।

পবন। মা! দৈববশে আপনি ভিখারিণী হ'তে পারেন, কিন্তু জননি! আমাদের চক্ষে আপনি আমাদের সেই রাজলক্ষ্মী মা। কুমার জয়ন্তের জন্য কোন ভাবনা কর্‌বেন না, আমরা কুমারকে নিয়ত বুকের মধ্যে ক'রেই রাখ্‌বো।

শচী। তবে যাও পুত্র! হাস্‌তে হাস্‌তে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে যুদ্ধে চ'লে যাও। আশীর্ব্বাদ করি, যেন রণজয়ী হ'য়ে পিতার মুখ রেখে আবার হাস্‌তে হাস্‌তে এসে মায়ের কোলে বস্‌তে পার। আর মনে থাকে যেন পুত্র! প্রাণান্তেও কখনো পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রলেখা ধারণ ক'রো না। যদি তেমন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তা' হ'লে সেই কলঙ্কিত মুখ নিয়ে কখনও শচীর কোলে ফিরে আস্‌তে চেষ্টা ক'রো না। এই আমার তোমার প্রতি আজ্ঞা।

বৃহস্পতি। [স্বগত] ধন্য রে বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুম-কোমল মাতৃ-হৃদয়!

শচী। এখন গুরুদেবের চরণধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে যাত্রা কর জয়ন্ত!

জয়ন্ত। [বৃহস্পতিকে প্রণাম এবং পদধূলি গ্রহণ]

বৃহস্পতি। কল্যাণমস্তু তে।

জয়ন্ত।— গীত।

মা গো বিদায় চরণে।
আজি চলিনু দানব-রণে॥
প'ড়ে সে ঘোর সমরে দানবের শরে,
ডাকি যদি মা মা ব'লে,

তবে সে ঘোর সঙ্কটে, যেও মা নিকটে,
ল'য়ো গো কোলেতে তুলে,—
(ব্যথা ভুলে যাবো) (তীক্ষ্ণ শরের ব্যথা)
(তখন ভুলে যাবো)
(তোমার স্নেহমাখা করের শীতল পরশে)
(আবার নূতন শক্তি [illegible])
মা গো ভুলিব না তোমা জীবনে অথবা মরণে।

[পবনসহ প্রস্থান।

শচী। [স্থিরদৃষ্টে জয়ন্তের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন] ঐ চ'লে গেল, পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জর ছেড়ে ঐ উড়ে গেল। এই তো পেরেছি। কে বল্‌লে যে স্থির থাক্‌তে পার্‌বো না? এই তো স্থির অচঞ্চলভাবে অপলক নেত্রে স্থির হ'য়ে থাকৃতে পেরেছি। বুকের মধ্যে একটুও ওলোট-পালোট হ'তে দিই নাই, চক্ষের কোণে একবিন্দু জলও আস্‌তে দিই নাই। তিনি যে ব'লে গেছেন, জীবনে মরণে কখনও ধৈর্য্যকে হারিও না। তাঁর কথা তো আজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরেছি। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন] হোঃ, না—ও কিছুই না, একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস এতক্ষণ ধ'রে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তাকে বের ক'রে দিলাম। ঐ আবার একটা দমকা বাতাস এসে আমার হৃদয়ের রুদ্ধ কবাটখানা বুঝি খুলে ফেলে দিলে? না, খুল্‌তে দেবো না; সমস্ত শক্তি দিয়ে জোর ক'রে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বো। না, আর এখানে দাঁড়ান যাচ্ছে না, এখানকার বাতাসে বড় তাপ, এখানকার মাটি পর্য্যন্ত তেতে গেছে। চলুন গুরুদেব! আপনার আশ্রমে যাই।

বৃহস্পতি। চল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ-পথ।

অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

অলক্ষ্মী। তা'—হাক্ থূ—আছি বেশ। কোন কাজই নাই। এখানে হাক্ থূ—আর কেউ সেই ভোরের বেলা হাক্ থূ—গোবর ছড়াও দেয় না, আবার সাঁঝের বেলায় হাক্ থূ—কাঁসর ঘণ্টাও বাজায় না। প্রাণের ভেতর হাক্ থূ—আমার বেজায় ফূর্‌তি জ'মে উঠেছে। হাস্যের সাগর রসের নাগর হাক্ থূ—শনি ঠাকুরের সঙ্গেও বেশ দস্তুরমত পিরীত পাকিয়ে ফেলেছি। আবার শুন্‌লাম না কি হাক্ থূ—দানবের সঙ্গে আর দেবতাদের সঙ্গে আবার একটা হাক্ থূ—প্রকাণ্ড লড়াই বেধে বস্‌ছে। তা' যদি বাধে, তবে তো হাক্ থূ—নিশ্চয়ই দানবেরা জয়লাভ কর্‌বে, তা' হ'লেই হাক্ থূ—সেই লক্ষ্মী মাগীকে আর কোন ভয়ই থাক্‌লো না। বেঁচে থাক্ হাক্ থূ—আমাদের দানব-রাজা। তা' হ'লে আর হাক্ থূ—এই অলক্ষ্মীর পসার নষ্ট করে কে? ঐ যে পোড়ারমুখো মিন্‌সে আমার, হাক্ থূ—এই দিকেই আস্‌ছে।

দুই হস্ত উত্তোলিত করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যুদ্ধের অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক শনির প্রবেশ।

শনি। যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি।

অলক্ষ্মী। ও আবার হাক্ থূ—কোন্ ঢং রে মুখপোড়া?

শনি। যুদ্ধের ঢং—যুদ্ধের ঢং, সাবধান! আমার কাছে এসো না

যেন, আমাকে থামিও না যেন, আমি যুদ্ধে যাবো—যুদ্ধে যাবো, তাই তার হাতে খড়ি দিয়ে নিচ্ছি।

অলক্ষ্মী। ঐ ভাবে হাত ঘুরালেই হাক্ থু—যুদ্ধ করা হয় বুঝি?

শনি। এইবার তবে আমাকে বিদায় দাও পেত্নী-সুন্দরি! আমি আজ রণে যাবো।

অলক্ষ্মী। আ-মরণ! তুমি আবার হাক্ থু—রণে যাবে কোথায়? তোমার রণ তো হাক্ থু—এই আঁস্তাকুড়ে!

শনি। না রে হাক্ থু মাগি! আমাকে আজ রণে যেতেই হবে। আমি না গেলে কি দৈত্যরাজের যুদ্ধ চল্‌বার যো আছে?

অলক্ষ্মী। কাজেই তোমার মত বীর হাক্ থু—দৈত্যরাজ আর পাবেন কোথা বল?

শনি। আরে এ কোথাকার একটা পেত্নী। যুদ্ধে বিদায় হ'চ্ছি, তার জন্ত একটু নাকে কাঁদ্, "প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! আমায় ছেড়ে কোথা যাবে" ব'লে দু-একবার হাত টেনে ধর্! হ্যাঁ—যেমন দস্তুর আছে। তবে তো আমার বীররস চেগে উঠ্‌বে? দৈত্যদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে আয় একবার, আজ কেমন বিদায়ের পালা লেগে গেছে।

অলক্ষ্মী। ওরে আমার খ্যাংরাখেকো আপদ্-বালাই! হাক্ থু—তোমাকে আজ যুদ্ধে বিদায় দিয়ে, কার মাথায় আর হাক্ থু—মুড়ো ঝাঁটা গুঁড়ো কর্‌বো?

শনি। আহা, কি আদরের ভাষা? শুন্‌লে প্রেমরস, স্নেহরস, আদিরস, অম্লরস, তিক্তরস এ সব রসই একবারে উথ্‌লে উঠে।

অলক্ষ্মী। তাই না কি? তবে যে হাক্ থু—আমি না কি তোমায় আদর করি না ড্যাক্‌রা?

শনি। শ্রীবিষ্ণু, কে এমন বলে ? তোমার মতন অমন মুড়ো ঝাঁটার আদর কি আর কেউ কর্‌তে জানে ?

অলক্ষ্মী। তবে বল।

শনি। আদরের চোট সাম্‌লে নেওয়াই যে কঠিন, পিঠের চাম্‌ড়া সাতপুরু শক্ত না হ'লে তোমার আদরের দম সাম্‌লান বড় শক্ত কথা।

অলক্ষ্মী। তবু তো হাক্ থু—তোমার মন পাওয়া ভার।

শনি। হাক্ থুর মাত্রাটা আরও একটু বাড়িয়ে তুলো, তা' হ'লেই হবে আর কি !

অলক্ষ্মী। বটে না কি ? তবে এই—হাক্ থু—হাক্ থু—হাক্ থু।

শনি। [বমি করার শব্দ করিয়া] তবে আমারও এই ওয়াক্ থু—ওয়াক্ থু—ওয়াক্ থু।

সহসা অলক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

অলক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণ।—[ঠোক্‌না মারিতে মারিতে]

গীত।

মার্ মার্ মার্ ঠোক্‌না গালে ওরে অলপ্পেয়ে ড্যাক্‌রা।
ভেঙ্গে দেবো তোর দাঁতের গোড়া, যদি কর্‌বি ফিরে ন্যাক্‌রা।
তোর পিঠে ভাঙ্‌বো মুড়ো ঝাঁটা,
গায়ে মাখাবো লঙ্কা বাঁটা,
আঁস্তাকুড়ের পাতা চাটা, তোরে খাওয়াবো পচা কাঁক্‌ড়া।
তোর মুখে দেবো চুণ কালী
ভেঙ্গে দেবো চোখের ঠুলী,
আমরা যে তোর শক্ত শালী, তোরে পরিয়ে ছাড়্‌বো ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

রণক্ষেত্র ।

গীতকণ্ঠে একদল দেবসৈন্যের প্রবেশ ।

দেবসৈন্যগণ ।—

গীত ।

জয় হরে মুরারে হরে মুরারে,
আজি ভীষণ আহবে   নাচিব তাণ্ডবে,
সবান্ধবে দানবে কাটিব কৃপাণে ।
তব নাম স্মরণে   সমর প্রাঙ্গণে,
মাভৈ মাভৈ রবে নাচিব সঘনে,
হবে জয় সুনিশ্চয়   দেহ যদি পদাশ্রয়,
উড়াব বিজয়-নিশান বৈজয়ন্তধামে ॥

অপরদিক দিয়া গীতকণ্ঠে দানবসৈন্যগণের প্রবেশ ।

দানবসৈন্যগণ ।—

গীত ।

জয় হর হর শঙ্কর শিব শম্ভো ।
বম্ বম্ বম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্, সন্ সন্ সন্ প্রকাশ দানব দম্ভ ।
মার্ মার্ মার্ মার্, কাট্ কাট্ কাট্,
ভৈরব হুঙ্কারে চল সৈন্যঠাট,
বন্ বন্ বন্ বন্ মার ঝাঁকে ঝাঁক্
দাপটে ঝাপটে মার জোরে লম্ফ ।

[উভয় দলের যুদ্ধারম্ভ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

যুদ্ধ করিতে করিতে বিশালাক্ষ এবং যমের প্রবেশ।

বিশালাক্ষ। আরে আরে নির্লজ্জ শমন!
ধরিয়ে পতঙ্গ-বৃত্তি,
জ্বলন্ত অনল মাঝে পড়িলি উড়িয়ে!
যম। জানিস্ পাষণ্ড ওরে ঘৃণিত দানব!
মৃত্যুভয় কভু এই মৃত্যু নাহি করে।
পাপ দৈত্য স্বর্গ হ'তে করি বিতাড়িত,
বসাবো বাসবে আনি স্বর্গ-সিংহাসনে।
বিশালাক্ষ। হাসি পায় উন্মত্ত প্রলাপে,
আচ্ছা, এইবার আত্মরক্ষা কর্।
[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]
যম। [অস্ত্র দ্বারা বাধা দিয়া]
বাখানি রে দুঃসাহস পাপ দানবের ;
চেয়ে দেখ্ অস্ত্রের চালনা।
বিশালাক্ষ। হীনবীর্য্য সুরগণ
কবে জানে অস্ত্রের চালনা ?
তুই দেখ্ কারে বলে অস্ত্রের ঘূর্ণন।
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

বেগে জম্ভাসুরের প্রবেশ।

জম্ভাসুর। ভীষণ বাধিল যুদ্ধ দেবতা-অসুরে।
ভয়ঙ্কর কোদণ্ড-টঙ্কার,
কি ভীষণ অস্ত্রের ঘূর্ণন,

মুহুর্মুহুঃ চকিত বিদ্যুৎছটা
ছুটিছে অস্ত্রের মুখে ব্যাপি ব্যোমতল।
বাণে বাণে ছেয়ে গেল অনন্ত গগন,
আবরি মার্ত্তণ্ডদীপ্তি,
ধূম্রময় হলো রণস্থল।
শত্রু মিত্র নাহি লক্ষ্য হয়,
অলক্ষিত শরবৃষ্টি,
নাহি জানে কেবা কারে নাশে।

নেপথ্যে দেব ও দানবগণ।

দেবগণ। জয় হরে মুরারে—হরে মুরারে!
দানবগণ। জয় হর হর শঙ্কর—হর হর শঙ্কর!
জম্ভাসুর। ঐ পুনঃ রণক্ষেত্রে ভীষণ গর্জ্জন,
ভৈরব হুঙ্কারে করে স্তব্ধ চরাচর,
মহামার উঠিছে চৌদিকে,—
কেবা হারে কেবা জিনে বিষম সংশয়।
এই যুদ্ধে হবে মম অদৃষ্ট-পরীক্ষা,—
জিনিতে না পারিলে সমরে
পরিত্যক্ত হইব পিতার।
কঠোর আদেশ তাঁর,
কোনরূপে হবে না অন্যথা।
পতিব্রতা প্রভাবতী অদর্শনে মোর,
না জানি কতই অশ্রু ফেলিছে নিভৃতে।
পিতৃ-আজ্ঞা—প্রভা সনে সাক্ষাৎ নিষেধ।

নেপথ্যে দেবগণ ।

দেবগণ । জয় সুরপতি বাসবের জয় !
জয় সুরপতি বাসবের জয় !
জয় সুরপতি বাসবের জয় !

জম্ভাসুর । ঐ পুনঃ শক্র-জয়ধ্বনি,
পরাজিত দৈত্যগণ বুঝি !
ঐ ভঙ্গ দিয়ে রণে পলায় দানব ।
দাঁড়া রে—দাঁড়া রে ফিরে দৈত্য-ফেরুদল !
প্রাণ ল'য়ে পলায়ন লজ্জা নাহি পায় ?
ধিক্ রে ধিক্ রে যত কাপুরুষগণ !
পুনরায় প্রাণপণে কর্ সবে রণ ।
না করি সমর যদি একটি দানব
প্রাণভয়ে করে পলায়ন,
তবে তোরা নিশ্চয় জানিস্,
জম্ভাসুরকরে তার নাহি পরিত্রাণ ।
তাই বলি বিশৃঙ্খল অসুর-সেনানি !
পুনরায় দৃঢ় অসি করি উত্তোলন,
দ্বিগুণ বিক্রমে কাট দেবতার শির ।
ছি-ছি লজ্জা—ছি-ছি ঘৃণা,
ঢালিলি দানবমুখে কলঙ্ক-কালিমা !
বলি কোন্ মুখে ফিরে যাস্ নির্লজ্জ দানব ?
কেমনে দেখাবি মুখ ত্রিসংসার মাঝে ?
চল্—চল্—ধেয়ে চল্ পঙ্গপাল সম,

ছেয়ে ফেল্ দলে দলে কাতারে কাতারে,—
কি ভয় কি ভয় রণে, অথবা মরণে ?
জন্মিলে মরিতে হবে স্থির সুনিশ্চয়।
তবে কেন হবো মোরা রণভয়ে ভীত,
মরি কিংবা মারি অরি এই মন্ত্র সার।
এই আমি মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় অসি ধরি,
দিনু ঝাঁপ সমর-সাগরে,
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে,
আয় সবে পশ্চাতে পশ্চাতে।

[বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে দানবগণ।

দানবগণ। জয় হর হর শঙ্কর।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেব-বালকগণ ও দানব-বালকগণের প্রবেশ।

গীত।

সকলে।—ঝঝ্‌ঝড়া ঝড় ঝঝ্‌ঝড়া ঝড় তীর চালা তীর চালা।
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে গেঁথে ফেল্ সব গলা॥
মোরা শিশু হ'লেও তবু কভু মৃত্যুকে না ডরি,
মোরা হেসে নেচে করি যে রণ (মোরা) শত্রু পেলেই মারি,
মোদের পায়ের দাপে মাটি কাঁপে, মোরা তেমনি গুরুর চেলা।
দেববালকগণ।— মোরা ছাড়ি এই বাণ,
দানববালকগণ।— এই কেটে করি খান্ খান্
সকলে।— বাঁচ্‌তে যদি মোদের হাতে তবে এই বেলা পালা॥

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

যম, অগ্নি, পবন ও বরুণের প্রবেশ ।

যম । সুরগণ !
পলায়িত দৈত্যগণ হ'য়ে উত্তেজিত,
দ্বিগুণ উদ্যমে পুনঃ করে মহারণ ।
দুর্দ্ধর্ষ দানবপতি চণ্ডের তনয়
জম্ভাসুর এইবার করিছে সংগ্রাম ।
অতি সাবধানে
বিশেষ সতর্কভাবে,
অদম্য উৎসাহে সবে করিবে সমর ।

অগ্নি । করিয়াছি সাধ্যমত অনল বর্ষণ,
তথাপি না হ'লো দৈত্য ভস্মে পরিণত ।

পবন । উঠালাম তুমুল ঝটিকা,
উৎপাটিত হ'লো কত শত শত গিরি,
কিন্তু হায় বড়ই আশ্চর্য্য !
বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'লো দানব ।

বরুণ । প্রাণপণে পাশ-অস্ত্র করিনু নিক্ষেপ,
তথাপি না রুদ্ধ হ'লো একটি দানব ।

যম । ভগ্নোদ্যম হ'য়ো না তথাপি ।
একবার বিতাড়িত করেছি যখন,
পুনরায় মহাযুদ্ধ করি,
নিশ্চয় বিজয়-ডঙ্কা বাজিবে মোদের ।
ঐ মম সৈন্যদল বিপুল উদ্যমে
করে রণ ভয়ঙ্কর অসুরের সহ ।

চল সবে এক সঙ্গে মার্ মার্ রবে,
চেপে পড়ি শত্রুর উপরে।

[সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধোন্মত্ত উভয় সৈন্যদলের প্রবেশ ; অপর দিক দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পবন ও জম্ভাসুরের প্রবেশ, কিঞ্চিৎ পরে বিশালাক্ষ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে যম এবং অপর দৈত্যদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্নি ও বরুণ এবং অপর পথে যুদ্ধ করিতে করিতে দেববালকগণ ও দৈত্যবালকগণের প্রবেশ।

দেবগণ। জয় হরে মুরারে।

দানবগণ। জয় হর হর শঙ্কর।

প্রতিহিংসার প্রবেশ।

প্রতিহিংসা। সাবাস্ সাবাস্ যত দেবতা দানব!
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ছাড় হুহুঙ্কার।

সকলে। [একসঙ্গে] মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।

প্রতিহিংসা। কি ভয় কি ভয় রণে বীরেন্দ্রনিচয়!
জাতস্যহি ধ্রুবমৃত্যুঃ আছে সুনিশ্চয়।
এই মন্ত্রে দৃঢ় করি বাঁধি বক্ষঃ সবে,
কর যুদ্ধ বীরগণ প্রবল বিক্রমে।
উৎসাহে নাচিয়া উঠ বীরেন্দ্র-সমাজ!
জ্বলুক অনলশিখা ঘূর্ণিত লোচনে,
উল্লাসে ভৈরবনাদে ত্রাস ত্রিভুবন,
বাজাও বিজয়-ডঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।

[দেবসৈন্যগণকে তাড়াইয়া লইয়া দানবসৈন্যগণের জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান, পরে দেববালকগণকে তাড়াইয়া লইয়া দানব-বালকগণের প্রস্থান ; ক্রমে অগ্নি, বরুণ, পবন ও যমকে তাড়াইয়া বিশালাক্ষ ও জম্ভাসুরের প্রস্থান ।]

প্রতিহিংসা । বাখানি দানববৃন্দ ! বাখানি তোদের,
হ'লো যুদ্ধে পরাজিত দেবতামণ্ডলী ।
পালাইল দেবদল হ'য়ে ম্রিয়মান ;
যাই পুনঃ, প্রতিহিংসা জ্বালাবো নিশ্চয় ।

[বেগে প্রস্থান ।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেগে শনির প্রবেশ ।

শনি । বাপ্‌রে বাপ্, কি যুদ্ধ ! ঘাট, মাঠ, পথ যত লালে লাল । যেখানে সেখানে মড়ার ঢিপি, কেউ হাতকাটা, কেউ পাকাটা, কেউ বা মুণ্ডুকাটা । শেয়াল কুকুরের খেকাখেকি দেখে কে ? দেবতার দল একেবারে পগার পার, দৈত্যোদের তলোয়ারের চোটের কথা এবার বাছাদের ঢের দিন্ পর্য্যন্ত মনে থেকে যাবে । আমি ফাক্ খেলে এবার কাটিয়ে দিয়েছি । যেখানে দেখেছি যে বড় রকমের ব্যাপার, তার ত্রিসীমানার ধার দিয়েও শর্ম্মা যান্ নি ; অথচ এমন ভাবে ছুটোছুটী ক'রে ফাপরদালালি দেখিয়েছি যে, দৈত্যরাজ দূর থেকে আমাকে একজন বেজায় রকমের যুদ্ধওলা ব'লে ঠাউরেছেন । কেবল চালাকি-বিদ্যায় গোড়া থেকেই ভাল রকম দখল আছে ব'লেই এ যাত্রাটা কাটিয়ে দেওয়া গেল । যাক্, আজকার মত যুদ্ধ তো একরূপ মিটে গেল, এখন যাই একবার অলক্ষ্মী সুন্দরীর আস্তানার দিকে । একটু মজা ওড়ান যাক্‌গে ।

[প্রস্থান ।

জলপাত্র ও ব্যজনহস্তে গীতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কুম্ভের প্রবেশ ।

কুম্ভ ।—

গীত ।

কে আছিস্ রে ব্যথিত কাতর ।
তোদের ব্যাথা জুড়াইতে, তৃষা নিবারিতে,
এসেছি রে বারি ল'য়ে সত্বর ॥
শত্রু মিত্র যে আছে হেথায়,
আমি আপন ভেবে দেখ্‌বো তারে ভেবো নাকো তায়,
কোথা আহত শায়িত পতিত তৃষিত বারেক দাও রে উত্তর ।
দিব তৃষিতের মুখে বারি,
দিব ব্যথিতের ব্যথা সারি,
আমি ধরিয়ে ব্যজন, করিব বীজন, যুড়াবে তাপিত অন্তর ॥

[ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্বর্গ-রাজপথ।

ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদারণীর প্রবেশ।

গীত।

ঝাড়ুদারণী।— তুঁ মেরা দিল্ পেয়ারা কসম।
ঝাড়ুদার।— আসমান কা পরী তুঁ মেরা জান্ লিয়া একদম্ ॥
বড়ি মিঠা পানি থোড়া পিয়ে লে সরাপ্,
নিকাল্ দে তক্লিব্ আচ্ছা রহেগা তবিয়াৎ,
বাহবা ক্যাবাৎ—বাহবা ক্যাবাৎ,
ক্যায়সা খাপ্সুরাৎ তুঁ মেরা ক্যায়সা খাপসুরাৎ,
ঝাড়ুদারণী — জল্দিসে চালা ঝাড়ু হোকে সরগরম্ হরদম্ ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপবনস্থ সরোবরতীর।

পত্রপাঠ নিরতা প্রভাবতীর প্রবেশ।

প্রভাবতী। আরও লিখেছেন,—পুনশ্চ, "প্রভাবতি! প্রাণেশ্বরি! তোমার বিরহানলে আমি দিন দিন যে দগ্ধ হ'চ্ছি, বেশী দিন বোধ হয় আর আমাকে এরূপ দগ্ধ হ'তে হবে না। একেবারে শেষ চিতাশয্যায় শয়ন করতে হবে।" কি এ? এই কি প্রেম? একেই কি বলে ভালবাসা? এর নামই কি প্রণয়? কখনই না। এ সব ভাব কেবল নবযৌবনের একটা সাময়িক আবেগ-আপ্লুত বিয়োগ-উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই তরল প্রেমের মদিরাপানে মত্ত পুরুষ এই রূপেই নারী ল'য়ে পুতুলখেলা করতে চায়। যে প্রেমের পরিতৃপ্তি কেবলমাত্র একটা তরল চুম্বনের সঙ্গে সম্বন্ধ, যে ভালবাসার পর্য্যবসান কেবল মাত্র আদান প্রদানের গতির মধ্যেই নিবদ্ধ, যে প্রণয়ের মূল্য কেবল একটা গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট, সে প্রেমে কতটুকু মাধুরী? সে ভালবাসায় কতটুকু গভীরতা? সে প্রণয়ের কতটুকু স্থায়িত্ব? আহা! যে প্রেম এই স্বচ্ছ স্নিগ্ধ সুশীতল স্থির সংসারের মত অনাবিল, যে পবিত্র সৌগন্ধে বিশ্বজগৎ শান্ত, সেই নির্ম্মল প্রেমের এই ব্যভিচার দেখ্‌লে চক্ষু ফেটে জল আসে। হায় যুবরাজ! তোমার এই অসার প্রেমের বিকৃত অভিনয় দর্শনে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। তুমি আমার মত একটা তুচ্ছ নারীর অদর্শন সহ্য কর্‌তে না পেরে, তুমি তোমার গৌরবময় জীবনকে

হেয় অপদার্থ ক'রে মরবার জন্য প্রস্তুত? এমন কাপুরুষতার উদাহরণ আর দানব-সমাজে কোথায় আছে? ছিঃ—ছিঃ জম্ভ! ছিঃ—ছিঃ স্বামি! আজ বড় দুঃখে তোমাকে এমন ক'রে প্রাণের সঙ্গে ধিক্কার দিচ্ছি, তুমি জান না যে, তোমার আমার প্রেম-সম্বন্ধ কত উচ্চ—কত পবিত্র—কত অনাবিল! তুমি সেই প্রেমকে এত নীচে পঙ্কিল স্থলে টেনে আন্‌তে চাও? তুমি জান না যে, প্রভাবতী তার হৃদয়মন্দিরের প্রেম-সিংহাসনে তোমার এই কাপুরুষ মূর্ত্তিকে বসিয়ে কখনো পূজা কর্‌তে শিক্ষা করে নি; সে শিখেছে তোমার বীরত্বকে পূজা কর্‌তে, সে শিখেছে তোমার মহত্বকে সম্মান কর্‌তে, সে শিখেছে তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে ভালবাস্‌তে। যে একজন নারীর অঞ্চল ধ'রে দিবানিশি বেড়াতে ভালবাসে, যে একটা নারীর বৈদ্যুতিক হাসির বিনিময়ে তার সেই বীরত্ব-গর্ব্বকে অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না, তেমন অপদার্থ কাপুরুষ স্বামীকে প্রভাবতী অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তার সেই প্রলাপময় প্রেমপত্র প্রভাবতী এই শতখণ্ডে ছিন্ন ক'রে ফেলে।

[পত্র ছিন্ন করণ]

গীতকণ্ঠে কুম্ভের প্রবেশ।

কুম্ভ।—

গীত।

অয়ি নয়ন-মনমোহিনি!
তুমি কোন মধুর স্বপন-কাহিনী,
তুমি চির-মধুময় জীবন বসন্তে কোন্ ঝঙ্কৃত-বীণা-রাগিণী॥
অয়ি কবিতাময়ী সুন্দরি!
সদা বিগলিত সুধা-মাধুরী,
তব সুন্দর অঙ্গে নেহারি কত জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী।

অয়ি পিক-কূজিত সরসা,
অলি-গুঞ্জরিত হরষা,
অয়ি মঞ্জুলা নীলকুন্তলা প্রাণশীতলা সুধাহাসিনী ।

প্রভাবতী । কুন্তের এই আত্মহারা গান শুন্‌লে প্রাণে যথার্থই কেমন একটা সৌন্দর্য্য জেগে উঠে। বালক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যেই আত্মহারা—পাগল। আবার কুন্তকে দেখ্‌লে মনে হয় যে, প্রকৃতি তার সাধের উদ্যান থেকে কত বেছে বেছে যেন একটি ফুটন্ত কুসুম এনে সংসারকে উপহার দিয়েছে।

কুন্ত । এই যে বৌদিদি! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে একমনে বুঝি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যটুকু পান কর্‌ছো ?

প্রভাবতী । আমি তো আর তোমার মত কবি নই!

কুন্ত । দেখ বৌদিদি! কেমন ফুলগাছগুলি, সবাই যেন হাত ধরাধরি ক'রে বাতাসের সঙ্গে হাস্‌ছে, আর নাচ্‌ছে। ভ্রমরগুলোকে বস্‌তে দিচ্ছে না; কেন, তা জান ? ভ্রমরগুলো বড় কাল, আর বড় দুষ্ট; ওরা কাউকে ভালবাস্‌তে পারে না, কেবল চালাকি ক'রে মধুটুকু চুরি ক'রে নিয়ে যায়। হ্যাঁ বৌদিদি! ভোম্‌রাগুলো ভারি দুষ্টু, নয় ?

প্রভাবতী । হাঁ, ভারি দুষ্ট। পুরুষদের ভিতরও এইরূপ ভোমরা-জাতীয় অনেক আছে; তাদের স্বভাবও ঐরূপ কুৎসিৎ।

কুন্ত । দেখ বৌদিদি! ঐ সরোবরের স্বচ্ছ জলে কেমন তর তর রবে ছোট ছোট ঢেউগুলি ব'য়ে যাচ্ছে, আবার নীল আকাশ থেকে শশী তার জ্যোৎস্নারাশি ঐ ঢেউগুলির উপর ছড়িয়ে দিয়েছে, তাতে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আ-মরি-মরি! কত সুন্দর—কত মনোহর—কত চমৎকার!

প্রভাবতী। তোমার কবিত্বের চোখ কি না, তাই সব জিনিষই অমন সুন্দর দেখ।

কুম্ভ। তোমরা দেখ না ?

প্রভাবতী। আমাদের কি সে চক্ষু আছে ভাই !

কুম্ভ। বল্‌তে পার বৌদিদি ! এমন সৌন্দর্য্য ছেড়ে সবাই অমন কাটাকাটি মারামারি ক'রে বেড়ায় কেন ?

প্রভাবতী। বল্‌লামই তো, সবাই তো আর তোমার মত কবি নয়।

কুম্ভ। না বৌদিদি ! তোমায় আমি যথার্থই বল্‌ছি যে, যুদ্ধের নাম শুন্‌লে আমার প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। যুদ্ধশেষে আমি প্রতিদিনই সেখানে গিয়েছি ; গিয়ে যে সব করুণ দৃশ্য দেখেছি, তা' মনে হ'লেও বুক ফেটে যায়, চক্ষে জল আসে। আহা সে কি করুণ দৃশ্য, কি মর্ম্মঘাতী আর্ত্তনাদ, কি হৃদয়ভেদী হাহাকার ! বৌদিদি ! তুমি দাদাকে যুদ্ধে যেতে দাও কেন ? তোমার তাতে কষ্ট হয় না ? শুনে প্রাণ কেঁদে ওঠে না ?

প্রভাবতী। তোমরা যে রাজবংশে জন্মেছ, তোমাদের যুদ্ধ না কর্‌লে যে নিন্দা হয় কুম্ভ !

কুম্ভ। তা' কেন হবে বৌদিদি ! একজন আর একজনের বুকে ছুরি না বসালে কি তাতে নিন্দা হয় ? সংসারে আমরা সবাই যে ভাই ভাই বৌদিদি ! তবে ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বুকের রক্ত দিয়ে হাত ধুতে যাই কেন বৌদিদি ? কোথায় ভাইকে টেনে এনে বুকের মধ্যে ক'রে রাখ্‌বো, ভাইয়ের চোখে জল দেখ্‌লে ভাই তার চোখ মুছিয়ে দেবে, তা' না হ'য়ে তার রক্ত দেখ্‌বার জন্য এত সাধ কেন ? হায় ! আমি বুঝ্‌তে পারি না, কেন আমরা পরকে ভালবাস্‌তে পারি না, কেন আমরা হৃদয়ের সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে আর একজনের মলিন মুখের দিকে তাকাই না ? কেন এই দেবতা দানবের যুদ্ধ ? এ যুদ্ধে কি লাভ ? যাদের স্বর্গ তারাই

এসে ভোগ করুক, কিম্বা দেবতা দানবে ভাইয়ে ভাইয়ে একসঙ্গে মিলে মিশে স্বর্গ ভোগ করুক। আহা! কি সৌন্দর্য্য স্বর্গের—কি মাধুর্য্য স্বর্গের। এমন প্রকৃতির সুন্দর ভবনে কেউ এসে জোর ক'রে বাস কর্‌বে, আবার কেউ বা তার কাছেও আস্‌তে পাবে না। এমন প্রকৃতির অযাচিত দান কেউ বা অকাতরে ভোগ কর্‌বে, কেউ বা তাতে বঞ্চিত হ'য়ে থাক্‌বে ?

প্রভাবতী। [স্বগত] আহা কি সরল—কি উদার—কি মহান্! জানি না, কেন এমন দেবদুর্ল্লভ রত্ন এই দানবগৃহে এসে উপস্থিত হয়েছিল। [প্রকাশ্যে] ভাই! থাক্, আর ওসব কথায় প্রয়োজন নাই। দৈত্যরাজ শুন্‌লে তোমার উপর মহাক্রুদ্ধ হবেন। তুমি অপর কথা কও ভাই!

কুম্ভ। হাঁ, রাগ করেন জানি, কিন্তু কি জানি বৌদিদি! আমার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভাব হয়, যার জন্য আমি এ সব কথা না ব'লে থাক্‌তে পারি না। বাবা আমাকে যুদ্ধ শেখাবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তলোয়ার ধর্‌তে গেলে হাত কাঁপে—তরবারি খ'সে প'ড়ে যায়। আমি কেঁদে বাবার পা জড়িয়ে ধরেছি, তিনি আরও কিছুদিনের সময় দিয়েছেন। ক' দিন দাদার কাছে যেতে পাই নি, মনটা কেমন কর্‌ছে, বৌদিদি!

প্রভাবতী। কেন যেতে পাওনা কুম্ভ? দৈত্যরাজ কি তোমায় মানা ক'রে দিয়েছেন?

কুম্ভ। হাঁ বৌদিদি! বাবা বিশেষভাবে মানা ক'রে দিয়েছেন। তোমার কাছেও আস্‌তে না কি দাদাকে মানা করেছেন।

প্রভাবতী। সে তো অনেক দিনই করেছেন।

কুম্ভ। তাই একদিন দাদা একলাটী ব'সে তোমার জন্য কাঁদ্‌ছিল; তোমাকে তো কৈ দাদার জন্য কাঁদ্‌তে দেখি না বৌদিদি!

প্রভাবতী। কেন, আমি কাঁদ্‌বো কেন? তিনি তার পিতৃ-আজ্ঞা পালন ক'রে পুত্রের কর্ত্তব্যপালন কর্‌ছে, তাতে বরং আমার আনন্দ।

কুম্ভ। তবে দাদা কাঁদে কেন?

প্রভাবতী। সে কথা তোমার দাদাই জানেন।

কুম্ভ। দাদা যে তোমাকে খুবই ভালবাসে।

প্রভাবতী। নিজের কর্ত্তব্য ছাড়িয়ে ভালবাসাকে আমি ভালবাসাই বলি না। যাক্ ভাই! অপর কথা বল।

কুম্ভ। আচ্ছা বৌদিদি! এমন কি কোনও জায়গা নাই, যেখানে এরূপ দেবতা দানবের যুদ্ধ নাই, যেখানে সব ভাই ভাই? যেখানে সবাই মিলে একমনে একপ্রাণে এইরূপ প্রকৃতির প্রাণভরা সৌন্দর্য্য পান ক'রে ভাবে বিভোর হ'য়ে থাক্‌তে পারে? যেখানে এক ভাই আর ভাইকে আলিঙ্গন কর্‌বার জন্ত তার কোমল বাহু দুখানি বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, এমন স্বর্গ কোথায় আছে, চল আমরা সেখানে চ'লে যাই।
[প্রভাবতীর হস্ত ধরিয়া গাহিতে লাগিল]

গীত।

ওগো চল আমরা যাই সেখানে।
যেথায় ভালবাসার ঢেউ খেলে যায় কোমল সরল সরস প্রাণে॥
যেথায় ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগালি, ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি,
যেথায় ভায়ের বুকে দেয় না ছুরি, প্রাণ খুলে গায় একতানে।
যেথায় আপন পর কেউ নাইক কার, (কেবল) তুমি আমার আমি তোমার,
যেথায় মিলন-বাঁশী বাজে সদাই নূতন সুরে সবার কানে।

[প্রভাবতীর হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নিভৃত প্রদেশ ।

চিন্তিত জম্ভাসুরের প্রবেশ ।

জম্ভাসুর । [পদচারণা করিতে করিতে]
নীরব যামিনী,—
নীরবে বহিছে ধীর নৈশ সমীরণ,
নীরবে ত্রিদিববাসী
নিদ্রার শীতল অঙ্কে লভিছে বিরাম ।
কেবল অদূরে ঐ তরুশাখাপরে
কঠোর কর্কশ ধ্বনি করিছে পেচক ।
আর এক হতভাগ্য আমি,
সুখহারা—শান্তিহারা চিন্তার দংশনে,
জর্জ্জরিত—প্রপীড়িত রয়েছি জাগিয়া ।
কত নিশা এইভাবে নিদ্রাহীন চোখে,
যাপিতেছি সঙ্গহীন নীরবে নিভৃতে ।
হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার হ'তে
মধ্যে মধ্যে ওঠে তপ্ত সুদীর্ঘ নিশ্বাস ।
মরমের অতি গুপ্ত দেশে,
কত হাহাকার অশ্রু রয়েছে সঞ্চিত ।
সেই হাহাকার কভু স্ববল প্রকাশি,
ভেঙ্গে দেয় হায় যেন দৃঢ় বক্ষঃস্থল ।

পুঞ্জীভূত সেই অশ্রুরাশি
কখনো বা নেত্রপথে দেখা দেয় আসি ।
হায় আমি স্বর্গপতি দৈত্যেন্দ্রতনয়,
আছি কারারুদ্ধ বন্দীর সমান ;
ইচ্ছামত একপদ না পারি চলিতে ।
এ হেন কৌমুদীময়ী শান্ত নিশীথিনী,
না জানি কি ভাবে যাপে
প্রভা একাকিনী ।
সেও কি এই গভীর নিশীথে,
মোর তরে আছে চেয়ে বাতায়ন-পথে ?
কেমনে জানিব—কেমনে বুঝিব ?
রমণীর বিচিত্র চরিত্র,
কিছু নাহি বোঝা যায় হায় !
হয় তো সে সদা-হাস্যময়ী,
নীরবে নিশ্চিন্তমনে আছে ঘুমাইয়া,—
আমি শুধু দগ্ধ হই তার অদর্শনে ।
ইচ্ছা হয় একবার,
নীরবে এই নিশীথ সময়ে
অতি গুপ্তভাবে পশি অন্তঃপুরে,
দেখে আসি নিজ চক্ষে প্রভার অবস্থা ।
কিন্তু ভয় বাসি,
পিতার সতর্ক চক্ষু
রহে সদা সর্ব্বত্র জাগিয়া ।

[অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন]

নেপথ্যে গীত ।

কি জানি কি যেন মদিরা ।
অলসে আবেশে পড়ি গো ঢলিয়া, হইয়া নেশাতে অধীরা ॥
ঘুম-বিজড়িত আঁখি ঢুলু ঢুলু,
প্রেমসিন্ধু প্রাণে করে কুলু কুলু,
কি যেন পরশে অমিয় ঢালে সে সুখ-সুপ্তি আসে গো গভীরা ।
কি এক বীণার সুমধুর তানে,
কি নব রাগিণী ঢেলে দেয় গো কানে,
নিখিলের সুর যায় গো ভাসিয়া, কেমন হ'য়ে যাই যেন বধিরা ॥

জম্ভাসুর । আঃ—কি সুন্দর সঙ্গীত ! কি জানি, কোন্ পতি-সোহাগিনী যুবতীর মলিন-পরিতৃপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতলহরী নৈশ-সমীর ধীরে ধীরে এনে আমার অতৃপ্ত শ্রবণে ঢেলে দিলে । সর্ব্বশরীর কেমন ঝিম্ ঝিম্ কর্ছে । প্রভাবতি ! প্রিয়তমে ! আজ যদি তোমার আমার মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান না থাক্তো, তা' হ'লে হয় তো আজ আমাদের মিলিত হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাস তোমার মধুর কণ্ঠ হ'তে উত্থিত হ'য়ে এইরূপেই নৈশ গগনে মিশে যেতো । হায় প্রভা ! আজ আমরা নিজ রাজপ্রাসাদে বাস ক'রেও চক্রবাক্মিথুনের ন্যায় অভিশপ্ত জীবন ল'য়ে কোন্ ব্যবধানে প'ড়ে আছি । আজ প্রাণের উচ্ছ্বাসময়ী একখানি লিপি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এবং সেই উত্তরের প্রত্যাশায় দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত উদ্বেলিত হৃদয়ে বসেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তরই দিলে না । কেন দিলে না, তা' তুমিই জান, আমি কি বুঝ্বো ! কি মনে ক'রে প্রাণকে সান্ত্বনা দেবো । একি তোমার অসাধারণ ধৈর্য্য, না নারী-চরিত্রের বৈচিত্র্যময় পর্য্যবসান ? এদিকে রাত্রিও অবসান । ঐ যে

প্রাচীমূলে অরুণের লোহিত আভা দেখা যাচ্ছে; যাই, প্রহরীগণ জাগ্রত না হ'তে শিবিরমধ্যে গমন করি।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। অভিবাদন যুবরাজ!

জম্ভাসুর। এই যে প্রহরি! আমি একবার শীতল বায়ু সেবনের জন্য শিবিরের বাহিরে এসেছিলাম, চল, এখনি ফিরে যাচ্ছি।

প্রহরী। নফরের কসুর মার্জ্জনা কর্‌বেন যুবরাজ! রাজাদেশে আপনার যে একাকী শিবিরত্যাগ নিষিদ্ধ।

জম্ভাসুর। সে কথা ভুলি নাই প্রহরি! কিন্তু তবুও আমি সেই রাজ-পুত্র, সাধারণ বন্দীশ্রেণীভুক্ত নই।

প্রহরী। আজ্ঞে এ কথার উত্তর শুনিয়ে নফর যুবরাজের মনে কষ্ট দিতে চায় না।

জম্ভাসুর। [স্বগত] সামান্য বন্দীতে আর আমাতে আজ কি তফাৎ? ওঃ—পিতা! তুমি কত কঠোর! তুমি কত স্নেহশূন্য! তোমারি নির্ম্মম আজ্ঞায় আজ আমাকে সামান্য একজন প্রহরীকেও ভয় ক'রে চল্‌তে হবে। কি আত্মগ্লানি! [প্রকাশ্যে] চল প্রহরি!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মর্ত্ত্যপথ।

ভীষণমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের প্রবেশ।

দুর্ভিক্ষ। হা—হা—হা, খাবো—খাবো, দেবতা খাবো, দানব খাবো, মানুষ খাবো, বানর খাবো, হাতী খাবো, ঘোড়া খাবো, সব খাবো, কোলের ছেলে টেনে খাবো, হা—হা—হা, আমি দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস, দুর্ব্বাসার অভিশাপে ত্রিসংসার লক্ষ্মীশূন্য, এখন এই দুর্ভিক্ষের পূর্ণ অধিকার, তাই এই আকাশ পাতাল হাঁ ক'রে অনেক দিন হ'তে এসে উপস্থিত হয়েছি। কারো রক্ষে নাই কারো পরিত্রাণ নাই, গাছের ফল শূন্য কর্‌বো, নদ নদী জলাশয় সব শুষে খেয়ে ফেল্‌বো। হাহাকারে দিগন্ত ছেয়ে ফেল্‌বো, মড়কের হাওয়া বইয়ে দেবো, রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দেবো, ত্রিভুবন প্রাণীশূন্য মহাশ্মশান ক'রে তুলবো। হা—হা—হা, কি আনন্দ! কি আনন্দ! যাই—যাই, ঐ পাড়ামুখো যাই।

[বেগে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

নগর-পথ।

গীতকণ্ঠে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

মোদের দুটি খেতে দে রে খেতে দে।
ক্ষিধের জ্বালায় পেট জ্বলে যায়, প্রাণে মরি যে রে প্রাণে মরি যে॥
শস্য নাই রে বসুন্ধরায়, তরুতে নাই ফল,
মরুভূমি হ'লো নগর নাই রে একটু জল,
কোথায় যাবো কি কর্‌বো হায়, ব'লে দেবে কে রে ব'লে দেবে কে॥
নাই রে মাতা পিতা মোদের নাই রে বন্ধু ভাই,
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের গ্রাসে পড়েছে সবাই,
কে আছিস্ রে দয়াল মোদের কোলে তুলে নে রে কোলে তুলে নে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

তপোবন।

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। বিশ্বব্যাপী ঘোর আর্ত্তনাদ।
হাহাকারে ব্যাপ্ত ত্রিভুবন,
দুর্ভিক্ষের প্রবল পীড়নে
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে বিশ্ব।
বারিশূন্য বারিদ-বারিধি,
ফলহীন তরুলতা,
বিষাক্ত বাতাস বহে জ্বলন্ত অনল।
প্রখর মার্ত্তণ্ড করে
অগ্নিসম কিরণ বর্ষণ।
ভীষণদর্শন মৃত মানব-কঙ্কাল।
ধ্বংসমূর্ত্তি ধরিয়া দুর্ভিক্ষ,
ধ্বংস করে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।
এ মহা-বিধ্বংস-তরু,
মম অবিবেক-বীজে হয়েছে উদ্ভূত।
কি করি উপায়!
কেমনে এই সৃষ্টি রক্ষা হয়?
নাহি হায় হেন তপোবল,
যে তপঃ প্রভাবে,
পারি এই বিপ্লব বারিতে।

আজীবন করিয়ে তপস্যা,
করিলাম শুষ্ক দেহ অস্থিচর্ম্মসার,
এই কি রে তার পরিণাম !
বিশ্বহিতে যে দধিচী
একদিন অম্লান বদনে
নিজ শুষ্ক বক্ষ-অস্থি করি উৎপাটন,
আত্মবলি-মহাব্রত সাধি ইহলোকে
পরলোকে লভিলা নির্ব্বাণ,
সেই বিশ্বধ্বংস হেতু,
সঞ্চিত তপস্যাফল
একমাত্র অভিশাপে করিলাম ক্ষয় ?
কি নির্ব্বোধ মহামূর্খ আমি !
সূক্ষ্মতত্ত্ব না বুঝি তখন,
রুক্ষভাবে বাসবেরে দিনু অভিশাপ ।
সেই অভিশাপ,
মূর্ত্তিমান কালান্তকরূপে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করিছে শ্মশান ।
এতদিনে ভাল কীর্ত্তি রাখিলি দুর্ব্বাসা !

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ ।

সত্য ।—

গীত ।

এখন ভাব্‌লে কি ফল বল না ।
কর্ম্ম সেরে মর্ম্মে জ্ব'লে ওগো মিছে অনুশোচনা ॥

গাছের গোড়া কেটে আগায় ঢাল্‌লে জল,
শুক্‌নো তরু গজিয়ে উঠে দেয় কি তাতে ফল,
ভেবে চিন্তে কর্ম্ম কর্‌লে শেষে তার কর্‌তে হয় না ভাবনা।
ক্রোধের বশে অন্ধ হ'য়ে দিলে অভিশাপ,
এখন জীবন ভ'রে ব'সে ব'সে কর অনুতাপ,
দ্বিজ অঘোর বলে কার্য্যকালে কেন বিবেকের ডাক শোন না ॥

[প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। বিবেকের ক্ষীণ স্বর তখন অবিবেকের ভৈরব গর্জ্জনে শ্রবণপথে প্রবেশ কর্‌তে পারে নি। তপোবলের অহঙ্কার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান, ক্রোধরিপুর উত্তেজনা, এই সব একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে তখন আমাকে অন্ধ ক'রে ফেলেছিল। বিবেকের দিকে একবারও ফিরে চাইতে পাই নাই। এখন কি অনুতাপ! কি অনুশোচনা! কি ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানি! [চিন্তিতভাবে অবস্থিতি]

বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ।

বিশ্বেশ্বর। [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া] তপশ্চারণের সময় অতিবাহিত হয় প্রভো!

দুর্ব্বাসা। যে তপশ্চারণের ফলে এই ত্রিসংসারে দারুণ আর্ত্তনাদ— ব্রহ্মাণ্ডের হাহাকার— অনশনক্লিষ্ট বুভুক্ষুর করুণ বিলাপ, যে তপশ্চারণের ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের ভীষণ অত্যাচার, ত্রিলোকপালক বাসবের মর্ম্মস্পৃক অব্যক্ত যন্ত্রণা, সেই তপশ্চারণ? না বিশ্বেশ্বর! আর না; আজ দুর্ব্বাসার জলন্ত চক্ষু ফেটে জল পড়েছে। আজ দুর্ব্বাসার তপঃক্লিষ্ট শুষ্ক বক্ষেঃ করুণার অনন্ত প্রস্রবণ খুলে গিয়েছে। আর না, বিশ্বেশ্বর! আর না, আর তপশ্চারণে প্রয়োজন নাই। এখন তপঃসঞ্চিত তেজঃ

বহ্নিতে বল, কোন্ ইন্দ্রকে ভস্ম কর্‌বো? কোন্ ব্রহ্মাণ্ডকে আবার শ্মশানে পরিণত কর্‌বো?

বিশ্বে। একি প্রভো! সহসা এ ভাব উপস্থিত হ'লো কেন? সে দিন যে আমাকে এই অভিসম্পাতের ফল সংসারের ভাবী মঙ্গলজনক ফল ব'লেই বুঝিয়ে ছিলেন, আজ আবার তবে এ ভাবে অনুতাপ প্রদর্শন কর্‌ছেন কেন?

দুর্ব্বাসা। কেন কর্‌ছি বিশ্বেশ্বর! শোন—শোন। সেদিন সে একটা অনুমান, সে একটা কল্পনা ছিল, কিন্তু আজ দেখ প্রত্যক্ষ, অনুভূতি।

সহসা ধাবমান্ জনৈক পথিকের পশ্চাতে যষ্টিহস্তে
জনৈক দস্যুর প্রবেশ।

পথিক। বাপ্ রে! ম'লাম রে! দস্যুতে মার্‌লে রে।

দস্যু। [যষ্টি দ্বারা মস্তকে আঘাত করিয়া পথিককে ধরাশায়ী করিয়া] কেমন, পালাবি? আজ সাতদিন উপবাস, ঘরে সাতটা ছেলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, উপায় না দেখে দস্যুতা আরম্ভ করেছি। কৈ, শালার ট্যাঁকেতে একটা কাণা কড়িও নাই! শালার পাছে ছুটে ছুটে মিছে হয়রাণ হয়েছি। দুঃ শালা!

[পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। এ হ'তে কি আরও জলন্ত প্রত্যক্ষ চাও বিশ্বেশ্বর?

পথিক। উঃ ম'লাম—একটু জল।

বিশ্বেশ্বর। [কমণ্ডলু হইতে জল পান করাইয়া] ভয় নাই। দস্যু প্রস্থান করেছে।

পথিক। [ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে] আঃ—বাঁচালে আমায়

এখন আস্তে আস্তে পালাই। হায়, কোথায় আছিস্ পাপ দুর্ব্বাসা! আজ দেখে যা, তোর জন্য সোণার সংসার-রাজ্য কি অরাজক হয়েছে।

[প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। শুন্‌লে বিশ্বেশ্বর! আবার ঐ দেখ।

জনৈক দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীষণ-মূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের প্রবেশ।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তি। [উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে] রক্ষা কর, রক্ষা কর, ভীষণ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের করাল কবল হ'তে রক্ষা কর। ঐ—ঐ, গ্রাস্ করলে। আমার শিশু সন্তানগুলিকে আগেই এক এক ক'রে গ্রাস ক'রে ফেলেছে, আমার সোণার সংসার শ্মশান ক'রে দিয়েছে। এখন আমার পিছু নিয়েছে। কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।

দুর্ভিক্ষ। হা—হা—হা,—তোর হাড় খাবো, তোর মাস খাবো, তোর ঘর খাবো, তোর বাড়ী খাবো। [হাঁ করিয়া ভঙ্গি প্রদর্শন]

বিশ্বেশ্বর। দূর হ' দুর্ব্বৃত্ত!

দুর্ভিক্ষ। বাবা! এখন দূর ক'রে তাড়াচ্ছ কেন? তোমার ঐ প্রভুই তো আমাকে হাত ধ'রে টেনে এনে ফেলেছে। এখন উল্‌টো চট্‌লে চল্‌বে কেন? হা-হা-হা—হাড় খাবো, মাস খাবো। যাই অপর দিকে লাগিগে। হা-হা-হা! [বেগে প্রস্থান।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তি। যাই, কোথাও দুটি অন্ন পাই কি না, দেখিগে। [প্রস্থান।

দুর্ব্বাসা। দেখ্‌লে বিশ্বেশ্বর! চল স্থানান্তরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সুমেরু পর্ব্বত।

যম, অগ্নি, পবন, বরুণ ও জয়ন্ত প্রভৃতি দেববালকগণের প্রবেশ।

দেববালকগণ।—

গীত।

কি করিলে নারায়ণ।
(হায়—হায়—হায়)
তব আকুল দেবতাকুলে ডুবালে অকূলে,
কেন কর না করুণা ওহে করুণা-নয়ন॥
ওহে অকূল-ভরসা হরি অকূলতারণ,
অকূলে তারিতে তরী রেখেছ চরণ,
তবে কেন সুরগণ, দুঃখ-নীরে নিমগন,
দানবের করে বল কেন এত নিপীড়ন,
(হায়—হায়—হায়)
এখন কর দয়া দীনগণে ওহে দীন-দুঃখবিমোচন॥

উত্তেজিতা প্রতিহিংসার প্রবেশ।

প্রতিহিংসা। প্রাণ ল'য়ে পালিয়ে এসেছ? ছি-ছি সুরগণ! দানবের অস্ত্রবেগ সহ্য কর্‌তে না পেরে নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায়, নিতান্ত অপদার্থের ন্যায়, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ ল'য়ে পালিয়ে এসেছ? ধিক্ তোমাদের—ধিক্ তোমাদের শৌর্য্যে, বীর্য্যে, তেজে—ধিক্ তোমাদের

দর্প, দম্ভ, অভিমানে—ধিক্ তোমাদের অসার কৃত্রিম রাজভক্তিতে। তুচ্ছ প্রাণের মূল্য কি এতই অধিক, যার কাছে দেবত্বসম্মান এতই তুচ্ছ—এতই হেয়—এতই অকিঞ্চিৎকর ব'লে জ্ঞান হ'লো ? যে কাপুরুষদের একটা আত্মমর্য্যাদা প্রাণে জেগে উঠে না, যে হতভাগ্যদের একটা বিপুল গরিমা হৃদয় মধ্যে আহত ভুজঙ্গের মত মাথা তুলে গর্জ্জে উঠে না, যে ভীরু অপদার্থদের মনে একটা পূর্ব্বস্মৃতির অনল-শিখা জ্বলে উঠে তাদের সেই অন্ধ হৃদয়ের দুর্ব্বল আবর্জ্জনারাশি ভস্ম ক'রে ফেলে না, তারা কি ? তাদের শোণিতে কি উষ্ণতা আছে ? তাদের ধমনীতে কি স্পন্দন আছে ? কখনই না—কখনই না। তারা একটা জড়, তারা একটা পিণ্ড, তারা একটা বিধাতার সৃষ্ট হ'তে পৃথক পদার্থ। তাদের আমি শত ধিক্কার প্রদান করি।

[বেগে প্রস্থান।

যম। কি শুনিলে সুরগণ ?
কি বুঝিলে এতক্ষণ ?
কি করিলে সকলে সুস্থির ?
পুনরপি যুদ্ধযাত্রা
কিংবা ধূম্রময় রসাতলে চির-পলায়ন ?

সকলে। পুনরপি যুদ্ধযাত্রা করিলাম স্থির।

যম। উত্তম—উত্তম।
যদ্যপি দানব-রণে
একবার হয়েছি বিজিত,
তা ব'লে যে চিরদিন হবো পরাজিত
নিঃসংশয়ে কে পারে বলিতে,—
কে বলিতে পারে বল ভবিষ্যের কথা ?

ঐ হের ঊর্ণনাভ এক—
নিজ ঊর্ণতন্তু-জাল করিতে বিস্তার,
বারংবার করিয়ে উদ্যম,
না পারিলে পরপার করিতে আশ্রয়,
কিন্তু হের আশ্চর্য্য উদ্যম,
তথাপি বিরত নহে ঐ ক্ষুদ্র জীব।
ঐ পুনঃ হের ঐ সফল উদ্যম,
এইবার পরপ্রান্ত করিল আশ্রয়।
ঐ ক্ষুদ্র কীট হ'তে
কিবা শিক্ষা লভিনু সকলে?
লভিনু এই মহাশিক্ষা—
চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাহি এ সংসারে।

অগ্নি। আমার প্রতিজ্ঞা—
যতদিন একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র রব অবশেষ,
ততদিন—ততদিন আমি
দৈত্যরণে না হবো নিরস্ত,
বিধ্বস্ত করিতে দৈত্য
প্রাণপণে যুঝিব সমরে।

পবন। আমারো প্রতিজ্ঞা ঐ শুন হে কৃতান্ত!
যতক্ষণ প্রভঞ্জনদেহে,
পত্র-বিকম্পিত শক্তি হবে সঞ্চারিত,
ততক্ষণ দৈত্যরণে না হবো নিরস্ত—
বিধ্বস্ত করিতে দৈত্যে
প্রাণপণে যুঝিব সমরে।

বরুণ । আমারো বক্তব্য ঐ শুন হে শমন !
যতক্ষণ একবিন্দু বারি রবে সিন্ধুখাত মাঝে,
ততক্ষণ এই প্রচেতা বরুণ
প্রাণপণে দৈত্যসনে করিবে সমর,
প্রাণভয়ে নাহি দেবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ।

জয়ন্ত । মোরাও বালকগণ করিনু প্রতিজ্ঞা,
প্রাণ দিব প্রাণ দিব রাজার কল্যাণে ।

যম । লভিনু সন্তোষ আজি দেবতা-উদ্যমে ;
পুনরায় তবে
দানবের সনে করি সমর ঘোষণা ।
এইবার—এইবার সুরগণ !
বিপুল বিক্রমে দৈত্য করিব উচ্ছেদ ।
একবার যে কলঙ্ক-মসী মাখি
ফিরিয়াছি রণক্ষেত্র হ'তে,
নিশ্চয় সে কলঙ্ক-কালিমা,
এইবার প্রক্ষালিব শত্রুর শোণিতে ।
ভাব একবার দেবেন্দ্র বাসব,
সমগ্র দেবতা তরে
করিছেন কঠোর সাধনা ।
দেবতার মৃত্যু বিনাশিতে,
পত্নী, পুত্র ত্যজি যে বাসব আজি
উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে
করিছেন বিষম তপস্যা,
পুত্র যার হের ঐ জয়ন্ত কুমার,

একাকিনী জননীর স্নেহময় কোল
পরিহরি হাসিতে হাসিতে,
দুরন্ত দানব সনে করিছে সমর।
আরো ভাব সুরবৃন্দ!
অভাগিনী স্বর্গের ইন্দ্রাণী
জীবন সম্বল হায় পতি পুত্র ছাড়ি,
একাকিনী করে বাস বিপিন মাঝারে।
হা অদৃষ্ট!
সেই সুরপতি সেই বাসবের তরে,
প্রাণপণে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য মোদের,
রাজার কল্যাণে হয় সবার কল্যাণ,
রাজা-অকল্যাণে হয় ঘোর অরাজক।
অতএব সুরবীরগণ!
প্রাণ দিয়ে সাধ সবে রাজার কল্যাণ।

পবন। তবে রণে চল সুরগণ!
দৃঢ় করে ধর অসি,
দানবের প্রাণ নাশি
উড়াও ত্রিদিব-শিরে বিজয়-নিশান।
কর উচ্চ সিংহনাদ,
দৈত্যপ্রাণে পরমাদ,
লাগুক কাঁপুক শুনি প্রলয়-বিষাণ।
কর শরে একাকার,
হোক্ দিক্ অন্ধকার,
উঠুক সঘনে রণে ভীম মহামার।

ধরিব সংহার-মূর্ত্তি,
ঘোষিবে দেবতা-কীর্ত্তি,
চিরশত্রু দেবতার করিব সংহার।
উচ্চকণ্ঠে বল সবে মার্ মার্ মার্।

সকলে। মার্—মার্—মার্।

সহসা দেববালাগণের প্রবেশ।

দেববালাগণ।—

গীত।

যাও যাও রণে সুরগণ।
অসুর-বিক্রমে অসুরের সনে করিবে এবার মহারণ॥
বাহুতে হইবে শক্তি, হৃদয়েতে রাজভক্তি,
লভিবে অনন্তকীর্ত্তি কর সবে প্রাণপণ।
পতি-পুত্র রণে দিয়ে, রব আশাপথ চেয়ে,
করিবেন পূর্ণ আশা (সেই) পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বৃহস্পতির আশ্রম।

বৃহস্পতি ও শচী।

বৃহস্পতি। কি ইচ্ছা করেছ মা?

শচী। আমার পতি যেমন মহা-সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন, আমিও তেমনি সেই মহা-সাধনায় নিযুক্ত হ'তে ইচ্ছা করেছি গুরুদেব!

বৃহস্পতি। তোমার পতি যে কঠোর সাধনায় এখন প্রবৃত্ত, সে সাধনা করতে তুমি তো পারবে না মা! সে সাধনার কথা শুনলে সংসার স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ে। চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডসকল ধূধূরবে প্রজ্বলিত, তার মধ্যে তোমার পতি উর্দ্ধপদ হেটমুণ্ড হ'য়ে আজ পঞ্চ বর্ষকাল সমান ভাবে সেই অনাদি পুরুষ নারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন, শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ, অপলক নেত্র, দৃষ্টি স্থির, সে তপস্যায় ত্রিলোক স্তব্ধ, বায়ু নিশ্চল, সূর্য্য ক্ষীণতেজঃ, গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রসকল কেন্দ্রচ্যুত, ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ দ্বিধা-প্রায়। তেমন কঠোর তপস্যাচরণ একমাত্র বাসবেরই সম্ভব। বিশেষতঃ মা! রমণীর যে সে তপস্যাচরণে অধিকার নাই।

শচী। আমার পতি এখন কোথায় আছেন প্রভু?

বৃহস্পতি। ক্ষীরোদ-উপকণ্ঠে।

শচী। সেই মহাতীর্থে আমি একবারটি যেতে পাই না গুরুদেব? একবার তাঁর সেই তপস্যানিরত মূর্ত্তি দেখ্‌তে বড় সাধ হয় প্রভু!

বৃহস্পতি। সে স্থানে অন্যের গমনাগমন নিষিদ্ধ যে মা!

শচী। তবে কি আমা হ'তে পতির এই সাধনার কোনই সাহায্য হ'তে পারে না?

বৃহস্পতি। কেন হবে না মা!

শচী। তবে আমাকে সেই উপদেশ দিন, যাতে আমি এই আশ্রমে থেকে পতির মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহায়তা কর্‌তে পারি।

বৃহস্পতি। আচ্ছা মা! সময়ান্তরে সে উপদেশ তোমাকে প্রদান কর্‌বো। এখন মধ্যাহ্নকাল অতীতপ্রায়, যাও মা! কুটিরে গিয়ে কিছু ফল-মূল খাওগে।

শচী। আমি তো অনশন-ব্রত অবলম্বন করেছি গুরুদেব! জল-বিন্দুও স্পর্শ করি না।

বৃহস্পতি। বল কি মা! জলস্পর্শ পর্য্যন্ত কর না? কতদিন থেকে আরম্ভ করেছ মা?

শচী। যে দিন আমার পতি তপস্যায় গমন করেছেন, সেই দিন হ'তে।

বৃহস্পতি। সেই দিন হ'তে? আরও আশ্চর্য্যান্বিত কর্‌লে যে মা! যে তুমি আজীবন স্বর্গের ইন্দ্রাণী হ'য়ে দিবানিশি স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেছ, সেই তুমি এই পঞ্চ বর্ষকাল অনশনে এবং বারিবিন্দু পর্য্যন্ত পান না ক'রে স্থির হ'য়ে রয়েছ? ধন্য মা তোমার ধৈর্য্যশক্তিকে!

শচী। একমাত্র আপনার আশীর্ব্বাদে, আর পতিপদ ধ্যানের বলে অভাগিনী সমস্তই অম্লান বদনে সহ্য কর্‌তে পারে। ছিলাম বটে একদিন স্বর্গের অধীশ্বরী, ছিলাম বটে একদিন বিলাস-সম্পদের মধ্যে নিমগ্না হ'য়ে, কিন্তু গুরুদেব! সে স্বপ্ন-কাহিনী আমার বর্ত্তমান অবস্থাকে কোন দুঃখময়ী ক'রে তুল্‌তে পারে নি। কেন না, আমার মন, প্রাণ, হৃদয়, যথাসর্ব্বস্ব সেই সবই আমি আমার পতির চরণে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি। আমার কাছে সে সব আর কিছুই তো নাই গুরুদেব! তবে আর দুঃখ ক্লেশ ভোগ কর্‌বে কে? একমাত্র পতিপদ চিন্তা ব্যতীত আর

কিছুই তো চিন্তা নাই। সেই প্রশান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই তো দেখ্‌তে পাই না। আমার শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে সব সময়েই সেই শান্ত মূর্ত্তিখানি আমার নয়নে যেন জড়িয়ে আছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অনলে, অনিলে, সর্ব্বত্রই যেন সেই পতির প্রতিচ্ছবি দর্শন করি।

বৃহস্পতি। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তুই কি ? উদ্যানের সযত্ন-বর্দ্ধিত সোহাগ-সঞ্চিত পারিজাত-বল্লরী তুই কেমন ক'রে এই অরণ্য মধ্যে এসে অবিশুষ্কভাবে কালযাপন কর্‌ছিস্? আরও বিস্মিত হয়েছি যে, কেমন ক'রে নিজ বক্ষঃরত্ন নয়নমণিকে একমাত্র যুদ্ধে বিদায় দিয়ে স্থির অচঞ্চলভাবে ধৈর্য্য ধ'রে রয়েছিস্। পতিগতপ্রাণা মহাসাধ্বী মা আমার! একবারও কি মুহূর্ত্তের জন্য তোর ঐ ধৈর্য্যের অর্গল উন্মুক্ত ক'রে প্রাণ-পুত্তলী জয়ন্তের চন্দ্রমুখ সেখানে এসে উঁকি মারে না ? ধন্য মা! তুই আর কি সাধনা কর্‌বি মা! তোর এই মহাসাধনাই যে অতুলনীয়। আমি এখন মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

বিশালাক্ষের প্রবেশ।

শচী। কে তুমি ?

বিশালাক্ষ। বিশালাক্ষ নাম, দৈত্য-সেনাপতি,
দৈত্যেন্দ্র-আদেশে
আসিয়াছি লইতে তোমারে।
জান না কি তুমি ভাল পদ-সংবাহন ?
তাই সেই দৈত্যেন্দ্র-মহিষী,
ইচ্ছিলেন
তব করে পদ তাঁর করাতে মর্দ্দন।

শচী। তব সম এইরূপ কত মূর্খ বল,
করে বাস তোমাদের দৈত্যেন্দ্র-সভাতে ?
পাইলাম পরিচয় দানব-বুদ্ধির,
এই বুদ্ধি ল'য়ে কর সাম্রাজ্য-পালন ?

বিশালাক্ষ। পথের ভিখারী ইন্দ্র,
দৈত্যভয়ে যেবা
লুক্কায়িত আছে কোন পর্ব্বতগুহায়,
পাতি পাতি করি অন্বেষণ,
না পাইনু যারে এই ত্রিলোক মাঝারে,
তার পত্নী নিরাশ্রয়া ভিখারিণী তুমি,
এখনও গর্ব্ব-বহ্নি তোমার হৃদয়ে ?
বুদ্ধিহীনা গর্ব্বিতা রমণি !
বলি এইবার করি যদি স্ববল প্রকাশ,
কে রক্ষিবে বল তোমা এ বিজন বনে ?

শচী। তোর মত শত শত দৈত্য-সেনাপতি,
নাহি পারে ইন্দ্রাণীর কেশাগ্র স্পর্শিতে।

বিশালাক্ষ। দুর্ব্বলা রমণী তুমি, তোমারে স্পর্শিতে
দৈত্য-সেনাপতি করে লজ্জাবোধ।
আছে মোর অনুচরদল,
এখনি করিতে পারি তোমারে বন্ধন,—
মুহূর্ত্তে হইবে চূর্ণ দর্প গর্ব্ব সব।
আর যদি বিনা বাক্যে
এস মম পশ্চাতে পশ্চাতে,
তা হ'লে নির্ব্বিঘ্নে তোমা লইব ত্রিদিবে।

অন্ন বিনা শীর্ণ তনু তব,
পুষ্ট হবে দিন দিন দানব-ভবনে।
আরো বলি শুন,
পার যদি দৈত্যনাথে সন্তোষিতে কভু,
তা হ'লে সেই দৈত্যেন্দ্র প্রসাদে,
হয় তো বা হ'তে পার
একদিন দৈত্যেন্দ্রভামিনী।

শচী। বাম পদাঘাত করি দৈতেন্দ্র-মস্তকে।

[পদাঘাত]

মূর্খ দৈত্য! এত দুঃসাহস?
সিংহীর বিবরে পশি,
জম্বুকের আস্ফালন মৃত্যু ডাকি আনে।
পাপিষ্ঠ দানব!
দূর হ' রে সম্মুখ হইতে।

বিশালাক্ষ। শুধু মাত্র লজ্জার কারণ,
না ধরিনু কেশপাশ তব।
বুঝিলাম এতক্ষণে,
সহজে না হইবে নমিত,
অশেষ লাঞ্ছনা তব ভাগ্যলিপি শচি!
এইবার ডাকি সৈন্যগণে।

[বংশীধ্বনি করণ]

সহসা কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ।

বিশালাক্ষ। সৈন্যগণ! বন্দী কর এরে।

শচী। সাধ্য থাকে কর বন্দী,
এই আমি রহিনু দাঁড়ায়ে,—
দৈত্য-শক্তি স্থিরভাবে করিব পরীক্ষা।

সৈন্যগণ। [নিকটে গিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া] ওরে বাপ্ রে—বাপ্ রে! [পতন ও মূর্চ্ছা]

শচী। এস দেখি দৈত্য-সেনাপতি!
তব বাহু কত শক্তি করিছে ধারণ?

বিশালাক্ষ। দেবতার দৈবী মায়া,
গ্রাহ্য নাহি করে কভু দৈত্য-সেনাপতি।
এই দেখ কেশগুচ্ছ ধরি,
কেমন বিমানপথে যাই স্বর্গপুরে।
[বেগে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ]

শচী। [তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া]
হা—হা—হা! [অট্টহাস্য করণ]

বিশালাক্ষ। [ভয়-বিচলিত হইয়া]
ও কি—ও কি
ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূরতি!
লোহিতবসনা বামা মত্ত মাতঙ্গিনী,
রক্ত অক্ষি করিছে ঘূর্ণন,
ঝরিছে অনলধারা ঝর্ ঝর্ ঝরে,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার অট্ট অট্ট হাস,
বিদ্যুৎ ঝলকি করে তাণ্ডব নর্ত্তন,
পদভরে কম্পে ধরা ধরাধর সনে।
কে রে ঐ ভীষণা রমণী,

কোটি কোটি মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণ
ঝরে ঐ রমণীর অঙ্গ হ'তে ?
না পারি চাহিতে আর
ঝলসিছে অক্ষিদ্বয় মোর ;
প্রাণ যায় পরিত্রাহি রক্ষা কর মোরে ।

[পতন ও মূর্চ্ছা]

শচি । দেখিলি দানব অন্ধ !
সতীতেজঃ কেমন ভীষণ ।

[প্রস্থান ।

[সকলের একসঙ্গে উত্থান ও চক্ষু মার্জ্জন]

বিশালাক্ষ । শুন সৈন্যগণ !
নহে শচী সামান্যা রমণী ।
সমগ্র দানব শক্তি হ'লে সম্মিলিত,
সাধ্য নাই ইন্দ্রাণীরে লয় স্বর্গপুরে ।
চল সবে উড়ি ব্যোমপথে,
দৈত্যেন্দ্র-সকাশে সব করিগে বর্ণন ।

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য।

স্বর্গধাম।

গীতকণ্ঠে মদন ও রতির প্রবেশ।

মদন ও রতি।—[নৃত্যসহ]

গীত।

মোরা রস-রসিক রসিকা।
প্রেম-সাগর-লহর-লহরিকা ॥
ভ্রমি পিক-কূজিত কুঞ্জে,
যথায় মত্ত মধুপ গুঞ্জে,
(কত) মুঞ্জরিত মুকুলে, পুঞ্জীকৃত বকুলে,
গাহি প্রেমগাথা হ'য়ে শুক-সারিকা।
প্রিয়-বিরহিত আঁখিযুগলে,
করি অঙ্কিত প্রেম-কাজলে,
মোরা জানি ভালবাসা, পাই ভালবাসা,
মোরা চির-সোহাগের নাগর-নাগরিকা ॥

[প্রস্থান।

শনির প্রবেশ।

শনি। খুকুমণিরা বেশ জমিয়ে ফেলেছে। যেমন ফুটফুটে চেহারা, তেমনি আবার কোকিলকণ্ঠ, তেমনি আবার নাচবার ভঙ্গিমা!

আগা গোড়াই এই ভাবে নাচগানের হর্‌রা ছুটে যাচ্ছে। তা না হ'লে কি এই সব দৈত্যাদের কাছে পশার জমাতে পারি?. রুচি বুঝে কাজ কর্‌তে পার্‌লে তার আর মার নাই। দৈত্যরাজ এখন শর্ম্মাকে একবারে অভিন্নহৃদয়েষু ক'রে ফেলেছে। কিন্তু চাঁদ এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না যে, কেন শনি তার স্বদলবল ছেড়ে এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। দৃষ্টির সার্থকতা সম্পাদন না ক'রে কি শনিচন্দ্র এখান থেকে নড়্‌ছেন! যাই, এখন একবার শ্রীমতীর হাকৃথ-সুধা পান করিগে।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-সভা।

চণ্ডচূড়, বিশালাক্ষ, জম্ভাসুর, ধূম্রলোচন, রাহু, শনি ও বৈতালিকগণের প্রবেশ।

বৈতালিকগণ।—

গীত।

জয়তি জয়তি হে ত্রিদিবপতি দানবেশ্বর।
দিতিসুতপালক, অরিকুলশাসক, তুমি ঈশ্বর।
(যার) চরণ ধৌত করে সুরশৈবলিনী,
ধীর সমীর বহে পূত শিকরিণী,
(যার) প্রতাপেতে ক্ষীণকর প্রখর ভাস্কর,
বিতরে শীতল কর, সুধা-কর সুধাকর।
তব শুভ্র যশোরাশি, বিভাসিত দশদিশি,
তুমি ধন্য ধন্য বীরাগ্রগণ্য হে স্বরগেশ্বর।

চণ্ডচূড়। সেনাপতি! শুনালে আশ্চর্য্য
অর্দ্ধ দণ্ড ধরি,
বর্ণিলে যে দীর্ঘ উপন্যাস,
শুনিলাম কর্ণ পতি বহু ধৈর্য্য সহ।

কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমারে,
কহ দেখি দৈত্য-মহারথি!
কোন্ স্থানে শুনিয়াছে কেবা,
রমণীর অট্টহাস্তে
মূর্চ্ছা গেছে দানব কখন?
ছি-ছি লজ্জা, ছি-ছি ঘৃণা,
দৈত্যকুলে হেন কাপুরুষ
দেখি নাই কোন দিন আর।
জানি না তোমারে,
কোন্ গুণে আমি,
দিয়েছিনু সৈনাপত্য-পদ।
কি বীরত্ব করি প্রদর্শন,
চণ্ডচূড়ে বিমোহিত করেছিলে হায়!
ধিক্ মোরে শত ধিক্,
ধিক্ মোর স্বর্গ অধিকারে,
ধিক্ মোর বীরত্ব-গৌরবে।
হেন কাপুরুষ ভীরু ল'য়ে,
করে যেবা রাজত্ব-পালন,
বুঝিলাম এত দিনে,
বালুকার স্তম্ভোপরি
দানবের রাজত্ব-প্রাসাদ
মূর্খ আমি করেছি নির্ম্মিত।

বিশালাক্ষ। দৈত্যেশ্বর!
বিনা দোষে সহি এ ভর্ৎসনা।

চণ্ডচূড়। সাবধান! বিনা দোষে?

বিশালাক্ষ। হাঁ, বিনা দোষে দৈত্যরাজ!

চণ্ডচূড়। বিশালাক্ষ! [সকোপ তীব্র দৃষ্টিপাত]

বিশালাক্ষ। দণ্ড নিতে রয়েছি প্রস্তুত;
কিন্তু বিনা দোষে—অবিচারে।

চণ্ডচূড়। মূর্খ সেনাপতি!
রাজনীতির গূঢ় অভ্যন্তরে,
ক্ষীণ বুদ্ধি তব নারে প্রবেশিতে।
কঠোরতা তার
কি বুঝিবে বিশালাক্ষ তুমি?

শনি। বলি, এতো একটা দুধের শিশুও বুঝ্‌তে পারে যে, বিশালাক্ষের মত একজন প্রকাণ্ড সেনাপতি, সে কি না একটা স্ত্রীলোককে ধ'রে আন্‌তে পার্‌লে না। আর সে স্ত্রীলোকের বিদ্যে বুদ্ধির পরিচয় তো আর আমার জান্‌তে বাকি নাই? সে আমাদেরই তো সেই শচী-রাণী, দৈত্যের কাছে দাঁড়ান তো দূরের কথা, নাম শুন্‌লে পর্য্যন্ত যার মূর্চ্ছা হ'তো, সেই শচী আবার কবে চোক্ রাঙ্গাতে শিখ্‌লে গা? এ যে শুনেই হাসি ধর্‌ছে না। তবে বোধ হয়, সেনাপতি মহাশয় তাঁর অতিরিক্ত করুণায় গ'লে গিয়েছিলেন; কিংবা—তাঁর রূপ দেখে—একটু অসামালগোছ হয়েছিলেন, তার আর অসম্ভবই বা কি আছে? কত মুনি ঋষিই কত সময়ে ঠিক থাক্‌তে পারেন নাই।

বিশালাক্ষ। এরূপ লজ্জাজনক বিদ্রূপের উপযুক্ত উত্তর প্রদান কর্‌তে এখনও বিশালাক্ষের কোষবদ্ধ তরবারি বিস্মৃত হয় নাই। [তরবারিতে হস্ত প্রদান।]

শনি। দৈত্যরাজ! ঐ দেখুন, সেনাপতি মহাশয় তরবারিতে হস্ত প্রদান কর্‌ছেন।

চণ্ডচূড়। সেনাপতি! ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের স্থান, কাল, পাত্র ভুলে যাচ্ছ?

বিশালাক্ষ। দৈত্যরাজ! ক্ষমা ভিক্ষা চাই; আজ হ'তে বিশালাক্ষ তার সৈনাপত্য-পদ স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত।

চণ্ডচূড়। উত্তম। ধুম্রলোচন!

ধুম্রলোচন। আদেশ?

চণ্ডচূড়। আজ হ'তে সৈনাপত্য পদ তোমাকেই অর্পণ কর্‌লাম। বিশালাক্ষ! দাও, অস্ত্র দাও। [অস্ত্র গ্রহণ] ধুম্রলোচন! অস্ত্র গ্রহণ কর, [ধুম্রলোচনকে অস্ত্র প্রদান] আশা করি, অস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে কখনই শৈথিল্য দেখাবে না। প্রথম পরীক্ষা তোমার, ইন্দ্রপত্নী শচীকে স্বর্গপুরে আনয়ন করা।

ধুম্রলোচন। এখনি প্রস্তুত।

চণ্ডচূড়। বিশালাক্ষ! আজ হ'তে তুমি সাধারণ সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে, সৈনিককর্ত্তব্য পালন কর্‌বে। শৈথিল্যপ্রকাশে অমার্জ্জনীয় দণ্ডের ব্যবস্থা হবে।

বিশালাক্ষ। আপত্তি নাই।

জম্ভাসুর। পিতা! সহসা সেনাপতিকে পদচ্যুত করা কি সঙ্গত মনে কর্‌লেন? সেনাপতি যথার্থ দোষী কি না, সে বিষয়ে একবার বিবেচনা কর্‌লে কি ভাল হ'তো না?

চণ্ডচূড়। ইন্দ্রপত্নী শচীকে হরণ ক'রে আনয়ন ব্যাপারে সেনাপতির শৈথিল্য প্রদর্শন সম্বন্ধে তোমার মনে কি এখনও কোন সংশয় আছে না কি জম্ভ

জম্ভাসুর। সেনাপতি সম্বন্ধে সেরূপ ধারণা করা কি নিতান্তই অসম্ভব ?

চণ্ডচূড়। তা হ'লে তুমিও বোধ হয় বল্‌তে চাও যে, ইন্দ্রপত্নীর রোষ-কটাক্ষে সেনাপতি যথার্থই মূর্চ্ছিত হয়েছিল ?

জম্ভাসুর। দৈবী-মায়া অসম্ভব নয়।

চণ্ডচূড়। তবে দেবতার দল বৃথা যুদ্ধে বলক্ষয় না ক'রে একমাত্র দৈবী-মায়া প্রদর্শনেই তো দৈত্যশক্তিকে বিনষ্ট কর্‌তে পারে ? কেন না, যাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক এমন বিস্ময়কর কুহক প্রদর্শনে বিশালাক্ষের ন্যায় বীরকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে, তখন সেই দেবতাগণের সমবেত শক্তি কেন আরও বিস্ময়কর কুহক বিস্তার না করে ? ক্ষুদ্রবুদ্ধি জম্ভ! কাকে কি বুঝাতে এসেছ ?

বিশালাক্ষ। এরূপ ভাবে আমাকে মিথ্যাবাদী মনে ক'রে সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ কর্‌বার চেয়ে, আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান কর্‌লে আমি অবনতমস্তকে সেই আদেশ এখনি প্রতিপালন কর্‌তে সম্মত।

চণ্ডচূড়। রাজাদেশের ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ বিচার কর্‌বার অনধিকার চর্চ্চা তোমাদের পক্ষে নিতান্তই ধৃষ্টতা প্রকাশ হ'চ্ছে।

শনি। দৈত্যরাজের অতিরিক্ত তিতিক্ষা প্রদর্শনের ফল ওটা।

ধূম্রলোচন। তবে আমি ইন্দ্রাণীকে আনয়ন কর্‌তে এখনই প্রস্তুত হই।

চণ্ডচূড়। সৈন্য-সামন্ত কত চাই ?

ধূম্রলোচন। কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করি না। সামান্য একটা রমণীকে আন্‌তে যদি সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন হয়, তবে প্রভুপ্রদত্ত অস্ত্রের মর্য্যাদা আমার কি রক্ষা করা হ'লো ? দৈত্যরাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে শচীকে এনে এই স্বর্গপুরে উপস্থিত কর্‌বো।

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ।

সত্য।—

গীত

ওতো নয় ছেলের হাতের মোয়া।
সে যে শক্ত হাতের মোয়া যাদু,
সোজা নয় তায় অমনি কেড়ে এনে খাওয়া ॥
স্বল্প জলের পুঁটী তুমি কেন গভীর জলে যেতে সাধ,
জেলে ধর্‌বার সাধ্য নাই কেউটের সঙ্গে বিসম্বাদ,
কেন ফড়িং হ'য়ে ফড়ফড়িয়ে যাদু তোমার
আগুনে লাফ দেওয়া।
যেমন তেমন নয় সে মেয়ে, তার চোখে অনল জ্বলে,
ধর্‌তে গেলেই পুড়্‌বি শেষে সেই অনলে জ্ব'লে,
অঘোর বলে সেথায় গেলে দিতে হবে যাদুর জন্মের মত শোয়া ॥

[প্রস্থান।

শনি। ঐ আবার সেই সত্য ব্যাটা।

চন্দ্রচূড়। ও আপদটার কিছু করা গেল না?

শনি। ব্যাটা যে হাওয়ার সঙ্গে মিশে বেড়ায়।

চণ্ডচূড়। রাহু!

রাহু। আজ্ঞে!

চণ্ডচূড়। তোমার কার্যাতৎপরতায় আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট।

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়.। সম্প্রতি তোমাকে একটা গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করবো।

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। কার্য্যটি কি জান ?

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। কার্য্যটি হ'চ্ছে—

রাহু। আজ্ঞে।

শনি। এই নাও, একবারে আজ্ঞের থলে খুলে দিলে যে !

রাহু। আজ্ঞে।

শনি। এক কাজ কর না বাপু ! একবারে এক নিশ্বেসে যতটা দমে কুলায়, তোমার তফিলে যতগুলি আজ্ঞে জমা আছে, তার খরচ ক'রে ফেল ; তার পর দৈত্যরাজের বক্তব্য শুনো।

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। শোন রাহু !

রাহু। আজ্ঞে !

চণ্ডচূড়। ধূর্ত্ত বাসবকে এই ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও সন্ধান ক'রে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। যে ভাবে পার, তাকে সন্ধান ক'রে বাহির করা চাই ?

রাহু। আজ্ঞে ?

চণ্ডচূড়। না পার তো, ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রাহু। আজ্ঞে।

শনি। [জনান্তিকে] আচ্ছা বাবা যা হোক্, এক আজ্ঞে দিয়েই আসর জমিয়ে ফেলেছ। তোমার এ মোসাহেবিতে বাহাদুরী আছে বটে !

ব্যস্তভাবে দূতের প্রবেশ ।

চণ্ডচূড় । কি সংবাদ দূত ?

দূত । আজ্ঞে দৈত্যরাজ ! আবার সেই তিনচোখোর দল এসে মৌমাছির মত স্বর্গের চারদিকে ছেয়ে ফেলেছে ; শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিয়ে বস্‌বে ।

নেপথ্যে । জয় সুরপতি বাসবের জয় ।

দূত । ঐ শুনুন দৈত্যরাজ !

[সকলে চমকিত হইয়া একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইলেন]

চণ্ডচূড় । আচ্ছা, এইবারে আমি নিজেই যুদ্ধে গমন কর্‌বো । ধূম্রলোচন ! রাহু ! পুনরায় যখন নির্লজ্জেরা আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তোমরাও সকলে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও । শচীহরণ এবং ইন্দ্রান্বেষণ ব্যাপার এখন স্থগিত রাখ ।

শনি । [জনান্তিকে] বেঁচে গেলে বাবা !

চণ্ডচূড় । শনৈশ্চর ! এবার আমার সঙ্গে অনুচর হ'য়ে তোমাকে যুদ্ধযাত্রা কর্‌তে হবে ।

শনি । নিশ্চয়ই । গত যুদ্ধের সময়ে চোখে যে একটা বাতাস লেগে দৃষ্টিশক্তিটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, সেটা এবারে আর নাই । এইবার চোখের ঠুলি খুলে দাঁড়াতে পার্‌লেই আর চাই কি ?

চণ্ডচূড় । বিশালাক্ষ ! উপস্থিত যুদ্ধে সৈনিক-দলভুক্ত হ'য়ে যুদ্ধ কর্‌বে । জম্ভাসুর ! বিশেষ সতর্কতার সহিত সৈন্য পরিচালনা কর্‌বে । যাও—সব প্রস্তুত হওগে । সভা ভঙ্গ ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ক্ষীরোদ-উপকূল।

ধ্যানমগ্ন ইন্দ্র উপবিষ্ট ও সিদ্ধগণ আসীন।

সিদ্ধগণ।—

গীত।

হে জ্যোতির্ম্ময় অনাদি পুরুষ পরম কারণ।
ত্বং হি পরব্রহ্ম পরমেশ নিখিলপাতা নারায়ণ।
হে সহস্রশীর্ষ পুরুষ জগ-দঘহন্তা,
হে অচ্যুত নিত্য সত্য সনাতন রোধক মরণ-পন্থা,
হে গুণত্রয় বিভূষিত ত্রিগুণাতীত চিদানন্দ ত্রিলোক-তারণ।
হে প্রেমময় প্রিয় প্রেমানন্দদায়ক,
ত্বং হি জ্ঞাতা জ্ঞেয়, সদা শ্রেয় সুবিধায়ক,
হে ভব-জলধি-জল-ভেলক কর অঘোর ঘোর বারণ॥

ইন্দ্র। [ধ্যান ভঙ্গ করিয়া] নারায়ণ! কৃপা কর্‌লে না? হতভাগ্য বাসবের ডাক শুন্‌লে না? এত কঠোর সাধনা কর্‌লাম, তবুও সিদ্ধি দিলে না দয়াময়? লক্ষ্মী বিমুখ হয়েছেন ব'লে কি তুমিও বিমুখ হ'লে প্রভু? সকলি তো তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন কার্য্যই তো তোমার ইচ্ছা ভিন্ন সম্পন্ন হ'তে পারে না। ভগবন্‌! তুমিই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করেছ, আবার তোমার ইচ্ছাতেই তো মহাপ্রলয়ে সব ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। তোমারই গড়া স্বর্গ, আবার তোমারই গড়া ইন্দ্রকে এনে সেই স্বর্গের অধীশ্বর ক'রে দিয়েছিলে। তুমি ইন্দ্রকে লক্ষ্মী দান করেছিলে, আবার তুমিই কেন কেড়ে নিলে জনার্দ্দন?

তুমি কৃপা না করলে যে বাসবের আর গতি নাই পতিতপাবন! যার নাম অনন্ত দয়ার সাগর, যার কৃপা-কণা পেয়ে কত শত মহাপাপী উদ্ধার হ'য়ে গেল, যার নাম স্মরণ ক'রে জীবে কত অসাধ্য সাধন ক'রে যাচ্ছে, সেই অনন্ত দয়ার সাগরের তীরে এসে দাঁড়িয়ে থেকে আজ শুষ্ককণ্ঠে কেবল "হা জল—হা জল" ক'রে যেতে হ'লো। এ দুঃখের যে আর সান্ত্বনা নাই নারায়ণ! এ মর্ম্মযাতনার আর যে উপশান্তি হবে না মধুসূদন! যাক্ আর কেঁদে কি ফল হবে, এখন আমার সেই শেষ উদ্যম—শেষ চেষ্টা একবার ক'রে দেখি। স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন ক'রে ঐ প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে পূর্ণাহুতি প্রদান ক'রে জীবন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করি। নারায়ণ! মধুসূদন! ইহজন্মে যা হবার, তা তো সবই হ'লো, এখন পর-জন্মের জন্য তোমার শরণাগত হ'লাম। তখন যেন এমনি ক'রে লাঞ্ছনা প্রদান ক'রো না। এইবার মুণ্ডচ্ছেদ করি। [তরবারি গ্রহণ করিয়া] নারায়ণ! পতিততারণ! মধুসূদন! ত্রাহি মাং। [কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ]

সহসা নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—[অস্ত্র ধরিয়া]

গীত।

ব'ধো না ব'ধো না নিজ জীবন।
গোলোক ছেড়ে এসেছিরে (একবার) আঁখি মেলে কর দরশন॥
কেঁদো না কেঁদো না আর মুছে দি এই অশ্রুধার,
দুঃখের নিশা প্রভাত হবে কাঁদিতে হবে না আর,
(সাধ পূর্ণ হবে) (এবার সকল বিষাদ দূরে যাবে)
(আবার সুখের ঊষা দেখা দেবে)
তোমার মহাসাধন সিদ্ধ হবে ক'রো না প্রাণ বিসর্জ্জন।

কর্ম্মদোষে লভেছিলে নিদারুণ অভিশাপ,
সেই অভিশাপানলে পেলে এত মনস্তাপ,
(আর চিন্তা নাই) (তোমার চিন্তামণি এসেছি এই)
(তোমার সাধনের ধন মিলেছে আজ)
অভিশাপের অনল নিভে গেল, পূর্ণ হ'লো মহাসাধন ॥

ইন্দ্র। সত্যই কি দেখা দিলে নারায়ণ? ইন্দ্রকে ত্রাহি ত্রাহি রবে ডাক ছাড়িয়ে সাধ কি পূর্‌লো জনার্দ্দন? মহানারকী ইন্দ্রকে লাঞ্ছিত কর্‌বার যতগুলি উপায় স্থির ক'রে রেখেছিলে, সে সমস্তই কি প্রয়োগ ক'রে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছ করুণাময়? না, এখনও নিঃশেষ কর্‌তে পার নাই ব'লে তাই অবশিষ্ট উপায়গুলি প্রয়োগ কর্‌বার জন্য আজ আবার ইন্দ্রকে মৃত্যুর কর হ'তে রক্ষা কর্‌লে হরি? কর, আর কিছুতেই দুঃখ নাই, কিছুতেই খেদ নাই, আর কিছুতেই আপত্তি নাই। যে দিন ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে পত্নী, পুত্রের হাত ধ'রে "ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও" ব'লে গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, যে দিন হয় তো কোন গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষায় বঞ্চিত হ'য়ে বন্য শৃগালের মত বিতাড়িত হয়েছি এবং কোন দিন হয় তো পত্নী, পুত্রকে অনাহারে রেখে তাদের ক্ষুধাকাতর দৃষ্টি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পেরেছি, সেই দিনই তো ঘৃণা, লজ্জা, মান, অভিমান, শোক, দুঃখ, সমস্তই পরিত্যাগ ক'রে তোমার প্রদত্ত দুর্ভাগ্যের কঠোর কষাঘাত সহ্য কর্‌তে বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছি। তবে আর তাকে কত পেষণ ক'রে কষ্ট দিতে চাও? স্বর্গভ্রষ্ট করিয়েছ—লক্ষ্মীছাড়া করিয়েছ—ভিক্ষুক সাজিয়েছ—অন্নাভাবে ত্রিলোকসংহারের নায়ক সাজিয়েছ, এতেও কি তোমার অনন্ত করুণার পরাকাষ্ঠা দেখান হয় নাই প্রভু?

নারায়ণ। বাসব! তুমি স্থির, প্রাজ্ঞ এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে

আজ কেন এরূপ অভিমান প্রদর্শন ক'রে আমার হৃদয়ে বেদনা প্রদান করছো? তুমি তো সবই জান যে, সংসারের সকলেই কর্ম্মের অধীন হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কেহই সেই কর্ম্মফলের হস্ত হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারে না। তোমার এই যে স্বর্গচ্যুতি, এই যে দুর্দ্দশার প্রবল পীড়ন, এ সবই তো এক কর্ম্মফলের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ভিন্ন কিছুই নয়। নিজ কর্ম্মদোষে দুর্ব্বাসার অভিশাপ লাভ করেছ এবং সেই অভিসম্পাতের অব্যর্থ ফলেই তোমার আজ এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত। এর জন্য তো আমি কোন দোষী নই শচিনাথ! দুর্ব্বাসার কঠোর অভিসম্পাতের ফলে কেবল তুমিই তো লক্ষ্মীশূন্য হও নাই পুরন্দর! সে অভিসম্পাতের ফলে দেখ দেখি বাসব! আমিও লক্ষ্মীশূন্য হ'য়ে অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত কর্‌ছি কি না? যে লক্ষ্মীর কৃপায় নারায়ণের নারায়ণত্ব, যে লক্ষ্মীর জন্য বৈকুণ্ঠের এত মাহাত্ম্য, সেই লক্ষ্মীশূন্য হ'য়ে আমি "হা লক্ষ্মী, হা লক্ষ্মী" ব'লে নিয়ত রোদন কর্‌ছি কি না, সেই লক্ষ্মীশূন্য বৈকুণ্ঠধাম শ্রীভঙ্গ, অন্ধকারময় হয়েছে কি না?

ইন্দ্র। তোমার উপর অভিমান ক'রে আজ অনেক কথা বলেছি বটে, কিন্তু নারায়ণ! কিন্তু মধুসূদন! ভেবে দেখ দেখি, এক তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে? আর কার কাছে প্রাণের ব্যাথা, মর্ম্মের কথা ব'লে রোদন কর্‌বো? আর কার কাছেই বা অভিমানের অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌বো? অন্তর্য্যামিন! একবার এই বাসবের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখ দেখি, কি হ'য়ে গেছে! ভীষণ দাবাগ্নির উৎপাত হ'লে সুন্দর কানন যেমন ভস্মরাশিতে পরিণত হয়, এই ইন্দ্রের হৃদয়-কাননও তেমনি দুর্ব্বাসার শাপানলে মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। দুঃখ-দৈন্যের শত বজ্রে এই বজ্রধরের বক্ষঃস্থল এই দেখ, চূর্ণ হ'য়ে গেছে;

মর্ম্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেছে, হৃদ্‌পিণ্ড অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছে। হায় নারায়ণ! ইন্দ্রের ভাগ্যে এত দুঃখও লেখা ছিল?

নারায়ণ। জানি বাসব! সবই জানি, সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি; কিন্তু সব জেনে শুনেও বাধ্য হ'য়ে আমাকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ কর্‌তে হয়েছে। কেন না, তোমার কর্ম্মফলের খণ্ডন না হ'লে তো কোন উপায়ই কর্‌তে পারি না। তাই তোমার "নারায়ণ—নারায়ণ" ব'লে উচ্চ রোদন শুনেও বধির হ'য়ে বসেছিলাম; তাই তোমার সহস্র চক্ষের অজস্র অশ্রুধারা দুই হস্তে মুছিয়ে দিতে আস্‌তে পারি নাই। মহাসাধ্বী শচীদেবীর তপ্ত অশ্রু দিবানিশি তীক্ষ্ণ সুচিকার ন্যায় হৃদয়ে এসে বিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু একবার গিয়ে একটা সান্ত্বনা দিতেও পারি নাই।

ইন্দ্র। এখন উপায় কি নারায়ণ? ত্রিলোকের হাহাকার তো শ্রবণ করা যায় না; দৈত্য-অত্যাচারে যে সুরগণ নিতান্ত প্রপীড়িত হ'য়ে উঠেছে হৃষিকেশ! স্বর্গ অধিকার ক'রে এখন দানবগণের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছে। দিন দিন দৈবশক্তি অসুর শক্তির কাছে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে। এখন আর কোনও ভরসা, কোনও উপায় নাই। একমাত্র তোমার কৃপা-কণা ভরসা দয়াময়!

নারায়ণ। আর ভাবনা নাই পুরন্দর! তোমার কঠোর তপস্যায় তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের খণ্ডন হ'য়ে গেছে। দুর্ব্বাসার অভিশাপের অনল এইবার নির্ব্বাপিত হবার সময় হয়েছে শচিপতি! তোমার অসাধারণ বিস্ময়কর সাধনায় তোমার কুগ্রহের উপশান্তি হয়েছে। এখন এক কর্ম্ম কর দেবরাজ! দুর্ব্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মী ত্রিলোক হ'তে অন্তর্হিতা হ'য়ে এখন এই ক্ষীরোদ-সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান কর্‌ছেন। তুমি সমস্ত দেবতা এবং দানবগণের সহিত সম্মিলিত হ'য়ে সমুদ্র মন্থন কর, তা হ'লেই লক্ষ্মীকে পুনরায় লাভ কর্‌তে পার্‌বে এবং সমুদ্রমন্থন হ'তে

যে মৃতসঞ্জীবন অমৃত উৎপন্ন হবে, সেই অমৃত পান কর্‌লে দেবগণ অমরত্ব লাভ ক'রে দানবগণের অজেয় হবে।

ইন্দ্র। দুরাত্মা দানবগণ যে দেবগণের চিরশত্রু, এখনও উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চল্‌ছে, তবে কি প্রকারে দানবগণকে দেবতার সঙ্গে সম্মিলিত করা যাবে নারায়ণ?

নারায়ণ। দেখ, অসুরগণ এখন শুক্রাচার্য্যের আনুকূল্য লাভ ক'রে ত্রিলোকের অজেয় হ'য়ে উঠেছে, এখন তাদের সহিত শত্রুতা প্রকাশ না ক'রে সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হ'তে হবে। কার্য্যসিদ্ধি গুরুতর আকার ধারণ করলে, সর্প ও মূষিকের ন্যায় শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন কর্‌তে বাধ্য হয়। অতএব তুমি বিশেষ চেষ্টাসহকারে দানবগণের সহিত সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হ'য়ে উভয় দলের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হও। তা হ'লেই শীঘ্র লক্ষ্মীলাভ এবং অমরত্বলাভ কর্‌তে পার্‌বে।

ইন্দ্র। অমৃত উৎপন্ন হ'লে সে অমৃত যদি দানবেরা পান করে, তা হ'লে তো তারাও অমরত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে আরও দুর্দ্ধর্ষ এবং দুর্জ্জয় হ'য়ে উঠ্‌বে নারায়ণ!

নারায়ণ। দানবগণ যাতে অমৃতপানে বঞ্চিত হয়, সে উপায় আমিই তখন উদ্ভাবন ক'রে দেবো সুরনাথ! সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

ইন্দ্র। এখন কিরূপে সেই বিশাল বারিধিকে মথিত করা যেতে পারে, তার উপায় স্থির ক'রে দিন্।

নারায়ণ। সুবিশাল মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড, আর বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু ক'রে অকূল জলধি মন্থন কর্‌তে হবে। এ মন্থন ব্যাপারে সুরাসুরের প্রবল অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যবসায়ের নিতান্ত প্রয়োজন হবে। এই অসাধ্য সাধন কর্‌তে পার্‌লেই সুরগণ শুভফল লাভ কর্‌বে,

এবং অসুরকুল নিতান্ত দুর্ব্বল হ'য়ে দাঁড়াবে। উপস্থিত তোমরা একান্ত নির্লোভ হ'য়ে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হবে। এইরূপ বিগতস্পৃহ এবং উদ্যমশীল হ'য়ে কর্ম্মে নিযুক্ত হওগে। বাসব! কর্ম্ম কর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সুতরাং অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্ম করা পুরুষের পক্ষে সর্ব্ব ধর্ম্মের নিদান জেনে রেখো। কিন্তু অসুরগণ নিতান্ত লোভী হ'য়ে কর্ম্ম করে, তাই অসুরের কর্ম্ম ক্ষয় হয় না এবং প্রকৃত ধর্ম্মপন্থাও তাদের নিকট চির-অন্ধকারময় হ'য়ে থাকে। উপস্থিত সমুদ্রমন্থনে দানবগণ অসাধারণ অধ্যবসায় প্রদর্শন করলেও একমাত্র লোভের জন্যই অমৃতলাভে চির-বঞ্চিত হবে। আর অধিক বল্‌বার এখন কিছু প্রয়োজন নাই। যথাসময়ে আমি গিয়ে উপস্থিত হবো, তুমি এখন সন্তুষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান ক'রে উদ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হওগে। তবে আসি বাসব!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র।

এতদিনে পূর্ণ মনোরথ,
সিদ্ধ মম কঠোর সাধনা।
স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি
তুষ্ট হ'য়ে দিলেন আশ্বাস,
হারা লক্ষ্মী পাবো পুনরায়।
সুধাপানে সুরগণ
চির-অমরতা-সুখ লভিবে সংসারে,
দৈত্যশক্তি হইবে দুর্ব্বল।
পরম আনন্দনীরে ভাসিলাম আজি।
সার্থক হইল তপ,
শচীসনে এইবার করিগে সাক্ষাৎ।

সিদ্ধগণ ।—

গীত ।

সঘনে বদনে গাও রে তারকব্রহ্ম হরিনাম ।
হইয়ে সদয় দিলেন পদাশ্রয় হইল সফল বাসব-মনস্কাম ।
(জয় নারায়ণ—নারায়ণ)
শমন-ভবন গমনবারী,
মরণ হরণ করিলেন হরি,
হইবে দুর্ব্বল প্রবল সুর-অরি, লভিবে সুরগণে স্বর্গধাম ।
(জয় নারায়ণ—নারায়ণ)
চপলা কমলা হইবেন অচলা,
রবে না ভাবনা জুড়াবে সব জ্বালা,
ভাসিবে সংসার সুখনীরে অবিরাম ।
(জয় নারায়ণ—নারায়ণ)

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

প্রভাবতীর প্রবেশ।

প্রভাবতী। মনকে কত শক্ত ক'রে ফেলেছি। যে মন একদিন সরোবরের মত একটু বাতাসেই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তো, আজ সেই মন আমার কত শক্ত—কত দৃঢ়, যেন বজ্রের ন্যায় কঠিন। যে দিন শুনেছি, আমারি জন্য যুবরাজকে সভামধ্যে নারীমুখাপেক্ষী ব'লে দৈত্যরাজ তিরস্কার করেছেন এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, সেইদিন হ'তে প্রকৃত দানবীর ন্যায় কঠিন হ'তে শিক্ষা করেছি। যে যুবরাজের অদর্শন-ক্লেশ মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য ক'রতে পারি নাই, সেই যুবরাজের অদর্শনে এখন স্থির হ'য়ে নিশ্চিন্তমনে কতদিন অতিবাহিত ক'রে দিলাম। এখন যদি কোনরূপে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তো, তা হ'লে তিনি আমার পরিবর্ত্তন দেখে ঘোরতর বিস্ময়ে ডুবে যেতেন। নিশ্চয়ই আমাকে একজন পাষাণময়ী প্রতিমা মনে ক'রে শিউরে উঠ্‌তেন। সেদিন তাঁর মর্ম্মব্যথামাখা পত্রিকা পাঠ ক'রে প্রাণে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে একটা কেমন ঘৃণা উদ্রেক হয়েছিল, যে ঘৃণা তাঁর কাপুরুষতার ছবি আমার হৃদয়পটে অতি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত ক'রে দিয়েছে—যে অবজ্ঞার জন্য আমি তাঁর পত্রোত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারি নি। আমার এই নূতন গঠিত বিরাট গরিমার মস্তক, আমি কোনরূপেই তাঁর কাপুরুষত্বের পদতলে লুটিয়ে দিতে পারি না। জানি না, এমন কঠোরতা রমণীর পক্ষে কল্যাণকর কি না! বজ্রের কাঠিন্য মাধবীলতিকার মধ্যে এলে কেমন হ'তো, তা বল্‌তে পারি না। কিন্তু দাহিকাশক্তি এবং

অতিশয় তীব্রতা আছে ব'লেই তো সৌদামিনীকে কেউ বালভাস্‌তে যায় না ; বরং দেখ্‌লে সকলে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে ফেলে। আমার ভাগ্যে হয় তো তাই হবে। কে জানে, অত ভাব্‌তে পারি না। যে পথে চলেছি, এখন এই পথেই কিছুদিন চ'লে দেখি, কি হয়! [অন্যমনস্কভাবে অবস্থান]

ধীরে ধীরে জম্ভাসুরের প্রবেশ।

জম্ভাসুর। [নিম্নস্বরে] প্রভা! প্রভা!

প্রভাবতী। [বিস্মিতভাবে] একি! তুমি! তুমি এলে?

জম্ভাসুর। হাঁ প্রভা! আমি এসেছি, তোমাকে দেখ্‌তে।

প্রভাবতী। যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে? এবারও কি তোমরা জয়ী হয়েছ? অন্তঃপুরে আস্‌তে দৈত্যপতির অনুমতি পেয়েছ?

জম্ভাসুর। না, যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই এবং পিতৃ-অনুমতি ব্যতীত আমি এই গভীর নিশীথে গুপ্তপথে লুকিয়ে এসেছি।

প্রভাবতী। চোরের মতন?

জম্ভাসুর। তা হ'তেও সতর্ক হ'য়ে ; পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার উপর ন্যস্ত, তাই এতদিন একবারও তাঁর দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে আস্‌তে পারি নাই। আজ দৈত্যপতি যুদ্ধশ্রান্তে একান্ত ক্লান্ত, বিভোর নিদ্রায় নিদ্রিত, এই অবসরে আমি সতর্ক প্রহরীকে উৎকোচের প্রলোভনে বশীভূত ক'রে চলে এসেছি, বেশীক্ষণ থাক্‌তে পার্‌বো না। তুমি কেমন আছ প্রভা?

প্রভাবতী। প্রভাত হ'লেই রাজ-বিচারে তুমি চোর ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়ে ঘোরতর শাস্তিভোগ কর্‌বে, সে চিন্তা একবারও করেছ কি?

জম্ভাসুর। কেউ জানে নি, কেউ দেখে নি ; অতি সতর্কভাবে নৈশ অন্ধকারের সঙ্গে মিশে চ'লে এসেছি।

প্রভাবতী। এমন ক'রে আস্‌বার প্রয়োজন ছিল কি ?

জম্ভাসুর। প্রয়োজন ? জীবন রক্ষা কর্‌তে ; তোমার অদর্শনে যে জীবনভার নিতান্তই অসহ্য হ'য়ে উঠেছে প্রভা ! যে দিন থেকে তোমার ঐ হাস্যমুখ দর্শনে বঞ্চিত হয়েছি, সেইদিন থেকে প্রভা ! উদরে অন্ন দিই নাই, মস্তকে তৈল মাখি নাই, চক্ষে নিদ্রা আসতে পারে নি ; দিবারাত্র এক তোমার কল্পনা, তোমার ভাবনা ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় নি। কেন প্রভা ! সেদিন তো আমি পত্রিকা দ্বারা আমার সমস্ত অবস্থাই তোমাকে জানিয়েছিলাম, সে পত্রিকা কি তুমি পাও নি ?

প্রভাবতী। পেয়েছিলাম ; পেয়ে প'ড়ে ঘৃণায়, লজ্জায় তাকে শতখণ্ডে ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলাম।

জম্ভাসুর। [সবিস্ময়ে] ঘৃণায় ! লজ্জায় ! এ কি বল্‌ছো প্রভা ? তোমার কথা শুনে যে আমার পদতলে স্বর্গভূমি থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে। কি দোষ করেছি প্রভা ! অমন রূঢ় ভাব প্রকাশ কর্‌ছো ?

প্রভাবতী। হাস্য সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছিনে যে ! [শুষ্ক হাস্যকরণ]

জম্ভাসুর। প্রভা ! প্রভা ! হাস্‌ছো ?

প্রভাবতী। তোমার এরূপ উন্মত্ততা দেখে কে না হেসে থাক্‌তে পারে ?

জম্ভাসুর। উন্মত্ততা যে যথার্থই, তার আর কোন সংশয় নাই। সত্যই আমি তোমাকে দেখ্‌বার জন্য নিতান্ত উন্মত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে উন্মত্ততা দেখে যে তুমি হাস্যসম্বরণ কর্‌তে পার্‌বে না, এ কথা তো আমি মনকে বিশ্বাস জন্মাতে পারছি না প্রভা ! কিন্তু সে রহস্যের সময় তো আর বেশীক্ষণ হবে না প্রিয়ে ! শীঘ্রই যেতে হবে যে !

প্রভাবতী। আমার হাস্য দেখে কি রহস্য মনে কর্‌লে যুবরাজ ?

না, আমি সত্যই বল্‌ছি, তোমার এই সব প্রলাপ শুনে, আমি তোমাকে একজন নিতান্ত স্ত্রৈণজ্ঞানে হাস্যসম্বরণ কর্‌তে পারি নাই ; শুধু তা নয়, বরং বিশেষরূপে বিরক্ত হয়েছি।

জম্ভাসুর। এঁ্যা ! প্রভা ! প্রভা ! তুমি কি সেই প্রভা, না আমার কোনরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি উপস্থিত হ'লো ? যে প্রভা মুহূর্ত্তমাত্র আমাকে দেখ্‌তে না পেলে পাগলিনীর ন্যায় ছট্‌ফট করেছে এবং দেখা হবামাত্রই যে প্রভা তার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর ভুজলতার দ্বারা আমার কণ্ঠদেশ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে রেখেছে, সেই প্রভা কি এই ? না, কখনই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না।

প্রভাবতী। সে প্রেমের অভিনয় তুমিই শিখিয়েছিলে। বীরাঙ্গনা কাকে বলে বা বীরাঙ্গনার কর্ত্তব্য কি, তা তোমার মুখে কোন দিনের জন্য শুন্‌তে পাই নাই, তাই এতদিন দুজনে ব'সে কেবল বিকৃত প্রেমের আবেশময় মদিরাপানে সেই নেশাতে বিভোর হ'য়ে কাটিয়েছি ; তারই ফলে তোমার এই বীরব্রত অপালন জনিত কর্ত্তব্যত্রুটি এবং কাপুরুষতার একমাত্র উপাসনা। এ দোষ কার ? তোমার। তুমি পুরুষ, তুমি বীর, তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত দৈত্যরাজ চণ্ডচূড়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—যুবরাজ, তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্য ভুলে এতদিন আমাকে ল'য়ে কেবল পুতুলখেলা খেলে অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছ, এর জন্য দোষী কে ? তুমি নও ? আমি তো সামান্য নারীজাতি, তুমি আমাকে যে ভাবে প্রস্তুত কর্‌বে, আমি সেই ভাবেই প্রস্তুত হবো, তাই এতদিন ব'সে তোমার প্রেম-যজ্ঞে কেবল ইন্ধন প্রদানই করেছি ; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝ্‌তে চাই নাই। কিন্তু তুমি যেদিন দৈত্যপতির নিকটে সভামধ্যে তিরস্কৃত এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎনিষেধের আদেশ প্রাপ্ত হ'লে, সেই দিন কে যেন আমাকে সজোরে হাত ধ'রে টেনে এনে আমার কর্ত্তব্যপথে রেখে গিয়েছে ; সেই দিন

হ'তেই আমি সেই আমার প্রেমের অভিনয় করাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কর্‌তে শিক্ষা করেছি।

জম্ভাসুর। তা হ'লে সংসারে সকলি সম্ভব? চন্দ্রের চন্দ্রিকাতেও দাহিকা শক্তি থাকা অসম্ভব নয়? পদ্মের সৌরভেও তীব্র হলাহল মিশ্রিত থাক্‌তে পারে?

প্রভাবতী। হাঁ, তা পারে। তোমার মত মূর্খ যে, সেই কেবল এ সবকে অসম্ভব ব'লে মনে করে।

জম্ভাসুর। প্রভা! বড় তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে শুষ্ককণ্ঠে শীতল সরসী মনে ক'রে ছুটে এসেছি, এ সময়ে তুমি শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ো না।

প্রভাবতী। তুমি আমার কাছে এখন কিসের প্রত্যাশা কর জম্ভ?

জম্ভাসুর। মাত্র দুটী মিষ্ট কথার প্রভা! আর কিছুই চাই না।

প্রভাবতী। যেদিন তুমি প্রকৃত প্রভাবতীর কাছে আস্‌বার উপযুক্ত হ'তে পার্‌বে, সেই দিন প্রভাবতীর মুখে মিষ্ট কথার প্রত্যাশা ক'রো। নতুবা যে পিতৃবাক্য উপেক্ষা ক'রে নিতান্ত তস্করের ন্যায় সঙ্গোপনে এই গভীর নিশীথে এসে একজন রমণীর মুখে প্রেম-আলাপ শুন্‌তে চায়, তার মত ঘৃণ্য কাপুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত কর্‌তে প্রভাবতী নিতান্ত ঘৃণা বোধ করে।

জম্ভাসুর। শত ঘৃণা কর, শত উপেক্ষার শেল বর্ষণ কর, শত তাচ্ছিল্যের লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর, তবু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর—তবু তোমাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তবু তুমি আমার পত্নী, আমি তোমার স্বামী।

প্রভাসুর। জম্ভাসুর! রাত্রি অনেক হয়েছে, যাও—স্বস্থানে প্রস্থান কর।

জম্ভাসুর। প্রস্থান কর্‌বার পূর্ব্বে তোমার সেই প্রেমাপ্লুত চির-

সৌন্দর্য্যময় বদনচন্দ্রের অমিয়-সুধা পান ক'রে যেতে চাই। যদি আর কখনো ভাগ্যে না ঘটে, যদি এই দেখাই শেষ দেখা হয়, কে জানে প্রভা! যুদ্ধক্ষেত্রে কার কখন কি দশা ঘটে!

প্রভাবতী। যদি তেমন শুভদিন তোমার কখন আসে, সেই দিন মনে করবো যে, তুমি বীর, শত্রুকরে প্রাণ দিতে শিক্ষা করেছ, সেইদিন তোমার সেই নিষ্কলঙ্ক গৌরবময় কণ্ঠে স্বহস্তে জয়মালা গেঁথে পরিয়ে দেবো।

জম্ভাসুর। তা হ'লে আমার মৃত্যু হ'লে কি তুমি সুখী হও প্রভা?

প্রভাবতী। সে তোমার মৃত্যু নয় জম্ভ! সেই তোমার প্রকৃত জীবিতাবস্থা; আর এখন যে অবস্থা, এই তোমার প্রকৃত কলঙ্কময় মৃত্যু-অবস্থা।

জম্ভাসুর। আমি কি তোমার চক্ষে এতই হেয় হ'য়ে পড়েছি প্রভা?

প্রভাবতী। হাঁ, এতদূর হেয় হ'য়ে পড়েছ।

জম্ভাসুর। অপরাধ—তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে গুপ্তভাবে সাক্ষাৎ করেছি ব'লে? নিজের পরিণীতা পত্নীর সঙ্গে এরূপ সাক্ষাৎ কি এতই দূষণীয়?

প্রভাবতী। হাঁ, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধ তোমার পিতৃ-আজ্ঞা, তা মনে আছে?

জম্ভাসুর। আছে প্রভা!

প্রভাবতী। তুমি যদি যথার্থ বীর হ'তে, আর কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ থাকতো, তা হ'লে এই যুদ্ধে নিজের কৃতিত্ব এবং বীরত্ব দেখিয়ে পিতৃ-সন্তোষ আনয়ন ক'রে তাঁর অযাচিত অনুমতি প্রাপ্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে; তোমার যদি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ থাকতো, তা হ'লে এরূপ নির্লজ্জের ন্যায় আমার নিকট কিছুতেই উপস্থিত হ'তে পারতে না। যে পুরুষ হ'য়ে এই সামান্য নারীমুখের একটা মধুর হাসি না দেখ্‌বার কষ্ট

সহ্য কর্‌তে পারে না, যে একটা তুচ্ছ রমণীর প্রেমে অন্ধ হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য, নিজের বীরত্ব সেই রমণীর জন্য বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে কি? সে কত দুর্ব্বল—সে কত নিস্তেজ—সে কত স্ত্রৈণ? তুমি যদি বীর হ'তে, তা হ'লে এতক্ষণ তোমাকে আমি একজন সামান্য রমণী হ'য়ে যেরূপভাবে তিরস্কার কর্‌ছি, যেরূপ ঘৃণাবর্ষণ কর্‌ছি, তাতে তুমি লজ্জায় নুয়ে পড়্‌তে,—ক্ষোভে, দুঃখে, মাটী থেকে মাথা তুলে কথা কইতে পার্‌তে না। ছিঃ, ছিঃ কাপুরুষ! ছিঃ, ছিঃ রমণীপদলেহী অপদার্থ পুরুষ-কলঙ্ক! তুমি এখনও আমার কাছে একটা প্রেমালিঙ্গনের প্রত্যাশা ক'রে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে আছ? তুমি একটা তুচ্ছ নারীর পদতলে অঞ্জলি দিতে এসেছ? ধিক্ ধিক্ তোমাকে! হায়! তোমার মত এমন কাপুরুষ স্বামী যার, তার কেন মরণ হয় না? আমি তোমাকে নিতান্ত কাপুরুষ হেয় মনে ক'রে যত তোমা হ'তে দূরে স'রে দাঁড়াচ্ছি, তুমি তত আমাকে পাবার জন্য তোমার দুই বাহু বিস্তার ক'রে আমার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছো। লজ্জা হ'চ্ছে না? ঘৃণাবোধ কর্‌ছো না? আত্মগরিমা তোমাকে পদতলে পেষণ ক'রে চূর্ণ করে ফেল্‌ছে না? এমন ঘৃণিত তুমি! যাও—আমার সম্মুখ হ'তে স'রে যাও; নতুবা আমি তোমার এই অনধিকার প্রবেশের কথা এখনি গিয়ে দৈত্যরাজের নিকট প্রকাশ কর্‌বো।

জম্ভাসুর। [বিচলিত ভাবে]

পড়্ পড়্—আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়্,
বজ্র পড়্ মস্তক উপরে।
শ্রবণ বধির হও,
রুদ্ধ হও ধমনীর ক্রিয়া।
ব্রহ্মাণ্ড বিচূর্ণ হও,
কিম্বা ডুবে যাও ঘোর মহার্ণবে।

নারী-প্রেমে আজি জ্বলেছে অনল,
নারীমুখে আজি তীব্র হলাহল,
নারীর প্রণয়সিন্ধু শুষ্ক মরুভূমি,
নারীর কটাক্ষে জ্বলে তীব্র কালানল,
রমণী-অধরে আজি দীপ্ত রুদ্র হাসি,
রমণী-হৃদয় আজি ভীষণ শ্মশান।
হায় নারি ! হায় প্রভাবতি !
বড় দুঃখ বড় ব্যথা দিলে আজি প্রাণে।
আমি কোথা সুধাপান আশে,
শুষ্ককণ্ঠে তৃষ্ণার্ত্ত চকোর সম
আসিলাম তোমার সকাশে,
তুমি কি না ধরি বজ্রমূর্ত্তি
সুধাদানে করিয়া বঞ্চিত,
সঞ্চিত বজ্রের রাশি
বর্ষিলে অজস্রধারে আমার মরমে।
আমি কোথা
ব্যথিত হৃদয় ল'য়ে সন্তপ্ত অন্তরে,
আসিলাম বিশ্রামিতে শান্তিলতা পাশে,
তুমি কোথা জ্বালাময়ী হ'য়ে,
না করিয়া স্নিগ্ধ ছায়াদান,
ভস্মিতে আমারে হায়
ভীষণ গর্জ্জন করি উঠিলে জ্বলিয়া ?
এই কি রমণী চিত্র চিত্রিত বিধির !
ধন্য বিধি সৃজন তোমার !

আশ্চর্য্য অদ্ভুত সৃষ্টি রমণী সংসারে,
যার প্রেম ফাঁদে পড়ি,
শত শত বীরেন্দ্রকেশরী
কি যেন কি হয়ে যায় মন্ত্রমুগ্ধ সম !

প্রভাবতী। মূর্খ জম্ভ ! বুঝিলে তো নারীপ্রেম,
দেখিলে তো রমণী-প্রণয়,
তবু কি গো চাহ নারীপ্রেম ?
তবু কি গো ইচ্ছ পুনরায়
শুনিতে রমণী-মুখে প্রেম-সম্ভাষণ ?
তবু কি এখনো,
আশা কর রমণীর বিষাক্ত চুম্বন ?
যদি তব ফুটে থাকে আঁখি,
যদি তুমি চিনে থাক নারী,
তা হ'লে—তা' হ'লে জম্ভ !
নারী-প্রেম বিষবৎ ত্যজি,
চ'লে যাও, চ'লে যাও কর্ত্তব্যের পথে,—
চ'লে যাও—চ'লে যাও মহত্ত্ব-শিখরে ।

জম্ভাসুর। হায় প্রভা !
তবু আঁখি চাহি না ফুটাতে,
তবুও চাহি না যেতে মহত্ত্ব-শিখরে ।
তবু চাহি রমণীর প্রেম,
তবু চাহি নারীর প্রণয় ।
তাই বলি প্রিয়তমে !
ক'রো না বঞ্চনা আর,

আমি তব প্রেমের ভিখারী,
আসিয়াছি তব দ্বারে প্রেম-ভিক্ষা আশে,—
খুলি তব প্রেমের ভাণ্ডার
দাও ভিক্ষা অকাতরে প্রিয়ে !
চাহি না বীরত্ব-শৌর্য্য, চাহি না মহত্ব,
চাহি না সম্মান, গর্ব্ব, দানব-গরিমা,
চাহি না সাম্রাজ্য, স্বর্গ, ইন্দ্রত্ব-গৌরব,
তৃণ সম তুচ্ছ করি বিষয়-সম্পদ,
একমাত্র চাহি শুধু তব প্রেম-সুধা ।
যাক্ স্বর্গ দেবতার করে,
যাক্ দৈত্য ছারখার হ'য়ে,
কিছুতেই নাহি দৃক্‌পাত,
একবার তুমি যদি কর কৃপাদান ।
জান না পাষাণি !
কত ভালবাসি তোমা ।
মাত্র তব একটি চুম্বন তরে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি পারি ত্যজিবারে ।
তাই পুনঃ করি কৃতাঞ্জলি,
প্রেমময়ি ! প্রভাবতি !
একবার সেই প্রেম সেই ভালবাসা,
সেই প্রেম-সম্ভাষণ, সেই আলিঙ্গন,
এস নিয়ে প্রাণময়ি ! জম্ভের সমক্ষে,
জুড়াই এ জ্বালাময় তাপিত জীবন ।
এই দেখ শুষ্ক কণ্ঠে প্রবল পিপাসা,

এই দেখ তপ্ত প্রাণে জ্বলিছে অনল,
এই দেখ দগ্ধ বক্ষে দারুণ সন্তাপ,
এই দেখ প্রাণময়ি! রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস,
এস প্রিয়ে! একবার দেহ আলিঙ্গন,
ব'য়ে যাক্ মরুবক্ষে প্রেম-প্রস্রবণ।

[হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিতে উদ্যোগ।]

প্রভাবতী। [সহসা অঞ্চল দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ক্রোধ-গর্ব্ব পদক্ষেপে প্রস্থান।]

জম্ভাসুর। [কপালে করাঘাত করিয়া উপবেশন এবং ক্ষণেক স্তম্ভিত-ভাবে অবস্থিতি, পরে উঠিয়া] উঃ—জ্বলন্ত উল্কার মত ছুটে চ'লে গেল, একটা অনল-শিখার মত জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। জম্ভাসুর! আরো কি এখনো প্রেমের খেলা খেল্‌তে সাধ আছে? আরও কি এখনো নারী-প্রেমযজ্ঞে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে আহুতি দিতে ইচ্ছা হয়? না, আর না; এখন চাই একটা প্রলয়ের ভূমিকম্প, চাই একটা মহা-বজ্রাঘাত—চাই একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয়-গিরির একটা ভীষণ অনল উচ্ছ্বাস। এই নিষ্কাশিত অসি মুষ্টিবদ্ধ কর্‌লাম, শত্রু-সমরে ঝাঁপ দিব, আর ফির্‌বো না। পাষাণী প্রভা! আজ তোমার সাধ পূর্ণ কর্‌তে চল্‌লাম। [গমনোদ্যত।]

সহসা চণ্ডচূড়ের প্রবেশপথে আগমন।

চণ্ডচূড়। জম্ভ! চণ্ডচূড়ের দৃষ্টি অতিক্রম করা তোর সাধ্য নয়। নির্লজ্জ কাপুরুষ! শেষে চোরের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে চণ্ডচূড়ের মুখ হাসালি। নির্ব্বোধ কুলাঙ্গার! তোর দুর্ভাগ্য তোকে নিতান্তই আহ্বান করেছে। কল্য প্রত্যুষেই তোর কণ্ঠরক্তে বধ্যভূমি রঞ্জিত হবে। হতভাগ্য বর্ব্বর! [প্রস্থান।

জম্ভ । মৃত্যুভীতি আর আমার নাই ; যতক্ষণ প্রাণে আশা ছিল, ভরসা ছিল, ততক্ষণ মৃত্যুকে ভয় করেছি, কিন্তু আজ আমার সে আশা-ভরসা সবই যখন রমণীর উপেক্ষা-অনলে পুড়ে ভস্মসাৎ হ'য়ে গেছে, তখন তো মৃত্যুকে প্রিয়তম বন্ধুজ্ঞানে আলিঙ্গন করবার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে যাচ্ছি। হয় পিতৃ-আজ্ঞায় ঘাতুকের কৃপায়, না হয় রণক্ষেত্রে দেবতার অসিতে কল্য প্রভাতেই এ প্রাণ অস্ত করবো। যাই, বরং পূর্ব্ব হ'তেই রণক্ষেত্রে গিয়ে অপেক্ষা করিগে।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

বিশালাক্ষ একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

বিশালাক্ষ। তৃণাদপি তুচ্ছ আমি আজি দৈত্যপুরে।
কেহ নাহি দেখে চেয়ে,
হেরিলে কখন কেহ,
ঈষৎ অবজ্ঞা হাসি প্রকাশি অধরে,
ঘৃণায় কটাক্ষপাত করি মোর প্রতি,
চ'লে যায় সরি অন্য পথে।
সামান্য কুক্কুর সম উপেক্ষি ঘৃণায়
চ'লে যায় ফিরায়ে বদন।
হায় রে সময়!
সকলি সম্ভব তোতে।
যে আমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
কোটী কোটী দানব-সৈনিক
উদ্যত কৃপাণকরে
দিবানিশি হইত চালিত,
যে আমার রক্তিম কটাক্ষে,
ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রায়
ত্রাস্ত ভীত সৈন্যদল হইত কম্পিত,
তারা আজি হেরিলে আমারে,
স্ফীতবক্ষে চ'লে যায় গর্ব্বিত বদনে।

শত যুদ্ধে
যে আমার উদ্দীপ্ত শাণিত অসি,
কোটী কোটী সুররক্তে হয়েছে রঞ্জিত,
সেই আমি হায় !
সামান্য সৈনিকদলে হইয়ে মিলিত,
শক্তিহীন সৈনিকের ন্যায়,
সুরদলে খণ্ডযুদ্ধ করিতেছি আজি !
সেনাপতি বিশালাক্ষ বলি
হায় আজি কেহ নাহি
পারে চিনিবারে।
এ হ'তে আর মৃত্যু কারে বলে !
কিন্তু হায় বড় দুঃখ র'য়ে গেল মনে—
বিনা দোষে বিনা অপরাধে,
দৈত্যপতি পদচ্যুত করিলেন মোরে।
সত্য মিথ্যা না করি বিচার,
অবিচারে দণ্ডিলেন রাজা।
ধন্য রে সময়স্রোত ! ধন্য তোরে !

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ।

সত্য।—

গীত।

ওরে সকলি সময়ে ঘটে।
সময় দোষে রাজা সাজে পথের ফকির বটে।

কাল যারে দেখেছ তুমি সদাই মুখে হাস্‌তে,
(আবার) সময়দোষে হ'চ্ছে তাকে চোখের জলে ভাস্‌তে,
(ও সব) হাসি কান্নার হিসাব লেখা আছে সবার ভাগ্যপটে।
সময় দোষে কাঠের বিড়াল ইন্দুর ধ'রে খায়,
সময় দোষে ভরা তরী তীরে ডুবে যায়,
অঘোর দিবানিশি ভাবে বসি, কিসে এই দুঃসময় কাটে॥

[প্রস্থান।

বিশালাক্ষ। দেবতার দলভুক্ত হ'লেও, এ যে কথাগুলি গানের ভাষায় ব'লে যায়, তা দেখেছি, প্রত্যেক কথাটিই বর্ণে বর্ণে সত্য। ওর নামও তো সত্য, সংসারে সত্য কথা বল্‌বার জন্যই না কি ওর সৃষ্টি! যাই হোক্, সবই যে সময় দোষে ঘটে, তাতে আর সন্দেহ নাই; নতুবা আমার ভাগ্য এরূপ পরিবর্ত্তিত হবে কেন? কখনো মনে হয়, এরূপ উপেক্ষিত জীবন ল'য়ে দানব-সমাজে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যুই একমাত্র শ্রেয়ঃ। কিন্তু আবার কখনো কখনো মনে হয় যে, একদিন আমি আমার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ক'রে নিজপদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্‌বো। হয় তো দৈত্যরাজের ভ্রান্ত ধারণা দুরীভূত হ'য়ে আমার প্রতি তাঁর পূর্ব্ব বিশ্বাস পূর্ব্ব স্নেহ সমস্তই ফিরে আস্‌বে। এইরূপ আশার অমিয়-বাণী আমাকে মৃত্যুর কর হ'তে নিবারিত ক'রে রেখেছে। কে জানে, সে আশা কখনো ফলবতী হবে, না আকাশ-কুসুমে পরিণত হবে! কে জানে, ভবিষ্যতের গুপ্ত যবনিকান্তরালে ব'সে সময় আমার জন্য আরো কি ফল প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌ছে।

সহসা পশ্চাংভাগ হইতে ধূম্রলোচন কর্ত্তৃক বিশালাক্ষের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত।

বিশালাক্ষ। [চীৎকার পূর্ব্বক] উঃ—কে রে পাপিষ্ঠ তুই ? [তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া] এ কে ? ধূম্রলোচন ? তোর এই কাজ ?

ধূম্রলোচন। হাঁ বিশালাক্ষ ! তোমাকে গুপ্তভাবে নিপাত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কেন না তুমি জীবিত থাক্‌তে আমার এই সৈনাপত্য-পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমার সর্ব্বদাই সংশয় মনে হয় ; কারণ দৈত্যরাজ অস্থিরমস্তিষ্ক, তাই তোমাকে সংসার হ'তে বিদায় করাই আমার অভিপ্রায়। সেই জন্যই এ নিশাশেষে নিভৃত প্রদেশে তোমার অনুসরণ করেছি, কিন্তু গুপ্ত আঘাতে যখন কণ্টক উৎপাটন করা গেল না, তখন এসো—অস্ত্র ধর, যুদ্ধ করি ; তুমি বা আমি, যে কেহ একজন সংসার হ'তে বিদায় গ্রহণ করুক্। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত।]

সহসা বেগে অনুচরসহ চণ্ডচূড়ের প্রবেশ।

চণ্ডচূড়। [অসি নিষ্কাশিত করিয়া ধূম্রলোচনের অস্ত্র সম্মুখে আসিয়া] সাবধান্ কুক্কুর ! অস্ত্র পরিত্যাগ কর্।

ধূম্রলোচন। [সভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া] ক্ষমা করুন দৈত্যরাজ !

চণ্ডচূড়। এখনি এখান থেকে প্রস্থান কর্ শৃগাল ! যুদ্ধাবসানে তোর উপযুক্ত বিচার হবে।

[অবনতমুখে ধূম্রলোচনের প্রস্থান।

চণ্ডচূড়। বিশালাক্ষ ! আমি যে ভ্রান্তবুদ্ধিতে শচীহরণ ব্যাপারে তোমার প্রতি সন্দেহ ক'রে তোমাকে পদচ্যুত করেছিলাম, সে ভ্রান্তি আমার এতদিনে দূরীভূত হয়েছে। গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের মুখে তোমার নিরপরাধের বিশেষ প্রমাণ শ্রবণ ক'রে আমি আমার কৃতকর্ম্মের জন্য তোমার নিকট বিশেষ লজ্জিত হয়েছি। আজ আবার স্বইচ্ছায় তোমাকে

তোমার সৈনাপত্য-পদ পুনরায় প্রদান কর্‌লাম। এই অস্ত্র গ্রহণ কর। অধিক কথা বল্‌বার আর অবসর নাই, রাত্রি অবসানপ্রায়, প্রত্যুষেই পুনর্ব্বার যুদ্ধ, বিশেষ সাবধানে এবার সৈন্যপরিচালনা কর্‌বে।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

চণ্ডচূড়। কি সংবাদ? জম্ভাসুরকে বন্দী করেছ?

দূত। আজ্ঞে, কোথাও যুবরাজের সন্ধান পাওয়া গেল না। কোন স্থান খুঁজ্‌তে বাকি রাখি নাই।

চণ্ডচূড়। দূর হও।

[দূতের বেগে প্রস্থান।

চণ্ডচূড়। আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি। সেনাপতি! যাও, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওগে। যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

[অনুচরসহ প্রস্থান।

বিশালাক্ষ। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা ধাঁধাঁর মত হ'য়ে গেল, সময়ের স্রোত আবার অনুকূলে প্রবাহিত হ'লো। কিন্তু হতভাগ্য ধূম্রলোচন! দৈত্যপতির করে তুমি কিছুতেই অব্যাহতি পাবে না। হায় রে হিংসা! তুই এইরূপেই সকলের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে বেড়াস্! ঐ প্রভাতের অরুণছটা প্রকাশিত হ'লো। যাই, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইগে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আস্তাকুড়।

শনির কর্ণদ্বয় ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে অলক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

সঙ্গিনীগণ।—

গীত।

ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ খাও ঘুরণপাক্ ও আমার মণিপুরের টাট্টু।
কাণ ধরে ঘুরাব যেন ছেলের হাতের লাট্টু, ওগো ছেলের হাতে লাট্টু।
ওরে আমার হুতোম প্যাচা, মারবো তোরে আচ্ছা ছ্যাঁচা,
ভালবাসবো, সোহাগ করবো, সারাদিন ব'সে ক্যাঁচ্ক্যাঁচ।
আবার প্রেমের রসে চুবিয়ে নেব, তুই যে মোদের দিল্লীকা লাড্ডু।

[**প্রস্থান।**

শনি। আরে সে সব যেন হ'লাম, মণিপুরের টাট্টু হ'লাম, ঘুরণপাক্ খেলাম, ছেলের হাতে লাট্টু হ'য়ে ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরলাম, তারপর হুতোম প্যাচা হ'য়েও ফ্যাচ ফ্যাচ করলাম, শেষে দিল্লীকা লাড্ডুও হ'লাম, কিন্তু ওদিকে যে সব বেগতিক হ'য়ে দাঁড়ালো, সব মতলব বিগড়ে যাবার যো হ'লো, তার এখন কি করা যায়? এত ক'রে সেনাপতির উপর চটিয়ে দিয়ে হাতের তলোয়ার অবধি ছাড়িয়ে নেওয়া গেল, ভাবলাম বুঝি বাঁচা গেল; এ যুদ্ধে যখন বিশালাক্ষটার সেনাপতিত্ব উড়ে গেল, তখন আর যাদুরা তেচোখোদের সঙ্গে পেরে উঠ্ছে না। কিন্তু ও কপাল, আবার

রাজার মতলব কে বদ্‌লে দিয়েছে, আবার বিশালাক্ষটার হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সেনাপতি ক'রে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে। ও ব্যাটা রীতিমতন যদি অস্ত্র চালায়, তবেই তেচোখোর দলকে এবারও ন্যাজ গুটিয়ে ভোঁদৌড় মার্‌তে হবে। হায় রে হায়! শনির ফিকির-ফন্দি সব ফস্‌কে গেল বুঝি। এতকাল ধ'রে যে এই আস্তাকুড় যুড়ে প'ড়ে আছি, আর এই সব পেত্নী মূর্ত্তিদের কানমলা নাকমলা খাচ্ছি, এ কি কেবল পণ্ডশ্রম হ'লো? এত দিন পরে কি তবে শনিকে সত্যসত্যই ঠক্‌তে হ'লো না কি! দেখা যাক্, আজকার যুদ্ধটা বড় একটা সমস্যার যুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াবে।

অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

অলক্ষ্মী। তবে না কি হাক্‌-থু আবার যুদ্ধ লেগেছে?

শনি। সেই জন্যই তো কদিন এমুখো আস্‌তে পাই নাই। এ কয় দিন শ্রীমতীর শ্রীমুখের অমৃতবর্ষণ অঙ্গে ধারণ না করায় যেন প্রাণের ভেতর একপ্রকার চুলকানি আরম্ভ হয়েছে, তাই সেই চুলকানি ভাঙ্‌তে একবার কোনরূপে ফাঁক কাটিয়ে শ্রীমতীর কুঞ্জে আসা হয়েছে।

অলক্ষ্মী। তুমি যে আমার হাক্‌-থু মাণিকযোড় হোদল-কুৎকুতের বাচ্চা, তোমাকে না দেখ্‌লে হাক্‌-থু, একবারে হাক্‌-থু—প্রাণটা যেন হাক্‌-থু—কেমন ধারা হাক-থু কর্‌তে থাকে।

শনি। হুঁ—হাক্‌-থুর ক্রমেই উন্নতি লাভ হয়েছে।

অলক্ষ্মী। হয়েছে না কি?

শনি। বাদ্ পড়্‌লো যে।

অলক্ষ্মী। তুমি আমার হাক্‌-থু শুন্‌তে বড়ই ভালবাস, নয় প্রাণ?

শনি। সে আর বল্‌তে! ঐ গুণেই কিনে রেখেছ।

অলক্ষ্মী। তবে একটা কথা হাক্‌-থু।

শনি। বল না ওয়াক্-থু।

অলক্ষ্মী। তুমি আমায় হাক্-থু কখন ভুলে যাবে না হাক্-থু?

শনি। ওয়াক্-থুর তরল রেণুগুলো পেটের নাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছিয়েছে। ও কি ভোল্‌বার যো আছে ওয়াক্-থু?

অলক্ষ্মী। তোমাকে আর হাক্-থু যুদ্ধে ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না হাক্-থু।

শনি। পরের চাক্‌রি, কি করা যায় বল!

অলক্ষ্মী। আজ তো আর যুদ্ধে যাচ্ছ না হাক্-থু?

শনি। এখনি, পা বাড়িয়ে দিয়ে রয়েছি যে। আমি না গেলে কি যুদ্ধ হবে!

অলক্ষ্মী। তুমি হাক্-থু কি দিয়ে যুদ্ধ কর? তোমার তো হাক্-থু অস্তর শস্তর কিছুই দেখ্‌তে পাই নে।

শনি। বল কি? [পা দেখাইয়া] এমন দুইখানি অমোঘ অস্ত্র কাছে রয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

অলক্ষ্মী। ও তো হাক্-থু দুখানা পা, অস্তর আবার কোথায়?

শনি। ঐ আমার প্রধান অস্ত্র, ঐ অস্ত্রর জন্যই শত্রুদের লম্বা তলোয়ারের মুখ থেকে বেঁচে যাচ্ছি। যেমন দেখি বেগতিক, অমনি একবারে চরণ-অস্ত্রের গতি পিছন দিকে দ্বিগুণরূপে বাড়িয়ে দিই; আর কে পায় আমায়।

অলক্ষ্মী। তবে এস হাক্-থু, দুটো পান খেয়ে যাও।

[শনির হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

নিষ্কাষিত অসিহস্তে উন্মত্ত জম্ভাসুরের প্রবেশ।

জম্ভাসুর। জীবনের শেষ দিন আজি,
ফুরাবে সংসার-খেলা এতদিন পরে।
রবি, শশী, নক্ষত্র, আকাশ,
অনিল, অনল আদি সকলের কাছে,
নেবো আজি অন্তিম বিদায়।
রমণীর প্রত্যাখ্যাত উপেক্ষিত প্রাণ,
দিব আজি স্বইচ্ছায় আরতির করে।
প্রেমের অনন্ত সিন্ধু ধরিয়া হৃদয়ে,
আকুল পিপাসাশুষ্ক কণ্ঠাগত প্রাণে,
দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায়
ছুটিলাম বহুদূর প্রেমের সন্ধানে,
কিন্তু না মিলিল একবিন্দু প্রেম,
কেবল লভিনু হায় তীব্র মনস্তাপ,
কেবল লভিনু হায় বৃশ্চিক-দংশন,
কেবল কণ্টকবিদ্ধ বিক্ষত চরণে,
ফিরিলাম তপ্ত অশ্রু হাহাকার ল'য়ে।
হায় নারি!
চিনিবারে নারি তোমা,
কোন উপাদানে তোমা গড়িল বিধাতা!

কে জানিত হায় নারী,
হাস্যময় অধরে তোমার
ছিল তীব্র হলাহল গুপ্ত এতদিন।
কিন্তু নারি!
তবু তোমা পারি না ভুলিতে,
তবু তুমি মোর চক্ষে অতীব সুন্দর।

নেপথ্যে। “জয় সুরপতি বাসবের জয়!
জয় স্বর্গপতি চণ্ডের জয়!”

জম্ভাসুর। ঐ জয়ধ্বনি উঠে রণক্ষেত্র মাঝে,
যাই এবে ঝাঁপ দিগে সাগর মাঝারে।
প্রভাবতি!
তবু তুমি অতীব সুন্দর—অতীব সুন্দর!

[বেগে প্রস্থান।

যম, অগ্নি, পবন, বরুণ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে চণ্ডচূড়, বিশালাক্ষ, রাহু ও ধূম্রলোচনের প্রবেশ ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, তৎক্ষণাৎ অপর দিক দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে জয়ন্ত ও জম্ভাসুরের প্রবেশ।

জম্ভাসুর। [জয়ন্তের অস্ত্রসহ হস্ত ধরিয়া]
বাখানি বালক তব অদ্ভুত সাহস।
মম সনে করি রণ বহুক্ষণ ধরি,
চমৎকৃত করিয়াছ সমর-কৌশলে।
কিন্তু তথাপি বালক তুমি বাসব-তনয়,

নবনীত বপু তব,
তীক্ষ্ণধার অসি মম
পরশিলে যাবে ছিন্ন হ'য়ে।
তাই বলি দেবেন্দ্রকুমার !
প্রাণ ল'য়ে কর পলায়ন,
তব সনে রণসাধ না পূরিবে মোর।
যে সঙ্কল্প করি আজি
ঝাঁপ দিছি সমর-তরঙ্গে,
সে সঙ্কল্প মম
তোমা হ'তে কভু না পূরিবে।
[জয়ন্তকে পরিত্যাগ]

জয়ন্ত। দৈত্যেন্দ্র-তনয় !
শিশু বলি উপেক্ষিছ মোরে ?
জান না কি সিংহশিশু মাতৃ-অঙ্কে বসি,
অব্যর্থ শিকার করে বন্যপশুদলে ?
জান না কি তীক্ষ্ণবিষ ক্ষুদ্র আশিবিষ,
ক্ষুদ্রশক্তি নহে কভু বিষ উদ্গীরণে ?
তাই বলি জম্ভ যুবরাজ !
ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত আমায়
শিশু বলি না করি উপেক্ষা,
পুনঃ কর অস্ত্রের চালনা।

জম্ভাসুর। [স্বগত] কি বুঝিবে উদ্দেশ্য বালক !
আসি নাই শুধু নিতে প্রাণ,
আসিয়াছি রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জিতে।

কিন্তু বিনা যুদ্ধে নহে,—
প্রাণপণে করি যুদ্ধ সমকক্ষ-করে
লভিব অন্তিম শয্যা ইচ্ছিয়াছি মনে।
যুড়াবো হৃদয়-ক্ষত অনন্ত নিদ্রায়,
বীরাঙ্গনা প্রভাবতী পাবে শান্তি প্রাণে।

জয়ন্ত। বলি কৈ জম্ভাসুর!
কোন্ চিন্তায় ম্রিয়মাণ?
কি কারণে অস্ত্র নাহি ধর?

জম্ভাসুর। বলিনু তো তোমায় জয়ন্ত!
তব সনে রণসাধ না মিটিবে মোর।
চ'লে যাও প্রাণ ল'য়ে নির্ভয়ে শিবিরে,
আমি যাই অন্য পথে যুদ্ধ-পিপাসায়।

[গমনোদ্যত]

জয়ন্ত। [জম্ভাসুরের সম্মুখে গতিরোধ করিয়া অস্ত্র উত্তোলন করতঃ]
কিছুতেই না পাবে পালাতে।
ভীরু দৈত্যরাজ!
করি চতুরতা পলাইবে প্রাণ ল'য়ে?
এই অস্ত্র করিনু আঘাত।

[অস্ত্রাঘাত করণ]

জম্ভাসুর। [অস্ত্র দ্বারা বাধা দিয়া]
আচ্ছা, আয় তবে বাসবকুমার!
রণ সাধ পূর্ণ করি তোর।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

বেগে যম ও পবনের প্রবেশ।

যম। কৈ—কোথা বল সমীরণ!
একাকী জয়ন্ত যুঝে জম্ভাসুর সনে?
পবন। ঐ—ঐ, ঐ প্রান্তভাগে,
করে রণ জয়ন্ত কুমার!
শ্রান্ত ক্লান্ত কোমল শরীর
দৈত্যরণে হয়েছে কাতর বুঝি!
যম। চল চল প্রভঞ্জন!
তীব্র বেগে জম্ভাসুরে করি আক্রমণ।
ক্ষুদ্র শিশু যুঝে একেশ্বর,
কি জানি কি ঘটিবে প্রমাদ।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

অগ্নিসহ যুদ্ধ করিতে করিতে বিশালাক্ষের প্রবেশ।

অগ্নি। [যুদ্ধ করিতে করিতে]
মহাপাপী দৈত্য-সেনাপতি!
ইন্দ্রপত্নী শচীরে হরিতে,
গিয়েছিলি গীষ্পতি-আশ্রমে।
আজি তার সমুচিত প্রতিফল,
ভোগ কর্ বৈশ্বানর-করে।
বিশালাক্ষ। ঘৃতভোজী হব্যবাহী তুই,
যুদ্ধবিদ্যা শিখিলি রে কবে?
হাসি পায় দম্ভ শুনি তোর,
দৈত্যরণে হবি অগ্নি চির-নির্ব্বাপিত।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে জম্ভাসুর সহ পবন ও বরুণের প্রবেশ, ক্রমে পবন ও বরুণের পলায়ন, যম ও জম্ভাসুরের তুমুল যুদ্ধ।

জম্ভাসুর । [যুদ্ধ করিতে করিতে]
প্রাণভয়ে ভঙ্গ দিয়ে রণে,
পলাইলা পবন বরুণ ।
এইবার মৃত্যুপতি তোরে
মৃত্যুকরে করিব প্রেরণ ।
যম । [যুদ্ধ করিতে করিতে]
পিতৃত্যাজ্য স্ত্রৈণ দৈত্যাধম !
দেখ্ চেয়ে কারে কেবা করিবে সংহার ।

[তুমুল যুদ্ধ, জম্ভাসুরের পতন ও যমের প্রস্থান ।

জম্ভাসুর । [ভূপতিত হইয়া]
হ'লো মোর লীলা-অবসান,
যুড়াইল প্রাণের যাতনা ।
ওঃ—প্রভা !
চলিলাম খেলা সাঙ্গ করি,
প্রেম-ব্রত হ'লো উদ্‌যাপন,
পূর্ণ হ'লো বাসনা তোমার ।
বীর পতি তব,
দেখ আসি একবার,
শুইয়াছে বীরের শয্যায় ।

এইবার পতি বলি,
দিতে পারি পরিচয় তোমা ।
ওহো—হো—হো,
যাই প্রভা !
মৃত্যুকালে হ'লো না সাক্ষাৎ,
সাজ এবে বৈধব্যের সাজে,—
তবু তুমি অতীব সুন্দর !
ওঃ—যাই—জল ! [মৃত্যু]

বারিপাত্র ও ব্যজনহস্তে গীতকণ্ঠে কুম্ভের প্রবেশ ।

কুম্ভ ।—

গীত ।

কেন গো প্রকৃতি অয়ি হেরি তব অশ্রুধার ।
শ্মশানে ধরিয়া বুকে করিছ গো হাহাকার ॥
কে হরিল চারু শোভা, সে সুন্দর মনোলোভা,
পেয়েছ বেদনা কিবা, কেন সব অন্ধকার ।
বিমল জ্যোছনারাশি, কোথা সেই সুধা-হাসি,
হেরি আঁখিনীরে ভাসি, এ মলিন দশা তোমার ॥

আমার বড় সাধের প্রকৃতিকে এমন মলিন ক'রে কে সাজিয়ে দিলে রে ! আমার অমন সুন্দর প্রকৃতির কোমল বুকে কে এমন শ্মশান ক'রে ফেল্‌লে রে ? মাতঙ্গ-পদবিদলিত পদ্মবনের ন্যায় কে এমন ক'রে আমার কাননকুন্তলা প্রকৃতিকে দলিত ক'রে চ'লে গেল রে । কেন এই দেবতা-দানবের কাল-যুদ্ধ দেখা দিয়েছিল, কত মায়ের কোল খালি ক'রে তার বুকের মাণিকগুলি এই শ্মশানের চিতাভস্মের মধ্যে এসে

ছড়িয়ে পড়েছে। কত সতীর একমাত্র সম্বল পতিগণ এসে এই শ্মশান-শয্যায় চির-বিশ্রাম কর্‌ছে। হায় পিতা! তুমি কেন এমন ক'রে শান্তি-নিকেতনে আগুন ছড়িয়ে দিলে? যাই, ঐ দিকে দেখিগে, কোনও আহত আর্ত্ত প'ড়ে আছে কি না। এখনও যুদ্ধ থামে নি; সন্ধ্যাও হ'য়ে এলো। ঐ যে, কে যেন ভূতলে প'ড়ে আছে, কাছে যাই। [জম্ভাসুরের নিকটে আসিয়া] একি! দাদা যে শুয়ে রয়েছে! সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্তের ঢেউ গড়িয়ে যাচ্ছে। দাদা! দাদা গো! তুমিও ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলে? বুঝি পিতার ক্রোধে পতিত হ'য়ে আর কোথায়ও আশ্রয় নিয়েছ। দাদাগো! তুমি বই তো আর কুম্ভকে ভালবাস্‌বার কেউ নাই। আজ তোমার সেই প্রাণের কুম্ভকে ফেলে কোথায় চ'লে গেলে দাদা! দাদাগো! একবারটি দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। [বক্ষে পতন ও ক্ষণপরে উঠিয়া] বাবা বোধ হয় দাদার এই মরণের কথা শোনেন নি, তাঁকে বলিগে যাই।

[প্রস্থান।

সঙ্গিনী-পরিবেষ্টিতা ফুলমালাহস্তে, উজ্জ্বল সিন্দুর সিমন্তে অঙ্কিত করিয়া প্রভাবতীর প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

যায় আজি বীরাঙ্গনা বীর পতি সনে।
চির-শান্তি লভিবারে সেই চির-শান্তি-নিকেতনে॥
যথায় চির বসন্ত রাজে, সদা প্রেম-বাঁশরী বাজে,
যথায় যুবক-যুবতী মাঝে নাই বিরহ সে চির-মিলনে।
সেথায় নাইক মলিন বাসনা, নাই আত্মসুখ কামনা,
নাই প্রণয়ে প্রেম-ছলনা, রবে আত্মা আত্মার চুম্বনে॥

প্রভাবতী। [জম্ভাসুরের নিকটে গিয়া] এই যে প্রাণেশ্বর! আজ দেখ তো, তোমার প্রভার প্রাণে কত প্রেম, কত ভালবাসা। আজ তোমাকে প্রাণ ভ'রে কত প্রেমের গীতি শুনাবো, আর তো তোমার কাছ-ছাড়া হবো না নাথ! একবারে প্রাণে প্রাণে গাঁথা হ'য়ে যাবো, আত্মায় আত্মায় মিলে একবারে এক হ'য়ে যাবো। আজ যেখানে দুইজনে চলেছি, সেখানে তো আর আমাদের সেই অনন্ত প্রেমের পথে বাধা দিতে কেউ নাই প্রাণেশ্বর! সেখানে আমরা দুই কপোত-কপোতী প্রেমের স্নিগ্ধ সরোবরে একবারে ডুবে থাক্‌বো। চল হৃদয়েশ্বর! এতদিন বড় কষ্ট দিয়েছি, আজ হ'তে চির-সুখের মন্দিরে গিয়ে চির-শান্তি উপভোগ করিগে। এই দেখ, আজ তোমার কণ্ঠে নিজের হাতে পরিয়ে দেবো ব'লে কেমন সুন্দর মালা গেঁথে নিয়ে এসেছি। পর প্রাণেশ্বর! একবার ঐ কণ্ঠে পর; আজ তুমি বীরব্রত পালন করেছ, তাই তোমাকে পূজা কর্‌তে তোমার বীরাঙ্গনা প্রভা এসে উপস্থিত হয়েছে। চল, তোমার পাদপদ্মে প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিগে। চল, এক চিতা-শয্যায় দুই জনে আজ মহা সুখে নিদ্রা যাইগে। [জম্ভাসুরের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল।]

[সঙ্গিনীগণসহ জম্ভাসুরকে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শোকোন্মত্ত চণ্ডচূড়ের প্রবেশ।

চণ্ডচূড়। প্রাণ দিলি পুত্র আজি দেবতার করে!
আজীবন পিতৃস্নেহে হইয়ে বঞ্চিত,
চ'লে গেলি অভিমানী বড় অভিমানে।
বুঝিলাম এতদিনে,
পুত্রশোক কেমন ভীষণ!

লৌহসারে গঠিত হৃদয়,
মুহূর্ত্তে করিল ভগ্ন পুত্রশোক-শেল।
বজ্র-অস্থি করি চূর্ণ মোর,
পুত্রশোক পশিল মরমে,—
ছিন্ন করি হৃদ্‌পিণ্ড,
প্রবেশিল সূক্ষ্ম মজ্জা মাঝে।
হায় পুত্রশোক!
হৃদয়ের পরতে পরতে
ঢেলে দিলি তীব্র হলাহল!
অটল হিমাদ্রিচূড়া করিলি চঞ্চল,
চণ্ডচূড়-চক্ষু ফাটি ঝরিল রুধির।

সহসা প্রতিহিংসার প্রবেশ।

প্রতিহিংসা। ঝরুক্ ঐ চক্ষু হ'তে দীপ্ত কালানল,
তুলুক ভীষণ খড়্গ ঐ ভীম বাহু,
ছেদুক সে ভীম বেগে পুত্রহন্তা যমে।
দৈত্যরাজ! ত্যজ শোক মুহূর্ত্তের তরে,
পুত্র তরে বিলাপের এ নহে সময়,
লভিছে দ্বিগুণ শক্তি স্পর্দ্ধিত অরাতি।
অগ্রে করি অরাতি নির্ম্মূল,
পুত্রহত্যার প্রতিহিংসা করিয়া সাধন,
তবে তো উচিত তব অশ্রুবিসর্জ্জন।
ধৈর্য্যের কঠিন বর্ম্মে ঢাকি পুত্রশোক,
জ্ব'লে উঠ—জ্ব'লে উঠ দাবাগ্নির ন্যায়।

ধ্বংস-চিতা জ্বালিয়া আহবে,
ধ্বংস কর ধ্বংস কর দেবতামণ্ডলী ।
আমি প্রতিহিংসা,
শোন মোর বাণী,
পুত্রশোক মুছে ফেল প্রতিহিংসা-নীরে ।

[বেগে প্রস্থান ।

চণ্ডচূড় । হাঁ, তাই হবে—তাই হবে,—
ধ্বংস-চিতা জ্বালিব সমরে,
শত্রুরক্তে পুত্রশোক করিব ক্ষালন ।
জ্বালাবো প্রলয়-বহ্নি আজি রণস্থলে,
ভস্মিয়া দেবতাকুল,
সেই ভস্ম করি স্তূপাকার,
রাখিব বিজয়-স্তম্ভ দানবকুলের ।
সুরনারীকুল আকুল অন্তরে,
বৈধব্যের তীব্র জ্বালা জ্বালিয়ে হৃদয়ে,
এলায়িত কুন্তলরাশিতে
সেই ভস্মরেণু মাখি,
ভীষণ শ্মশান মাঝে
মর্ম্মভেদী হাহাকারে বিদারি গগণ,
করাঘাতে বক্ষঃস্থল করিয়ে বিচূর্ণ,
অশ্রুধারে প্লাবিয়া শ্মশান,
ভ্রমিবে ভৈরবী সমা উন্মাদিনী বেশে ।
ধরিনু সংহার-মূর্ত্তি,
না ছাড়িব বাল-বৃদ্ধ-যুবা ।

সংহার—সংহার
আজি ব্রহ্মাণ্ড সংহার ।

[বেগে প্রস্থান ।

বেগে যমের প্রবেশ ।

যম । ভীষণ ভীষণ যুদ্ধ করে চণ্ডচূড় ।
পুত্রশোকে উন্মত্ত দানব,
হৃত শিশু হর্য্যক্ষের ন্যায়
দেবদলে দলিছে দুর্ব্বার ।
ঐ—ঐ পুনঃ
হেরি দূরে কুমার জয়ন্তে,
লম্ফ দিয়া পড়ে তার পাশে ।
ঐ—ঐ রুধিরপিপাসু,
শিশু-অঙ্গে করে অস্ত্রাঘাত,
তথাপি পুলকে শিশু
ক্ষুদ্র অসি করিয়া ঘূর্ণন,
রণোল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া,
করে রণ দৈত্যেন্দ্রের সনে ।
যাই কাল-দণ্ড ধরি বালকে রক্ষিতে ।

[বেগে প্রস্থান ।

বেগে শনির প্রবেশ ।

শনি । ওদিকে জম্ভাসুর তো একদম পটল তুলিতং । ঐরূপ যদি সেনাপতিটাকে আজ কোনরূপে মাটীতে শায়িতং করা যেত, তা হ'লে আর কথাই ছিল না । ওদিকে আবার দৈত্যরাজ যেরূপ বুনো হাতীর

মত যুদ্ধে মেতে উঠেছে, তাতে আবার কোন দিক্ দিয়ে কি ক'রে বসে, কে জানে। রাত্রিও তো হ'য়ে এল, এখনও যুদ্ধ থাম্‌বার তো কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

নেপথ্যে। জয় হর হর শঙ্কর শঙ্কর।

শনি। ঐ যে দৈত্যগণের হুহুঙ্কার! যাই, আরও একটু এগিয়ে দেখিগে, কি হ'চ্ছে। [প্রস্থান।

সহসা যুদ্ধ করিতে করিতে চণ্ডচূড় সহ রক্তাক্ত কলেবরে জয়ন্তর প্রবেশ, এবং প্রবেশপথে চণ্ডচূড় কর্ত্তৃক আঘাত, জয়ন্তর পতন এবং চণ্ডচূড়ের প্রস্থান।

জয়ন্ত। [ভূপতিত হইয়া] ওঃ—মাগো! কোথায় তুমি? একবার এসে দেখে যাও, তোমার জয়ন্ত পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রলেখা ধরে নি। যতক্ষণ দেহে শক্তি ছিল, যতক্ষণ অস্ত্র ধর্‌তে পেরেছি, ততক্ষণ যুদ্ধ করেছি, কিন্তু দুরন্ত দানবের হাতে রক্ষা পেলাম না। উঃ, মাগো! একবার মরণকালে দেখা পেলাম না। মাগো! তোমার জয়ন্ত আজ তোমার কোলশূন্য ক'রে জন্মের মতন বিদায় হ'লো। [অর্দ্ধশায়িত ভাবে থাকিয়া গাহিতে লাগিল]

গীত।

যাই মাগো জনমের তরে।
আর তো দেখা হবে না মা, প্রাণ গেল দানবের করে।
(মাগো) বড় আশা ছিল মনে,
দেখ্‌বো পিতায় রাজাসনে,
(সে তো হ'লো না হ'লো না) (আমার সকল আশা ভেঙ্গে গেল)
(আমার শৈশবে প্রাণ অস্ত হ'লো) (আমার মুকুলে শুকাল কুসুম)

(এবার) কাঁদগো জননী, তুমি অভাগিনী,
ভেঙ্গেছে কপাল তব,
তব অঙ্ক ত্যজি, চলিনু মা আজি,
কি জানি কোথায় যাব,
(কারে মা বলিব) (আবার)
(এবার তোর মত মা ছেড়ে গিয়ে আবার)
(ওগো মা—মা—মা আমার মা গো)
একবার মরণকালে দাও দেখা মা, আমি দেখে নিই নয়ন ভ'রে ।

[শয়ন]

দ্রুতপদে কুম্ভের প্রবেশ ।

কুম্ভ । আহা ! মধুর বাঁশী বাজ্‌তে বাজ্‌তে থেমে গেল । পিক-কণ্ঠ শুন্‌তে শুন্‌তে নীরব হ'লো, বীণার ঝঙ্কার উঠ্‌তে উঠ্‌তে কোথায় মিশে গেল । [কাছে আসিয়া] আহা-হা রে ! একখণ্ড সোণার চাঁদ যেন আজ আকাশ থেকে খ'সে প'ড়ে এই ধূলার মধ্যে গড়াগড়ি কর্‌ছে । [মস্তক কোলে লইয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে] এখনো গায়ে যেন তাপ আছে ; তবে কি বেঁচে আছে ?

জয়ন্ত । একটু জল ।

কুম্ভ । [জল পান করাইতে করাইতে] খাও ভাই ! প্রাণ ভ'রে জল খাও ।

জয়ন্ত । কে তুমি ভাই ! এই মরণ সময়ে এসে আমায় কোলে ক'রে জল খাওয়ালে ?

কুম্ভ । আমাকে তোমার ভাই ব'লেই জেনো । কি কষ্ট হ'চ্ছে ভাই ?

জয়ন্ত । উঃ বড় কষ্ট । আমার মাকে কি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ ? আর যে কথা কইতে পার্‌ছি না, দাও আর একটু জল ।

কুম্ভ। [জল দিয়া] এই যে, জল দুই কস্ বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো !

জয়ন্ত। মা—গো—যাই—[মৃত্যু]

কুম্ভ। এই যে সব ফুরিয়ে গেল। চাঁদপারা মুখখানি কালীময় হ'য়ে গেল। প্রকৃতির উদ্যানের একটি সুন্দর ফুল চিরদিনের মত শুকিয়ে গেল। না জানি, কোন্ অভাগিনী জননীর নয়নমণি আজ তার নয়ন ছেড়ে চ'লে গেল। কোথায় চ'লে গেল ? কে নিয়ে গিয়ে তার সাধের কাননের অভাবটুকু পূরিয়ে ফেল্‌লে ? মরণের পরপারে কোন্ দেশ আছে ? সে দেশের সন্ধান কি কেউ বল্‌তে পারে না ? যদি কেউ বল্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে গিয়ে একবার দেখে আস্‌তাম, সে কেমন দেশ—সে দেশের প্রকৃতি কেমন সুন্দর—সে দেশের শশী কেমন হাসে—সে দেশের পাখী কেমন সুরে গান করে—সে দেশে ভাইয়ের প্রাণ ভাইয়ের তরে কাঁদে কি না ? সে দেশের দেবতা-দানবে এমন ক'রে যুদ্ধ ক'রে তাদের বুকের মাণিকগুলি এমনি ক'রে হারিয়ে ফেলে কি না ?

গীত।

কে জানে কেমন্ সে দেশের ধারা।
হয় কি তারা এমনি ক'রে বুকের মাণিকহারা॥
সে দেশেও কি ভাইয়ের প্রাণে,
ভাই হ'য়ে গো ছুরি হানে,
বাজে না কি মধুর তানে প্রেমের গীতি আপন-হারা।
ওগো রবি, শশী, তারা,
কোথায় সে দেশ বল্ না তোরা,
কোন্ সাগরের পারে ওগো কোন্ আকাশের সীমায় ঘেরা॥

[উদাস মনে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

বেগে যম, পবন, অগ্নি ও বরুণের প্রবেশ।

সকলে। [জয়ন্তকে দেখিয়া] হায়—হায়—হায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, সর্ব্বনাশ হয়েছে। [সকলে চক্ষু আবৃত করিলেন]

পবন। আর ভাব্‌লে কি হবে দেবগণ! এখন আমি এই জয়ন্তর শবদেহ শচীদেবীর কাছে ল'য়ে যাই। তাঁর গচ্ছিত রত্ন তাঁর কোলে দিয়ে আসি। হায়! না জানি সেই পুত্রহারা উন্মাদিনীর কি গতি হবে?

[জয়ন্তর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া প্রস্থান এবং তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ
অন্য সকলের নতমুখে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বৃহস্পতির আশ্রম।

ব্যাকুলভাবে শচীর প্রবেশ।

শচী। একমনে নারায়ণপূজায় নিবিষ্ট ছিলাম, এর মধ্যে অকস্মাৎ কার কাতর কণ্ঠের মা মা ধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবেশ ক'রে আমার আকুল প্রাণকে আরও ব্যাকুল ক'রে তুল্‌লে রে? বুকের সমস্ত রক্তকে সঞ্চালিত ক'রে কার করুণ কণ্ঠস্বর আমাকে পাগল ক'রে দিলে রে? পূজা ভঙ্গ ক'রে অমনি অস্থির হ'য়ে চ'লে এলাম, ঐ যে চারদিকেই যেন কেমন একটা অমঙ্গলের অস্পষ্ট ছায়া এসে পড়েছে। ঐ যে সূর্য্য মলিন, আকাশ ধূম্রময়, দিবাভাগে উল্কাপাত হ'চ্ছে, গ্রহগণ কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে ছুটাছুটী কর্‌ছে। এ সব অলক্ষণ আজ দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে কেন? এখনও যেন সেই কাতর কণ্ঠের মা মা ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে লেগে রয়েছে। জয়ন্ত আমার দানব সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়েছে, তবে কি আমার জয়ন্ত সেই ভীষণ যুদ্ধে বিপদে প'ড়ে মা মা ব'লে ডাক্‌ছে? ঐ—ঐ আবার সেই মা মা শব্দ, ও যে আমার জয়ন্তরই কণ্ঠস্বর ব'লে বোধ হ'চ্ছে, তবে নিশ্চয়ই আমার জয়ন্ত কোনও বিপদাপন্ন হ'য়ে পড়েছে। ঐ—ঐ আবার সেই মা মা ধ্বনি! যাই এখনি দৌড়ে যাই। [দৌড়াইয়া কিঞ্চিৎ গমন]

সম্মুখে জয়ন্তর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া পবনের প্রবেশ।

পবন। এই নাও মা! তোমার গচ্ছিত ধনকে কোলে তুলে নাও। পাপিষ্ঠ চণ্ডচূড় কুমারের এই দশা করেছে। [জয়ন্তের দেহ ভূমিতে স্থাপন]

শচী। [একদৃষ্টে জয়ন্তকে দেখিয়া] দেখি,—দেখি আমার জয়ন্তর পৃষ্ঠদেশে কোনও অস্ত্রচিহ্ন আছে কি না? [জয়ন্তর পৃষ্ঠদেশ দেখিয়া] না না, বাবার আমার পৃষ্ঠদেশে তৃণের আঁচড়টি কেউ দিতে পারে নি। তবে আর জয়ন্তকে আমার মাটিতে ফেলে রাখি কেন, কোলে নিয়ে দুটো চুমু খাই। [ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া] এমন রক্তজবাটি কোন্ উদ্যান থেকে তুলে নিয়ে এসেছ পবন? এ ফুলের যে আমার নারায়ণ পূজা হবে না পবন! তবে কেন এমন সুন্দর ফুলটী ছিঁড়ে নিয়ে এলে? থাক্, এ ফুলে আমার কাজ নাই, জবাফুল বিষ্ণুপূজায় লাগে না। [ভূমিতে রক্ষণ]

পবন। ধৈর্য্য ধরুন, যা হবার তা হয়েছে, এখন কুমারের দেহ শ্মশানে নিয়ে যাই।

শচী। শ্মশান! শ্মশান! কেন, সেখানে যাবে কেন? জয়ন্তকে শুইয়ে রাখতে? না—সেখানে শুলে বাবার আমার ঘুম হবে না।

পবন। হায়! হায়! দেবী একবারে উন্মাদিনী হয়েছেন। হায় রে পুত্রশোক!

শচী। পুত্রশোক! কার পুত্রশোক পবন? শচীর? না না, মিছে কথা; তার প্রাণে পুত্রশোকের ভয় থাকলে কি, অমন ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে বুক থেকে খসিয়ে রাক্ষসদের মুখে পাঠিয়ে দিতে পার্‌তো? কখনই না। শচীর পুত্রশোকের ভয় নাই, তার সেই পাথরের গড়া বুকের অস্থি ভেদ ক'রে পুত্রশোকের শেল সেখানে পৌঁছাতে পারে না। তা যদি পার্‌তো, তা হ'লে কি সে সর্ব্বনাশী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌তো? এতক্ষণ তার হাড়গুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যেতো। তোমরা তাকে চেন না পবন! সে রাক্ষসীর পাষাণ প্রাণে ব্যথা, বেদনা, শোক-দুঃখ কিছুই নাই।

পবন। এখন কি উপায়ে উন্মাদিনী শচীদেবীকে প্রকৃতিস্থ করি!

শচী। কে বল্লে আমি উন্মাদিনী? কেন—কিসের জন্তে? পুত্র-শোকে? হা—হা—হা,—বড় হাসালে পবন! কেন—চেয়ে দেখ্তে পাচ্ছ না, ঠিক অচল অটল হ'য়ে বজ্রের মত দাঁড়িয়ে আছি। চক্ষুদ্বয় শুষ্ক, একবিন্দু জলও চক্ষে কেউ দেখ্তে পাবে না; বুকের মধ্যে একটুও নড়্ছে না। আমায় তুমি ধৈর্য্যহারা অপবাদ দিও না পবন! তিনি যে আমাকে ধৈর্য্যময়ী ব'লে প্রশংসা ক'রে গেছেন—পাষাণী ব'লে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এখন এসে যদি শোনেন যে, আমি পুত্রশোকে পাগল হয়েছি, তা হ'লে তিনি কি মনে করবেন?

বেগে শোকোন্মত্ত ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [প্রবেশ পথ হইতে উচ্চৈঃস্বরে] জয়ন্ত! জয়ন্ত! কৈ? কৈ রে? জয়ন্ত কৈ? ওহো—হো—হো! [জয়ন্তর বক্ষে পতন]

শচী। ওরে বাবা জয়ন্ত রে! [ইন্দ্রের পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা]

পবন। কার সাধ্য যে এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারে!

ইন্দ্র। [উঠিতে উঠিতে] যাও শচি! সমস্ত ভার সমস্ত বোঝা আমায় চাপিয়ে দিয়ে তুমিও নিশ্চিন্ত মনে চ'লে যাও। এতক্ষণ বুঝি ভার গ্রহণ কর্‌বার কেউ ছিল না, তাই নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে যেতে পার নি। এখন স্বচ্ছন্দ মনে জয়ন্তর সঙ্গে চ'লে যাও। আমিই থাক্‌লাম, এই বজ্রাস্থি-গঠিত দেহ ল'য়ে আমিই অবশিষ্ট থাক্‌লাম, বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জন হ'য়ে গেছে; এখন এই শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ দেখ্‌বার জন্য আমিই রইলাম। আর কারো কোন ভাবনা চিন্তা করতে হবে না।

শচী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিতে উঠিতে] না, যাই নি, যেতে পার্‌লাম না নাথ! জয়ন্ত যে আমার যুদ্ধ জয় ক'রে জয়মাল্য গলে দিয়ে কোলে ফিরে

এসেছে, এ আনন্দ ফেলে কি যেতে পারি ? এই দেখ নাথ ! জয়ন্ত পৃষ্ঠে একটী অস্ত্রের খোঁচা লাগে নি। সে তার পিতৃনাম রক্ষা কর্‌তে পেরেছে।

ইন্দ্র। হতভাগিনি ! আবার বেঁচে উঠ্‌লে ? কত পাষাণ দিয়ে বুক গ'ড়ে রেখেছ যে, জয়ন্তর শোক-শেল বুক পেতে নিয়ে সহ্য করবে ? কত মহাবজ্র দিয়ে মর্ম্মস্থল বেঁধে রেখেছ যে, পুত্রশোকের দারুণ বজ্রাঘাত সহ্য করবে ?

শচী। [জয়ন্তর মুখ ধরিয়া] দেখ, দেখ নাথ ! জয়ন্তর চাঁদমুখে এখনও কেমন হাসি লেগে রয়েছে, এখনও যেন মা মা ব'লে ডাক্‌বার জন্য চেষ্টা করছে। ডাক বাবা ! একবার ঐ চাঁদমুখে তেমনি ক'রে মা মা ব'লে ডাক। হায় হায় হায় ! ওরে, আমার মত এমন সর্ব্বনাশ আর কার হয়েছে ? ওরে এমন মুখ তো আর কোথাও দেখ্‌তে পাবো না !

ইন্দ্র। নারায়ণ ! শেষে এই কর্‌লে ? এই দৃশ্য দেখাবার জন্যই কি সে দিন প্রাণত্যাগ হ'তে নিবারণ করেছিলে ? এতদিন কঠোর সাধনা ক'রে শেষে কি এই ফললাভ কর্‌লাম ? যে অমরত্বের জন্য উর্দ্ধপদ হেঁটমুণ্ড হ'য়ে এতকাল সাধনা ক'রে সেই অমরত্বলাভের উপায় প্রাপ্ত হ'লাম, সেই অমরতা লাভ ক'রে কি অনন্তকাল পুত্র-শোকের অনলে পুড়্‌তে হবে ? শচি ! শচি ! আর কাজ নাই,—এস, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, নিয়ত এ সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে দুইজনেই আমরা ক্ষত বিক্ষত হয়েছি, তার উপর আবার এই দারুণ পুত্রশোক, এ আঘাত আর আমাদের জীর্ণ বুকে সহ্য হবে না। এখন এস শচি ! যে পথে প্রাণের জয়ন্ত যাত্রা করেছে, আমরাও আজ সেই পথে যাত্রা করি। আর লক্ষ্মীলাভে কাজ নাই, আর অমরত্বে প্রয়োজন নাই। ভগবান, তাঁর যত রকম কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, সেই সকল কঠোর

দণ্ড ভোগ কর্‌বার জন্য তোমাকে আমাকে সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। এ মহাপাপী পুরন্দরের ভাগ্যে আর কখন শান্তি-সুখ দেখা দেবে না। তাই বল্‌ছি, চল, আমরা এ সংসার হ'তে অন্তিম বিদায় গ্রহণ করি। কেঁদ না শচি! আর কাঁদ্‌লে কি হবে? জীবন ভ'রে তো অনেক পরীক্ষা দিলে শচি! স্বর্গের ইন্দ্রাণী হয়েছিলে, আবার পথের ভিখারিণী সেজেছ। কতবার দানবের উৎপীড়ন ভোগ করেছ, শেষে একমাত্র সম্বল পুত্র, তাও কালের মুখে ডালি দিয়ে ফেলা গেল। আর কেন? আর জীবন ভ'রে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে লাভ কি? হয় অনলকুণ্ডে, না হয় জলধির জলে ঝাঁপ দিয়ে এস এ যাত্রার খেলা শেষ করি।

শচী। তাই চল নাথ! জয়ন্তকে বুকে ক'রে আমরা একসঙ্গে শুভযাত্রা করি। জয়ন্তকে তো একা যেতে দেওয়া হবে না। ওহো হো! নারায়ণ! তোমার মনে কি শেষে এই ছিল?

ইন্দ্র। আকাশে এত বজ্র ছিল, সে সব কোথায় আজ অদৃশ্য হ'লো? গগনতল ভেদ ক'রে একটা বজ্রও কি এই মহাপাপীর মস্তকে পতিত হয় না? মহাপাপীর দুঃখ অবসান কর্‌বার জন্য কি মৃত্যুর হিম শীতল করও আজ একবার এসে উপস্থিত হয় না? ওহো-হো—পুত্রশোক! তুই কি ভীষণ! তুই কি ভয়ঙ্কর! তুই কি অসহ্য!

পবন। দেবেন্দ্র! পুত্রশোকের অনলদগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনা দেবার আর কিছুই নাই। একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।

ইন্দ্র। ধৈর্য্য! হায় পবন! আরো ধৈর্য্য! এখনো তোমরা ধৈর্য্য ধর্‌তে বল? এই পাষাণ বক্ষটা একবার বিদীর্ণ ক'রে দেখ তো দেখি, এই শত ভগ্ন মর্ম্মস্থলটা একবার দ্বিধা ক'রে দেখ তো দেখি, কত শত অনলকুণ্ড সারি সারি জ্বালিয়ে রেখেছি, কত শত বিষের ভাণ্ড স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছি; তবুও বল ধৈর্য্য ধর্‌তে? তবুও বল সহ্য কর্‌তে?

অবনতমুখে যম, অগ্নি ও বরুণের প্রবেশ ও নীরবে স্থিতি ।

ইন্দ্র । এই যে সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছ ; বেশ হয়েছে, এখন তোমাদের কাছে আমি চির-বিদায় নিয়ে শচীর সহিত মহাপ্রস্থান কর্‌বো । যাবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'লো, কিন্তু কিছুই ব'লে যেতে পার্‌লাম না ভাই ! আর সময় নাই, ওদিকে জয়ন্ত সঙ্গে নেবার জন্য বড় ডাক্‌ছে । ভেবেছিলাম, দেবতাকে চির-অমর ক'রে রেখে যাবো, তা হ'লো না ; আর শক্তি, সামর্থ, উৎসাহ সব আজ জয়ন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে । আর কিছুই নাই, সব ঝড়ে উড়ে গেছে, আছে কেবল একটা ভগ্ন স্তম্ভ । চণ্ডচূড় ! এ জীবনে আর তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পেলাম না । তোর শাণিত কৃপাণের তীক্ষ্ণধার একবার পরীক্ষা করা হ'লো না । যাক্, আর কোন দুঃখ খেদ নাই, চল শচি ! শুভযাত্রা করি । [শচীর হস্তধারণ] এখন তোমার বুকের মাণিককে বুকে নিয়ে শ্মশানক্ষেত্রে চল যাই ।

সহসা বৃহস্পতির প্রবেশ ।

বৃহস্পতি । [প্রবেশপথ হইতে] ভয় নাই ! ভয় নাই ! স্থির হও পুরন্দর ! স্থির হও, স্থির হও মা ! স্থির হও । বিপদে ধৈর্য্য হারিও না । জয়ন্ত এখনিই চৈতন্যলাভ কর্‌বে । আমি তপোবলে জান্‌তে পেরেছি, জয়ন্তর মৃত্যু হয় নি, অসুরের সম্মোহন শরে আচ্ছন্ন হ'য়ে মৃতবৎ রয়েছে । এই তোমরা চেয়ে দেখ, আমি জয়ন্তের জ্ঞানসঞ্চার করি ।

শচী । গুরুদেব ! রক্ষা করুন, গুরুদেব ! রক্ষা করুন । [পদতলে পতন ।]

বৃহস্পতি । চেয়ে দেখ । [কমণ্ডলু হইতে মন্ত্রপূতঃ বারি নিক্ষেপ]

জয়ন্ত। [মূর্চ্ছাভঙ্গে হঠাৎ তরবারি লইয়া উঠিয়া] কৈ ? কৈ ? চণ্ডচূড় পালাল কোথায় ? [ঘুরিতে লাগিল]

সকলে। জয় সুরগুরু বৃহস্পতির জয়! জয় সুরগুরু বৃহস্পতির জয়!

ইন্দ্র। সত্য না স্বপ্ন! না তুমুল ঝটিকার অবসানে প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি! না প্রলয়ান্তের পর সৃষ্টির নূতন সূচনা! নারায়ণ! সকলি তোমার লীলা। এত বৈচিত্র্য না থাক্‌লে তোমার লীলার এতদূর মাধুর্য্য হবে কেন! শচি! ভগবানের অনন্ত লীলার আশ্চর্য্য মাধুরি নয়ন ভ'রে দর্শন কর, আর তাঁর অপার করুণাধারায় তৃষ্ণা দূর কর, প্রাণ শীতল কর, হৃদয় স্নিগ্ধ কর।

জয়ন্ত। এই যে বাবা এসেছেন? অনেকদিন কোলে যাই নি, আমাকে কোলে নিন্ বাবা!

ইন্দ্র। [জয়ন্তকে কোলে করিয়া] শচি! পুত্র-অঙ্গস্পর্শ আজ কত শীতল বোধ হ'চ্ছে, তা তোমাকে ব'লে বোঝাতে পার্‌ছি না। একবার কোলে কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

শচী। আয় আয় জয়ন্ত! জননীর তাপিত প্রাণ আজ শীতল কর্। [জয়ন্তকে ক্রোড়ে ধারণ।]

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ।

সত্য।—

গীত।

তোদের দুঃখের মেঘ ঐ গেল ভেসে।
এবার উদয় হবে ধীরে ধীরে সুখের শশী হেসে হেসে।
(যেমন) বর্ষান্তে শরতের শোভা,
হয় গো আরও মনোলোভা,

(তেমনি) বিধির ধারা এমনি ধারা, সে দুখ্ দিয়ে সুখ বাড়ায় শেষে ।
অঘোর বলে দুখ্ না হ'লে,
সুখ ছাড়িতাম তিক্ত ব'লে,
(তাই) সুখ দুঃখের ঘূরণ চাকা ঘূরায় বিধি সদাই ব'সে ।

[প্রস্থান ।

বৃহস্পতি । তাই বটে—সুখের পূর্ব্বে দুঃখের পীড়ন না থাক্‌লে সুখের মিষ্টত্ব কেউ উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌তো না । অন্ধকার না থাক্‌লে আলোকের উপকারিতা কেউ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌তো না । পিপাসা না থাক্‌লে সলিলপানের জন্য কেউ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌তো না । তাই ভগবান সুখের পূর্ব্বে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখ দিয়ে সুখের মাধুর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত ক'রে তুলেছেন ।

ইন্দ্র । গুরুদেব ! আমার তপঃসিদ্ধির বিষয় সকলি তো আপনি তপোবলে অবগত আছেন । এখন তবে অনুমতি করুন, সুরগণের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই ।

বৃহস্পতি । হাঁ পুরন্দর ! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, কারণ "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি." শুভকর্ম্মের অনেক বিঘ্ন । আমি সর্ব্বান্তকরণে আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্রই তুমি তোমার কার্য্যে সাফল্য লাভ ক'রে সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর্‌বে । এখন এস, সকলে আমার আশ্রম মধ্যে এসে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর্‌বে এস ।

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য।

শূন্যপথ।

গীতকণ্ঠে বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ।

বিদ্যাধরীগণ—[নৃত্যসহ]

গীত।

আমরা সব অমর হবো অমর হবো অমর হবো লো।
জরা-মরণ হবে বারণ প্রেম-সরসে ভাস্‌বো লো॥
ও দিদিগো শোন্ গো তোরা,
চিরকাল এমনি ধারা
সাধের নবযৌবন ল'য়ে থাক্‌বো মোরা,
আর চুল পাক্‌বে না, দাঁত পড়্‌বে না, গাল ঝুল্‌বে না লো।
মিন্‌সেরাও তেমনি হবে,
হাতে ছড়ি বাঁকা টেরি,
চিরদিন কার্ত্তিক সেজে কাটিয়ে দেবে,
(এবার) কালের মুখে কলা ঠুকে পতি ল'য়ে সুখে রবো লো॥

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

চণ্ডচূড়, বিশালাক্ষ, শনি, ধূম্রলোচন ও রাহু।

চণ্ডচূড়। শুনিলে তো সবে বাসব-সংবাদ ?
করি উগ্রতপ,
জানিয়াছে অমরত্বলাভের উপায়।
অতল জলধি করিয়া মন্থন,
লভিবে সুধার ভাণ্ড মৃতসঞ্জীবন।
সেই সঞ্জীবন-সুধা করি পান,
হইবে অমর যত দেবতামণ্ডলী।
দেবতা অমর হ'লে,
দানবের নিশ্চিত পতন।
অতএব দৈত্যগণ !
বাসবের আমন্ত্রণ না করিয়া হেলা,
দেবাসুরে মিলি চল সমুদ্র মথিতে।
উপস্থিত বৈরীভাব করিয়া বর্জ্জন,
কৃত্রিম সৌহৃদ্য করি দেবতার সনে,
মথি সিন্ধু সুধার কারণে।
পরে যবে সুধাভাণ্ড হইবে উত্থিত,
তখন দানব শক্তি হইয়ে মিলিত,
সুধাপানে সুরগণে করিব বঞ্চিত।

সঞ্চিত অমৃত পানে,
চির-অমরতালাভ করিবে দানব।
এইরূপ কূটনীতি করিয়াছি স্থির,
তোমাদের কিবা মত কহ তা সকলে ?

বিশালাক্ষ। এই যুক্তি সার বলি মম মনে লয়।
এ কৌশল বিনা,
সুধালাভ অসুরের হবে অসম্ভব।

চণ্ডচূড়। কহ রাহু ! তোমার কি মত ?

রাহু। আজ্ঞে, এ একবারে চমৎকার কৌশল, আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। ধূম্রলোচন !
কি মত তোমার ?

ধূম্রলোচন। অন্য মত আছে কিবা মোর ?

চণ্ডচূড়। শনৈশ্চর !
তব মত করহ প্রকাশ।

শনি। আমার মতে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করা উচিত নয় দৈত্যেশ্বর ! কারণ দেবতারা যদি আগেই সাগর মন্থন ক'রে সুধাটুকু নিয়ে খেয়ে ফেলে, তা হ'লেই তো বিষম মুস্কিল।

ধূম্রলোচন। তা যদি কর্‌বে, তবে বাসব দানবগণকে অত অনুনয় বিনয় ক'রে সমুদ্র-মন্থনে সাহায্য কর্‌তে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাবে কেন ?

শনি। ওটা আর বুঝ্‌লে না, ওটা একটা চালাকি—দেবতাদের চাল ; কেন না, তোমাদের না ব'লে যদি সাগর মন্থন কর্‌তে আরম্ভ করে, তা হ'লে তোমরা বাধা দিতেও পার। কাজেই মনে করেছে যে, একটু নরম ক'রে দানবগণকে যদি নেমন্তন্ন করা যায়, তা হ'লে দানবেরাও হয় তো তুষ্ট থাক্‌তে পারে. অথচ দানবেরা যে তাদের সঙ্গে

একযোগে সমুদ্রমন্থন কর্‌তে যাবে না, সে বিশ্বাসও তাদের আছে, কাজেই কৌশলে কার্য্য উদ্ধার ক'রে নেওয়া যাবে। আরে বাপু! এইবার সব ফিকির ফন্দী ইন্দ্রের মাথা দিয়ে বেরুচ্ছে, যার মন্ত্রী আবার নিজে বৃহস্পতি।

চণ্ডচূড়। হাঁ, তোমার কথা যুক্তিযুক্তই বটে। তা হ'লে আমাদের সমুদ্রমন্থনে যোগদান করা নিতান্তই উচিত। কি বল হে রাহু?

রাহু। আজ্ঞে!

শনি। [স্বগত] এই আবার থলের মুখ খুলে দিলে বুঝি রে! ওদিকে হাক্-থু, এদিকে যে আজ্ঞের শ্রাদ্ধ সমান ভাবেই চলেছে।

গীতকণ্ঠে সত্যের প্রবেশ।

সত্য।—

গীত।

ওরে পড়্বি তোরা বেড়াজালে।
এবার ভগা জেলে জাল বুনেছে ধর্‌বে যত শোল গজালে॥
(কেমন) চার দিয়ে ফেলেছে রে জাল, পড়্তেই হবে লোভে প'ড়ে,
(আছে) ঘাইবাঁধা তার শক্ত কলে ফস্‌কাবে না সে কোনকালে।
অঘোর বলে জাল পেতেছে (তোদের) কর্ম্মনাশা নদীর জলে,
তাতে চুনো পুঁটী বাদ যাবে না (পড়্বে) রাঘব বোয়াল সেই ভেজালে॥

[প্রস্থান।

চণ্ডচূড়। কি ব'লে গেল?

বিশালাক্ষ। দৈত্যরাজ! ওর গানগুলি সবই উদ্দেশ্যমূলক।

শনি। হ্যাঁ, ভাল দেখেছেন, ওটা একটা দেবতাদের গুপ্তচর, কেবল খবর নিয়ে বেড়ায়।

চণ্ডচূড়। রাহু!

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। তুমি ওটার সন্ধান নিতে পার?

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। ধর্‌তে পেলে ওটাকে একগ্রাসে তোমার ঐ বিশাল উদরগহ্বরে প্রেরণ করবে।

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। এইবার থেকে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে, হতভাগ্যটা যেমন আস্‌বে, অমনি তড়িৎগতিতে গিয়ে ওকে উদরসাৎ ক'রে ফেল্‌বে।

রাহু। আজ্ঞে।

চণ্ডচূড়। ধূম্রলোচন! অতিরিক্ত করুণায় যদিও তোমাকে ঘাতুক-হস্তে সমর্পণ করি নাই, তথাপি মনে; যেন থাকে যে, চণ্ডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়তই তোমার গতিবিধির উপর ন্যস্ত আছে। যদি কখনও বিশালাক্ষের বিরুদ্ধে তোমার কোনও কার্য্য প্রকাশ পায়, তা হ'লে কিন্তু তখন আর ক্ষমাপ্রার্থনার অবসর দেবো না। এখন চল সকলে, বহির্দ্দেশে দেবদূত অপেক্ষা কর্‌ছে, তাকে আমাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

নগর-পথ।

ঝাড়ুদার ও ঝাড়ুদারণীর প্রবেশ।

গীত।

ঝাড়ুদার।— তুঁ মেরা জান লিয়া রে।
ঝাড়ুদারণী।— তোম্ কো মেরা ইজ্জত দিয়া রে।
তুঁ বড়ি বেইমান্ শালা বড়ি বেইমান্,
মেরা বিল্‌কুল্ লুট লিয়া দোস্‌রে দিয়া রে বদ্‌নাম,
ঝাড়ুদার।— তোমকো মারেগা পয়জার,
ঝাড়ুদারণী।— বাত মাত কিও, খুব রহ খবরদার,
ঝাড়ুদার।— তুঁ মেরা খাস-মহল্‌কা বেগম্,
ঝাড়ুদারণী।— তুঁ মেরা দিল-পিয়ারা কসম,
উভয়ে।— রম রমা রম, ঝম ঝমা ঝম, তরদম জোয়ান সাফা কিয়া রে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ক্ষীরোদ-সমুদ্র—বাসুকি-বেষ্টিত মন্দর পর্ব্বত।

ইন্দ্র, যম, অগ্নি, পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এবং
চণ্ডচূড়, বিশালাক্ষ, ধূম্রলোচন, রাহু প্রভৃতি
দানবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। দৈত্যপতি চণ্ডচূড়!
বিচিত্র মিলন আজি দেবতা-অসুরে।
ভুলি পূর্ব্ব বৈরভাব,
একসূত্রে হইয়া গ্রথিত,
এস করি সমুদ্রমন্থন।
সমবেত শক্তির বিকাশে,
মথিত বারিধি হ'তে হবে সুধালাভ।
সেই সুধা সমভাগে করিয়া বণ্টন,
লভি চির-অমরতা সুরাসুরগণ,
পরস্পর ভ্রাতৃভাবে রবো চিরদিন।
ভ্রাতৃত্ব-গৌরব-স্তম্ভ হউক স্থাপিত,
রহিবে অমর কীর্ত্তি অমর অক্ষরে।

চণ্ডচূড়। দেবেন্দ্র বাসব!
হইলাম তুষ্ট আজি তব আপ্যায়নে;

করিব সাহায্য তব সমুদ্রমন্থনে ।
হও তবে অবিলম্বে কর্ম্মে রত সবে,
আলোড়িত হোক্ মহাবারিধি-সলিল ।
ইন্দ্র । বরুণ ! জলাধিপতি !
তব বক্ষে গুরুভার মন্দর পর্ব্বত
নিয়ত ঘূর্ণিত হবে বহুক্ষণ ধরি,—
তাই বলি মহাত্মন্ !
ধৈর্য্য ধরি রহ স্থির বারিধির তলে ।
বরুণ । সুরপতি !
অনুমতি তব
সাগ্রহে ধরিনু শিরে ।
কিন্তু অসম্ভব হে বাসব !
মন্দরের গুরুভার বক্ষেতে ধারণ ।

নারায়ণের প্রবেশ ।

নারায়ণ । কোনো চিন্তা ক'রো না বরুণ !
নিশ্চিন্ত অন্তরে,
অতল জলধিতলে হওগে শায়িত ।
আমারি দ্বিতীয় মূর্ত্তি কূর্ম্ম-অবতার
তব বক্ষোপরি থাকি ধরিবে মন্দর,
কোন ক্লেশ জলপতি হবে না তোমার ।
বরুণ । তবে এখনি প্রস্তুত হ'য়ে হইনু বিদায় ।

[প্রস্থান ।

নারায়ণ। পুরন্দর !
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
শুভক্ষণে শুভ কর্ম্ম কর আরম্ভন।

ইন্দ্র। ধর দৈত্যগণ !
বাসুকির পুচ্ছভাগ সবে,
বিষপূর্ণ মুখভাগ ধরুক্ দেবতা।

চণ্ডচূড়। কখনই নহে ;
সুরগণ হ'তে
নহে দৈত্য কভু হীনবল,
নিশ্চয় ধরিব মোরা সম্মুখের ভাগ।

ইন্দ্র। আচ্ছা দৈত্যেশ্বর !
তাই হোক্ তবে।
ধর তবে সুরগণ পুচ্ছদেশ সবে।

[দেবগণের পুচ্ছদেশ ধারণ]

চণ্ডচূড়। ধর ধর দৈত্যগণ সম্মুখ প্রদেশ।

[দৈত্যগণের মুখাগ্র ধারণ]

ইন্দ্র। নারায়ণ !
দেহ তবে অনুমতি।

নারায়ণ। দিনু অনুমতি,
কর এবে রজ্জু আকর্ষণ।

দেবগণ। জয় সুরপতি বাসবের জয়।

দানবগণ। জয় অসুরপতি চণ্ডচূড়ের জয়।

[দেবগণ ও দানবগণ মন্থন আরম্ভ করিলেন]

গীতকণ্ঠে বিদ্যাধরগণের আবির্ভাব

বিদ্যাধরগণ।—

গীত।

মন্দর মর্দ্দনে, মন্দ্র-বিনিস্বনে,
সঘন শঙ্কিত বিশ্ব।
বাসুকি-নিশ্বাস, লাগে মহাত্রাস,
ভীষণ জলধি-দৃশ্য॥
অবিরত কষণে, গিরি-বারি ঘর্ষণে,
আলোড়িত বারিধি আজি।
নক্র-সমাকুল, তরঙ্গ-সঙ্কুল,
সমুত্থিত ফেনপুঞ্জরাজি॥
ভৈরব কল্লোল, বিষময় হিল্লোল,
ভীষণ দহন-তাপে।
ত্রাহি ত্রাহি শব্দে, নিখিল নিস্তব্ধে,
থরথর ঘন ঘন কাঁপে॥

সমুদ্রগর্ভ হইতে চন্দ্রদেবের উত্থান।

চন্দ্রদেব।—

গীত।

(আমি) শীতল সুধাকর, নির্ম্মল শশধর,
কৌমুদী-শোভিত ইন্দু।
যত ওষধি তরুগণ, লভে সঞ্জীবন,
পেয়ে মম সুধার বিন্দু॥

আমি) শারদ গগনে, বিমল কিরণে,
করি খেলা কুমুদ সনে।
কত পিয়াসু চকোর, নীরস অধর,
সরস করি সুধাধারা বর্ষণে ॥

সকলে। জয় চন্দ্রদেবের জয়।
কর সিন্ধু আলোড়ন দ্বিগুণ উদ্যমে।

বিদ্যাধরগণ।—

পূর্ব্ব গীত।

মন্দর মর্দ্দনে, মন্দ্র বিনিস্বনে,
সঘন শঙ্কিত বিশ্ব।
বাসুকি-নিশ্বাস, লাগে মহাত্রাস,
ভীষণ জলধি দৃশ্য। (ইত্যাদি)

সমুদ্রগর্ভ হইতে সুরাদেবীর উত্থান।

সুরাদেবী।—

গীত।

আমি সুরা, পিও পিও সুরা মোরে সুরাসুরগণ।
শক্তি লভিবে শান্তি পাইবে, হইবে সবে পুলকিত মন।

[প্রত্যেক দেবতার নিকট গিয়া সুরাপান করাইতে করাইতে]

কর যদি পরিমিত পান, জুড়াইবে তাপিত প্রাণ,
যাবে অবসাদ ঘুচিবে বিষাদ পূরিবে মনসাধ,
সুখ-নীরে হবে নিমগন।

[প্রতি দৈত্যগণের নিকট গিয়া সুরাপান করাইতে করাইতে]

পিও পিও প্রাণ ভরি আকণ্ঠ পুরি,
রবে সুরা অসুরের চির-সহচরী,
প্রেম-রঙ্গিনী কাম-সঙ্গিনী সুখ-সুরত-রসদায়িনী,
মদালসে ভাবাবেশে হবে শেষে প্রেমে অচেতন ।

[সুরাদেবীর অন্তর্দ্ধান]

সহসা পুষ্পমাল্যভূষিতা লক্ষ্মীদেবীর উত্থান ।

দেবগণ । জয় দেবী লক্ষ্মীর জয় ।

ইন্দ্র । এলি মা কমলা !
চির ভাগ্যহীনে,
এতদিনে পড়েছে কি মনেতে জননি ?
মাগো !
কর্ম্মদোষে এতদিন হ'য়ে তোমাহীন,
দীন হীন বাসবের দিন,
কি ভাবে কেটেছে দেবী কব তা কেমনে,—
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন সকলি ।

লক্ষ্মী । জানি বৎস ! জানি সব ।
কিন্তু হে বাসব !
ঘটনার অলক্ষ্য নিয়মে,
পারি নাই এতদিন দিতে দরশন ।
আজি তুমি
অসাধ্য সাধন ব্রত সমুদ্রমন্থনে,

লভিলা হে ভাগ্যবান্ পুনঃ লক্ষ্মী মোরে,
অযাচিত গৃহে তব রহিব অচলা ।
[নারায়ণের প্রতি]
নারায়ণ !
সেবিবারে ও রাঙ্গা চরণ,
আসিয়াছে পুনঃ তব অভাগী কমলা ।

নারায়ণ । কি কব কমলে !
তুমি বিনা শূন্য এ হৃদয়,
আঁধার বৈকুণ্ঠপুরী,
অন্নহীন এ তিন সংসার ।
এস হরিপ্রিয়া রমা !
চল এবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।

[লক্ষ্মীসহ অন্তর্দ্ধান]

দৈত্যগণ । [মত্তভাবে]
ধর্ ধর্ কোথা গেল ত্রিদিব-সুন্দরী ।

চণ্ডচূড় । [মত্তভাবে] সুরপতি !
একি আচরণ তব ?
উঠিল সাগর হ'তে ইন্দুনিভাননা,
কোটী শশধর ভাতি সুবর্ণ-বল্লরী,
তবে কেন বল হেন রত্ন বঞ্চিয়া দানবে,
কি সাহসে দিলে তারে নারায়ণ-করে ?
মধুর বচনে ছলি সরল দানবে,
চতুরতা করিলে বাসব !
সমুচিত প্রতিশোধ পাইবে ইহার ।

বিশালাক্ষ । [মত্তভাবে]
শোন পুরন্দর ধূর্ত্ত বঞ্চকপ্রবর !
করিলে যে অপমান এবে,
না প্রদানি প্রতিশোধ তার,
না হবে নিরস্ত কভু দিতিপুত্রগণ ।

ধূম্রলোচন । [মত্তভাবে]
এই অসি করি নিষ্কাশিত,
আয় যুদ্ধে, করিব নিঃশেষ ।

রাহু । [মত্তভাবে হাঁ করিয়া]
আয় আয় দেবতার দল,
একসঙ্গে গিলে খাই সব,
রাহু আমি,
মুহূর্ত্তে গ্রাসিতে পারি এ তিন ভুবন ।

শনি । [মত্তভাবে] বেড়ে ফুর্ত্তি জ'মে গেছে, এই নূতন রকমের নেশাতে একবারে তর্ তর্ হ'য়ে পড়েছি, এখন আমিই বা কে, আর চণ্ডচূড়ই বা কে ? বাবা রাহুচন্দ্র ! এইবার তোমার যে-আজ্ঞের বস্তা খুলে দাও বাবা ! দৈত্যরাজ ! এবারে বড় ঠ'কে গেলে বাবা ! লম্বা তলোয়ারখানা একবার খাপ থেকে খসিয়ে ফেলে লেগে যাও বাবা !

ইন্দ্র । বৃথা দোষে দুষিছ আমারে ;
হরিপ্রিয়া বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী
হরিসহ গেলা চলি বৈকুণ্ঠ-আলয়ে ।
সন্দেহ ক'রো না মোরে ।
নানারত্ন পূর্ণ এই ক্ষীরোদ-সাগর ।
বিচঞ্চল কেন দৈত্যপতি ?

সুধাভাণ্ড এখনও হয় নি উত্থিত।
কিন্তু পরিশ্রান্ত সবে,
মথিতে সাগর নাহি শক্তি আর,
চল সবে বিশ্রামের তরে,
আগামী প্রভাতে বিপুল উদ্যমে,
পুনঃ সবে করিব মন্থন।

চণ্ডচূড়। আচ্ছা, তাই হোক্।
আগে করি সুধাপান,
তারপর দেখা যাবে
কত শক্তি ধরে সেই বৈকুণ্ঠের পতি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গপথ।

অগ্রে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে অলক্ষ্মী, তৎপশ্চাৎ "দূর যা, দূর যা" বলিয়া কুলা বাজাইতে বাজাইতে শনির প্রবেশ।

অলক্ষ্মী। হাক্‌-থু—হাক্‌-থু—জ্ব'লে ম'লাম গো জ্ব'লে ম'লাম। চারিদিকে ঐ হাক্‌-থুর কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠেছে, লক্ষ্মী, মাগী আবার হাক্‌-থু—দেখা দিয়েছে। ওরে হাক্‌-থু, এখন কম্‌নে পালাই, কোন্‌ আস্তাকুড়ে হাক্‌-থু আবার আড্ডা পাতি?

শনি। কোথায় চল্‌লে সুন্দরি? তুমি গেলে আর হাক্‌-থুর সুধা বর্ষণ কে কর্‌বে বল?

অলক্ষ্মী। ওরে মাণিকজোড়! তোরা হাক্‌-থু—সবাই জুটেই তো হাক্‌-থু—আমাকে স্বর্গছাড়া কর্‌লি।

শনি। আমি? শ্রীবিষ্ণু, আমি তার মধ্যে নয়। ওসব দেবতাদের ফন্দী।

অলক্ষ্মী। গোল্লায় যাক্‌ তোর দেবতাদের দল হাক্‌-থু। তোদের মড়া মাথায় হাক্‌-থু—নুড়ো জেলে দিই; হাক্‌-থু—দেবতা আঁটকুড়ির বেটারা মর্‌।

শনি। আর কি দেবতারা মরে? এইবার সুধা খেয়ে অমর হ'য়ে যাবে যে। সমুদ্র মন্থন ক'রে কত কি পেয়েছে; হাতি পেয়েছে, ঘোড়া

পেয়েছে, পারিজাত পেয়েছে, কৌস্তুভমণি পেয়েছে, সুরা পেয়েছে, এখনও মন্থন চল্‌ছে—আরো কত কি পায় দেখ।

অলক্ষ্মী। ঐ ইন্দির বেটাই তো হাক্-থু—এই সব কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছে। আবার সেই দুর্ব্বাসা এসে হাজির হ'তো, তা হ'লেই হাক্-থু—জব্দ হ'তো।

শনি। তা হ'লে শ্রীমতীর শুভাগমন হ'চ্ছে কখন?

অলক্ষ্মী। ওরে হাক্-থু এখনি, আর কি এখানে তিষ্ঠবার যো আছে রে হাক্-থু!

শনি। তাই তো গা! তা হ'লে যে আমি তোমার বিরহানলে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবো; বলি, তার কি ক'রে যাচ্ছ বল?

অলক্ষ্মী। আর হাক্-থু—কি ক'রে যাচ্ছি। এখন নিজেই হাক্-থু—কোন্ পথে কোন্ মুখো যাবো, তার হাক্-থু—ঠিকানা করতে পার্‌ছি না। গায়ে যেন জলুনি ধরেছে। শাঁখের শব্দে কাণে তালা লেগে গেল যে হাক্-থু! ঐ—ঐ আবার কাঁসর ঘণ্টার হুলুধ্বনি! ওরে হাক্-থু—গেলাম রে গেলাম! ওরে হাক্-থু—ম'লাম রে ম'লাম! ওরে হাক্-থু—সংসার থেকে অলক্ষ্মী বিদায় হ'লো।

[বেগে প্রস্থান।

[কুলা বাজাইতে বাজাইতে ও "দূর যা, দূর যা" বলিতে বলিতে
শনির প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ক্ষীরোদ-সমুদ্র।

দেবগণ ও দানবগণ মন্থন করিতেছিলেন।

চণ্ডচূড়। শোন ইন্দ্র!
বহু পরিশ্রমে সমুদ্র মথিয়া
লভিলাম যে যে রত্নরাজি,
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ রতন,
পারিজাত কুসুম প্রভৃতি,
কিন্তু এর কোনটীতে অধিকার
না হ'লো মোদের,—
সবগুলি লভিলে তোমরা।
কি আশ্চর্য্য স্বার্থপর সব,
নীরবে সহিছে দৈত্য দেব-অপমান।
কখনই মনে স্থান দিও না বাসব!
ন্যায্য প্রাপ্য দৈত্যগণ ছাড়িবে তাদের।
মহাঝটিকার পূর্ব্বে
যেমতি প্রকৃতি হয় সুস্থির গম্ভীর,
দানবের এ গাম্ভীর্য্য জানিও তেমতি।

ইন্দ্র। দৈত্যরাজ!
এখনো মন্থন ক্রিয়া হয়নি নিঃশেষ।
কেন তবে এতাদৃশ হও বিচঞ্চল?

রত্নাকর জলধির জলে,
কত শত মহারত্ন আছে লুক্কায়িত,
ক্রমে ক্রমে মন্থনের ফলে,
উঠিবে মহার্ঘ কত অমূল্য রতন।
তাই বলি পুনরায় দ্বিগুণ উদ্যমে,
কর আলোড়ন সবে ক্ষীরোদ সাগর।

চণ্ডচূড়। আচ্ছা দেখি,
পরিণামে কি ফল দাঁড়ায়!
কর সবে পুনরায় সমুদ্র মন্থন।

[পুনরায় মন্থন আরম্ভ]

গীতকণ্ঠে বিদ্যাধরগণের আবির্ভাব।

বিদ্যাধরগণ।—

গীত।

পুনঃ ঘোর গর্জ্জনে, মন্দর ঘূর্ণনে,
হ'লো রত সুরাসুর দল।
তুমুল কল্লোল, তরঙ্গ হিল্লোল,
ক্ষুভিত হইল জলনিধি-জল॥
দানব হুঙ্কারে, স্তব্ধ চরাচরে,
গণিছে প্রলয় ভীষণ।
কম্পিত কুলাচল, শঙ্কিত রসাতল,
রক্ষ হে শ্রীমধুসূদন॥

দানবগণ। ঐ দেখ দলে দলে উঠিছে অপ্সরা।

সমুদ্র হইতে অপ্সরাগণের উত্থান।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

হের মোরা সুন্দর নবীনা।
(ভাসি) নবীন সঙ্গে রস-তরঙ্গে (মোরা) সুরতরঙ্গে প্রবীণা।
মোরা প্রেম-মোহেতে মোহিতা, প্রেম-শোভাতে শোভিতা,
মোরা প্রেম-ভূষণে ভূষিতা, হই বিরহ-তাপেতে মলিনা।
মোরা ফুল-কলি, পড়ি ঢলি ঢলি,
এ নব-যৌবন পড়ে উছলি, প্রেমিকে কভু ছলি না।

[প্রস্থান।

বিশালাক্ষ। কোথা গেল, কোথা গেল অপ্সরামণ্ডলী,
আলোক-সম্ভবা সবে ভুবনমোহিনী ?
দানবের প্রাপ্য ভোগ্য লভিছে দেবতা,
সিংহের আধার হরে দুর্ব্বল শম্বুকে।
হেন অপমান,
কিছুতেই নাহি সহ্য হয়।

চণ্ডচূড়। সহ্য কর সেনাপতি ! আরো কিছুক্ষণ,
দেখি পুনঃ মথি সিন্ধু কি হয় উত্থিত।

ইন্দ্র। কর পুনঃ আকর্ষণ বাসুকি-শরীর,
এইবার সুধাভাণ্ড উঠিবে নিশ্চয়।

[পুনরায় মন্থন]

বিদ্যাধরগণ।—

পূর্ব্ব গীত।

“পুন ঘোর গর্জ্জনে, মন্দর ঘূর্ণনে”
ট'লো যত সুরাসুর দল। (ইত্যাদি)

সুধাভাণ্ডহস্তে মনোহরবেশে সুন্দরমূর্ত্তি ধন্বন্তরির উত্থান।

ধন্বন্তরি।—

গীত।

উঠিল রে সুধা, দূরে যাবে সুধা,
ফুরাবে মরণ জরা।
কর এ অমৃত পান, মৃত পাবে প্রাণ,
স্বরগ হইবে অমরা।
(পান কর রে কর রে) (প্রাণ ভ'রে)
(আজি অকাতরে এই সুধাধারা)
স্বরগ হইবে অমরা ॥
সমুদ্রমন্থনে আমি বৈদ্যরাজ,
(উঠি) সুধাভাণ্ড করে ওহে সুররাজ,
(আশা পূরেছে তো) (ওহে সুরনাথ তবে মনের)
(কঠোর সাধন-তরু আজ সফল হ'লো)
বহিল যশের ধারা ॥

দানবগণ। লও লও সুধাভাণ্ড কেড়ে লও।

[ধন্বন্তরির হস্ত হইতে সুধাভাণ্ড গ্রহণ]

দেবগণ। আরে আরে পাপিষ্ঠ দানব!
ধর্ অস্ত্র কর্ রণ,
নতুবা রে কোনরূপে,
সুধাভাণ্ড দিব না লভিতে।

দানবগণ। তবে আয় রণে করিব সংগ্রাম।

[দেবগণ ও দানবগণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।]

সহসা মোহিনীবেশে নারায়ণের প্রবেশ। মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া যুদ্ধক্লান্ত দৈত্যগণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মোহিনী।—

গীত।

পিয়াসা না মিটিল রে। (আমার)
এ নব-যৌবন বৃথায় কাটিল রে।
(হের) ছল ছল উছল রূপ-তরঙ্গ,
ঢল ঢল উজল যৌবন-সঙ্গ,
তাতে হানে ফুলশর বিষম অনঙ্গ,
প্রেম-ভুজঙ্গ প্রাণে দংশিল রে॥

চণ্ডচূড়। এস এস প্রেমময়ি!
হৃদিমাঝে রাখিয়াছি প্রেম-সিংহাসন।
শুধু তোমারি কারণ,
ত্যজি রণ প্রাণ-মন স'পিনু তোমারে।
তব আঁখি-বাণে প্রেমাকুল প্রাণে,
হেরি তোমা পানে অয়ি বিম্বাধরে!
সুধাংশুবদনি!
কি ছার সুধার ভাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড সঁপিতে পারি,
সুধামাখা তব বাক্য বিনিময়ে।
ঢাল সুধামুখী সুধা শতধারে
জুড়াক্ শ্রবণ অমিয়-সিঞ্চনে।

মোহিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

তুমি হে তুমি হে নব নটবর,
হের রসময় প্রেম-সরোবর,
কামে তনু মম হ'লো জর-জর,
হেরে তোমা নয়ন মোহিল রে ।

চণ্ডচূড় । কিবা নাম কোথা ধাম,
দেহ ধনী নিজ পরিচয় ।

মোহিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

আমি ভুবনমোহিনী "মোহিনী",
প্রেমিক হৃদয়ে বাস দিবা-যামিনী,
হেরে তোমা হইনু প্রেম-পাগলিনী,
হৃদয়ে প্রণয়-সিন্ধু উথলিল রে ॥

চণ্ডচূড় । তবে আর কেন ?
এস প্রাণে প্রেম-সোহাগিনী,
দিবস যামিনী,
প্রেমের সোহাগে তোমা
রাখিব লো ধনি !

মোহিনী । তবে একটা কথা । তোমরা যে বড় যুদ্ধ ক'রে বেড়াও, আমার যুদ্ধের নাম শুন্‌লে বড় ভয় করে, কি জানি যুদ্ধে কখন কার কি ঘটে ; এও বটে, আর প্রধান কথা হ'চ্ছে, তুমি যদি যুদ্ধ ক'রেই

বেড়ালে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে প্রেম ক'রে সুখ মেটাবো কখন ? দিবানিশি দুইজনে প্রাণে প্রাণে মিশে থাক্‌বো, তবে তো ?

চণ্ডচূড়। তাই হবে বিধুমুখি !
পাই যদি তোমা হেন ধনে,
তবে কি হবে সমরে আর,
আজ হ'তে যুদ্ধ-চিন্তা করিনু বর্জ্জন।

মোহিনী। তবে কথা হ'চ্ছে কি মাণিক ! একটা কথা যদি শোন, তবেই আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার সঙ্গিনী হ'তে পারি।

চণ্ডচূড়। যা কহিবে শুন লো মোহিনি !
তখনি পালিব তাহা।
কর ইন্দুমুখি ! তবে পরীক্ষা আমায়।

মোহিনী। আমি বল্‌ছিলাম কি যে, যে সুধার জন্য তোমাদের এতটা যুদ্ধ-বিগ্রহ, সেই সুধাভাণ্ড যদি তোমাদের কাছে রেখে দাও, তা হ'লে দেবতারা অশান্তি উৎপাদন না ক'রে কিছুতেই ছাড়্‌বে না। তাই বল্‌ছিলাম দৈত্যরাজ ! এই অনর্থের মূল সুধাভাণ্ড আমার কাছে দাও, আমিই উভয় দলকে সমানভাবে সুধা পরিবেশন ক'রে দিয়ে তোমাদের বৈরানল চির-নির্ব্বাপিত ক'রে দিই ; এই আমার কথা। যদি বিশ্বাস হয়, তবে বুঝ্‌লাম, দৈত্যরাজ আমাকে যথার্থই ভালবেসেছেন ; আমারও পরীক্ষা শেষ হ'লো।

চণ্ডচূড়। এই কথা ?
দেহ রাহু ! সুধাভাণ্ড আনি,
প্রেমময়ী মোহিনীর জন্মিবে প্রত্যয়।

রাহু। আজ্ঞে। [সুধাভাণ্ড প্রদান]

মোহিনী। [সুধাভাণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বগত] মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ

ক'রে কামলুব্ধ দৈত্যগণকে বশীভূত ক'রে সুধাভাণ্ড গ্রহণ কর্‌লাম, এখন এই সুধাভাগ যাতে দানবগণ গ্রহণ কর্‌তে না পারে, তাই কর্‌তে হবে। কারণ, যারা কামাসক্ত, অজিতেন্দ্রিয় এবং আমাতে যাদের চিত্ত সমর্পিত হয় নাই, তারা এই মৃতসঞ্জীবন-সুধা পানের অধিকারী হ'তে পারে না। সারমেয় যেমন হবি পানের অযোগ্য, তেমনি অসুরগণও এই অমৃত পানের অযোগ্য।

চণ্ডচূড়। সুধামুখি!
কর অনুমতি,
কি করিব অতঃপর?

মোহিনী। তোমরা দেবতা অসুরে দুই শ্রেণীতে উপবেশন কর, আমি সুধাবন্টন করি। কিন্তু দৈত্যরাজ! আমার কোনও কার্য্যে কেউ যেন বাধা প্রদান না করে।

চণ্ডচূড়। না—না মধুরভাসিনি!
কার সাধ্য বাধা দেবে তোমা?
এই মোরা দুই ভাগে হইনু বিভক্ত।

[একদিকে সমস্ত দেবগণ ও অপরদিকে দানবগণের উপবেশন, দেবতার ছদ্মবেশে রাহুর দেবপংক্তিতে গুপ্তভাবে উপবেশন। একদিকে নারায়ণ নিজ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মোহিনী সুধাভাণ্ড হইতে দেবগণকে ক্রমশঃ অমৃত পরিবেশন করিতে লাগিলেন।]

সূর্য্য ও চন্দ্র। [রাহুকে সুধাপান করিতে দেখিয়া নারায়ণের প্রতি জনান্তিকে] নারায়ণ! নারায়ণ! ঐ দেখুন, দুরাত্মা রাহু দেবতার ছদ্মবেশে সুধাপান কর্‌ছে।

নারায়ণ। [সক্রোধে] আরে আরে দৈত্যাধম রাহু! তুই প্রবঞ্চনা ক'রে সুধাপান করবি? তবে এই দেখ, সুধা তোর গলাধঃকরণ হ'তে না হ'তে এই চক্র দ্বারা তোর মুণ্ডচ্ছেদ করি।

রাহুর কণ্ঠদেশে সুদর্শনচক্র সংলগ্ন করিয়া প্রস্থান এবং তৎক্ষণাৎ
রাহুর ছিন্নমুণ্ডহস্তে পুনঃ প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ
কবন্ধমূর্ত্তি রাহুর দেহের প্রবেশ।

নারায়ণ। সমুচিত দণ্ড রাহু! করিলি অর্জ্জন।
সুধাস্পর্শে দেহ শির তব
চির-অমরতা করিয়াছে লাভ,
কিন্তু ছিন্নমুণ্ড দেহসনে না মিলিবে আর।
রাহু, কেতু নামে
দুই অংশ তব
ত্রিসংসারে হবে পরিচিত।

[অন্তর্দ্ধান।

কবন্ধ দেহ। থাক্ থাক্ রবি শশী তোরা,
যেমতি করিলি হেন দুর্দ্দশা আমার,
তেমতি রে তোরা দুই জনে,
মধ্যে মধ্যে রাহুগ্রাসে হইবি পতিত।

[প্রস্থান।

মোহিনী। [দেবগণকে সুধাপান করাইয়া হাসিতে হাসিতে] দৈত্যরাজ! আর সামান্য মাত্র সুধা অবশিষ্ট আছে, আমার এই সুধাটুকু পান করতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে; যদি আমাকে পাবার অভিলাষ থাকে,

তবে বাকি সুধাটুকুর আশা তোমাদের ছাড়্‌তে হয়। দেখ্‌বো, তোমরা আমাকে চাও, না সুধা চাও ?

চণ্ডচূড়। তুচ্ছ সুধা তব প্রেম কাছে,
তাই বলি প্রাণের মোহিনি !
প্রাণ ভ'রে কর পান সব সুধা তুমি।
তোমা হেন সুধামুখী থাকিলে সকাশে,
কেবা চাহে এ সংসারে সুধাভাণ্ড আর।

মোহিনী। এইবার বুঝ্‌লাম, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাস, তবে আমি সবটুকু সুধা পান ক'রে ফেলি। [নিঃশেষ করিয়া সুধাপান]

[দূরে শিবকে দেখিয়া]
ঐ দেখ দৈত্যগণ !
কেবা ঐ ভীষণ মূরতি ?
ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কিছুক্ষণ অন্তরালে করিনু গমন।

[প্রস্থান।

রৌদ্রমূর্ত্তি শিবের প্রবেশ।

সকলে। জয় হর হর শঙ্কর, জয় হর হর শঙ্কর।

শিব। [প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া]
কৈ, কোথা দেবেন্দ্র বাসব ?
শিবে করি অবহেলা,
তুচ্ছ করি শিবের সম্মান,
সমুদ্রমন্থনজাত সর্ব্ব রত্নরাজি,
না প্রদানি অংশ মোরে তার,
আত্মসাৎ করিলি সকল।

ভাবিয়াছ মনে,
চিতা-ভস্মাবৃত-অঙ্গ বৃষভবাহন,
ঘৃণিত শ্মশানচারী ভিখারী ভোলারে
কি কাজ মন্থনভাগ করিয়ে অর্পণ ;
তাই মোরে করি হতাদর,
নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিলে বাসব !
কিন্তু জান না রে মূর্খ ইন্দ্র তুমি,
এ পাগল একবার হইলে চঞ্চল,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে সংহার।
হের এই বিশ্বধ্বংসী ভীষণ ত্রিশূল,
করি যদি একবার সবেগে নিক্ষেপ,
তবে ঐ ঐ যে গগন—
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ আদি নক্ষত্রবেষ্টিত,
এখনি এখনি ছিঁড়ে মড় মড় রবে
যাবে রসাতল মাঝে, কে রক্ষিবে তায় ?
জান না রে অন্ধ ইন্দ্র তুমি,
প্রশান্ত সাগর যদি হয় বিলোড়িত,
তা হ'লে সে ক্ষুব্ধ সিন্ধু হ'তে
উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস,
মুহূর্ত্তে প্লাবিতে পারে এ তিন সংসার।
কি ছার ইন্দ্রত্ব-গর্ব্ব কর পুরন্দর ?
তোমা হেন কোটী ইন্দ্র,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে মোর হয় সৃষ্টি লয়।
তাই বলি যদি থাকে ইন্দ্রত্বের সাধ,

তা হ'লে এখনি ইন্দ্র !
না হইতে কোপানলে ভস্মে পরিণত,
পুনঃ মিলি দেবতা-অসুরে
দ্বিগুণ উদ্যমে কর সমুদ্র মন্থন।

ইন্দ্র। এস দৈত্যরাজ !
নিবারিতে রুদ্র-কোপানল,
পুনঃ সিন্ধু করি আলোড়ন।

[পুনরায় মন্থন আরম্ভ]

বিদ্যাধরগণ।—

পূর্ব্ব গীত।

পুনঃ ঘোর গর্জ্জনে, সমুদ্র মন্থনে,
হ'লো রত সুরাসুর দল। (ইত্যাদি)

[সহসা চতুর্দ্দিক ধূম্রময় হইল এবং সকলে অস্থিরতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন]

সকলে। প্রাণ যায়, প্রাণ যায় !

[ইন্দ্র ও শিব ব্যতীত সকলের ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।]

ইন্দ্র। [বিচলিত হইয়া]
কি হ'লো, কি হ'লো,
ধূম্রময় হ'লো দশ দিক,
মথিত সমুদ্র হ'তে
কালকূট হইছে উত্থিত,—
তীব্র হলাহল,
জ্বলে কালানল সম ব্রহ্মাণ্ড ভস্মিতে।

পরিত্রাহি ডাকে বিশ্ব,
সুরাসুর হইল মূর্চ্ছিত,
রুদ্ধ শ্বাস, লাগে ত্রাস,
যায় প্রাণ তীব্র হলাহলে,
কোথা যাই—কোথায় পালাই ?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ব্যাপ্ত বিষানলে।
জ্বলে জ্বালা দাউ দাউ করি,
পরিত্রাহি রক্ষ রক্ষ দেব বিশ্বনাথ !

[শিবের পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা।]

বিদ্যাধরগণ।—

গীত।

রক্ষ রক্ষ হে বিরূপাক্ষ মহেশ।
জ্বলে কালানল, বিষম হলাহল,
দহিল ত্রিলোক হে ত্রিলোকেশ ॥
হর হর বিষ হর, কালভয় সংহর,
তুমি বিষধর ধর হে শঙ্কর সুরেশ ॥
কর করুণামৃত সিঞ্চন, পাবে সব নব সঞ্জীবন,
হে জগজ্জীবন তার বিপদ-সাগরে প্রবেশ।

শিব। একি হ'লো অকস্মাৎ,
পরমাদ ঘটিল মন্থনে।
উঠে বিষ ঝলকে ঝলকে,
পলকে ত্রিলোক-লোক নাশে,

মহাত্রাসে কাঁপে বিশ্ব,
দৃশ্য দহে বিষের অনলে।
বুঝিলাম,
অতি লোভে না উঠিল সুধা,
দুরাশায় সুধা হ'তে উঠিল গরল।
চির-ভাগ্যহীন আমি,
তাই বিষ উঠে মম তরে।
আচ্ছা বিষ!
তব শক্তি পরীক্ষিব আজি,
গণ্ডূষে সকল বিষ করিব নিঃশেষ।
এই আমি তীব্র হলাহল,
করি পান রাখি ত্রিসংসার।
[এক গণ্ডূষে সমস্ত বিষ পান করিয়া]
আঃ—রক্ষা হ'লো এ তিন সংসার,
কিন্তু হায়!
জ্ব'লে যায়—জ্ব'লে যায় বুক,
ওঃ—পারি না—পারি না আর,
প্রাণ যায় বিষের জ্বালায়।
[চারিদিকে অস্থির হইয়া ভ্রমণ]
উঃ—উঃ—পারি না দাঁড়াতে আর,
বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার।
[অর্দ্ধশায়িতভাবে পতন]
কোথা দুর্গে! প্রাণ যায়,
তুমি বিনে আর,

নাহি কেহ রক্ষিতে শঙ্করে।
তাই ডাকি শঙ্করি গো!
রক্ষা কর মৃত্যু-কর হ'তে।
[মূর্চ্ছা]

সত্বর দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। [প্রবেশপথ হইতে]
ভয় নাই—ভয় নাই,
হের আশুতোষ!
আসিয়াছি আমি।
একি হেরি!
মূর্চ্ছাগত আছেন মহেশ।
আশ্চর্য্য ব্যাপার!
মৃত্যুজয়ী যিনি মৃত্যুঞ্জয়,
তারে হেরি মূর্চ্ছিত ধুলায়!
কি বুঝিব সূক্ষ্ম লীলা,
অনন্ত লীলার সূত্র করেন বিকাশ।
যাই হোক্,
বিষপানে জর্জ্জরিত হর
ডাকিলেন আমায় যখন,
তখন এই বিষজ্বালা করি নিবারণ।
মাতৃরূপে কোলে করি হরে,
স্তন্যধারা দানে,
সঞ্চারিব চৈতন্য শিবের।

[দুর্গা শিবের মস্তক কোলে করিয়া স্তন্যপান করাইতে করাইতে]

গীত ।

বিষে অচেতন হ'লে ত্রিলোচন, করিতে যতন চরাচর জীবে।
করি বিষপান, বিশ্ববাসীর প্রাণ, করিলে তো ত্রাণ,
করিয়ে নির্ব্বাণ জীবন প্রদীপে ॥
যে অঙ্গে জড়িত সদা বিষধরে,
সে অঙ্গে কি কভু বল বিষ ধরে,
(কেবল লীলাখেলা) (এ তো বিষানলে প্রাণ যাওয়া নয়)
(এ যে আত্মত্যাগের দীক্ষা দেওয়া)
তাই লীলার সঙ্গিনী আমি সর্ব্বাণী, সাজিনু জননী আজ বাঁচাতে শিবে
(ধন্য হইলাম) (আজ মাতৃরূপে স্তন্য দিয়ে)
(আজি চৈতন্যে চৈতন্য দানে)

[সকলের মূর্চ্ছাভঙ্গ ।]

শিব । [চৈতন্য পাইয়া] কৈ—কৈ ?
কোথা গো জীবনদাত্রী জননী আমার !
বহুকাল পরে আজি
হেরিতে ঐ জননী-মূরতি,
বিষপান ছল করি ডাকিনু তোমারে।
সৃষ্টির প্রত্যূষকালে যে দিন শঙ্করি !
শুভক্ষণে প্রসবিলে বিধি, বিষ্ণু, শিবে,
সেই দিন বহুদিন গত,
আর না পাইনু কভু মাতৃ-অঙ্কে স্থান,
আর না করিনু পান মাতৃ-স্তন্য-সুধা।

কিন্তু গো জননী !
বড় সাধ ছিল প্রাণে,
তব অঙ্কে বসি একদিন,
প্রাণ ভ'রে করিবারে স্তন্য-সুধা পান,
আজি সেই মনোসাধ পূরালে ঈশানী।
দেখ চেয়ে দেবগণ !
যে সুধা অর্জ্জিলি তোরা সমুদ্র-মন্থনে,
তা হ'তে উৎকৃষ্ট সুধা আছে মাতৃস্তনে।
জননীর স্নেহসিন্ধু করিলে মন্থন,
সুধা ভিন্ন হলাহল না হয় উত্থিত,
দেবতা অসুরে দ্বন্দ্ব হয় না কখনো।
তাই আজি অকাতরে করি সুধাপান,
কণ্ঠদেশে বিষরাশি করিয়া ধারণ,
নীলকণ্ঠ নাম আজি লভিল শঙ্কর।

দুর্গা। আসি আশুতোষ !
কৈলাসেতে হইবে সাক্ষাৎ।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আশুতোষ !
রক্ষিলে ব্রহ্মাণ্ড আজি হলাহল পানে।
কে জানে তোমার তত্ত্ব,
নিত্য-সত্তাময় তুমি,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তোমারি আয়ত্ত দেব।
বিশ্বনাথ ! বিশ্বের নিয়ন্তা !
নমামি ও পদাম্বুজে হে হর শঙ্কর ! [প্রণাম]

চণ্ডচূড়। দৈত্যগণ!
কোথা গেল মোহিনী সুন্দরী?
না বুঝিতে পারি,
লইল কি হরি তারে ধূর্ত্ত পুরন্দর?

সহসা শনির প্রবেশ।

শনি। হাঁ দৈত্যরাজ! ঠিক ধরেছেন, এই ইন্দ্রই সেই অলোক-সুন্দরীকে নিজের অঙ্কশায়িনী কর্‌বে ব'লে বেমালুম সরিয়ে ফেলেছে।

চণ্ডচূড়। বটে—বটে, এত দূর সাহস?
বুঝিলাম বাসবের নাহি পরিত্রাণ।
দৈত্যগণ!
ভীমবেগে দেবগণে কর আক্রমণ।

শনি। [স্বগত] ঠিক লাগ্‌মত সময়েই এসে উপস্থিত হয়েছি, এখন আর একটা যুদ্ধ না কর্‌লে কাজ শেষ হ'চ্ছে না। এবারে দেবগণ সুধাপানে অমরত্ব পেয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে, দ্বিগুণ শক্তিতে যুদ্ধ কর্‌লে দৈত্যগণকে নিশ্চয়ই পস্তাতে হবে; হয় স্বর্গ ছেড়ে পুনরায় রসাতলে পলায়ন কর্‌বে, নতুবা রণক্ষেত্রের চিতা-সজ্জায় চির-শয়ন কর্‌বে। তা হ'লেই দেবতারা নিষ্কণ্টক, আমারও এতদিনকার পরিশ্রম সার্থক হয়। বাবা! এতদিন দানুবে বুদ্ধির সঙ্গে থেকে যে ভাবে লড়াই ক'রে চ'লে এসেছি, সে বড় সোজা কথা নয়। বিশেষতঃ চণ্ডচূড়, কথায় কথায় যার তলয়ার খাপ থেকে বেরিয়েই আছে, তার লম্বা তলোয়ারের মুখে ঘাড় পেতে থাকা যে কত শক্ত, তা ভগবানই জানেন। যা হোক্‌, এখন আর বেদলে থাকা কেন? এইবার আস্তে আস্তে ঘরমুখো রওনা দি। [প্রস্থান।

ইন্দ্র। পাপিষ্ঠ দানব!
সহিয়াছি বহুবার আস্ফালন তব,
কিন্তু রে দর্পান্ধ!
আর না সহিব তব উদ্ধত বচন,
ধর্ অস্ত্র,
রণ কণ্ডূয়ন তোর করি নিবারণ।

চণ্ডচূড়। আয় ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক!

উভয় দলের তুমুল যুদ্ধ, ভদ্রকালীবেশে দুর্গার প্রবেশ এবং
নৃত্য করিতে করিতে যুদ্ধ, কিঞ্চিৎ পরে লোহিত
নিশানহস্তে মোহিনীর প্রবেশপথে প্রবেশ।

দৈত্যগণ। [চীৎকার করিয়া] ঐ—ঐ, ধর্—ধর্—ধর্।

[মোহিনীর অদৃশ্য হওন, তৎপশ্চাৎ দানবগণের প্রস্থান।

দেবগণ। জয় সুরপতি ইন্দ্রের জয়! জয় সুরপতি ইন্দ্রের জয়!

ধীরে ধীরে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। [স্বগত] কৌশলে দানবগণকে আজ সুধাপানে বঞ্চিত ক'রে দেবযুদ্ধে পরাজিত কর্লাম, এখন বাসবকে স্বর্গ-সিংহাসনে বসাতে পার্লেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এইবার একবার মহাযোগী মহেশ্বরকে আমার মোহিনী মায়ায় মোহিত ক'রে শেষে হরি-হরের অভেদ ভাব সংসারকে দেখাতে হবে। ঐ যে ভোলানাথ আমার দিকে কামদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন; যাই, নিকটে যাই।

শিব। [স্বগত] কেবা এই ভুবনমোহিনী!
পীনস্তনী কৃশোদরী নারী,

বরাঙ্গী বামোরু তন্বী চারু নিতম্বিনী,
আমুক্ত কুন্তলা বিম্বাধরা বালা,
স্মরাননা লাবণ্য-প্রতিমা,
কিবা ফুলধনু শুভ্র,
অপাঙ্গে কন্দর্পশর করিছে সন্ধান,
না পাই সন্ধান কেবা এই সুহাসিনী !
সমস্ত সৌন্দর্য্য হ'তে তিল তিল ল'য়ে
সৃজিলা কি বিধি এই অলোক-সুন্দরী !
কিংবা বুঝি ভোলাতে ভোলার মন,
ভঙ্গিতে সংযম মোর রূপ-রশ্মি জ্বালি,
সৃজিলা এই নব রতি প্রতিহিংসা নিতে !

মোহিনী। আ গেল যা ! বুড়ো মিন্‌সে দেখ না কেমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, শুক্‌নো গাছে আবার রস সঞ্চার হ'লো না কি ?

শিব। বরাননে ! কহ কেবা তুমি ?
কি আকর্ষণ আপাঙ্গে তোমার,
মুহূর্ত্তে করিলে তব প্রেমাধীন ?

মোহিনী। আ ম'লো, আবার কি বলে গো ? অমন বুড়ো হাড়ে আবার প্রেমের কথাও কয় দেখি !

শিব। করিলে পাগল মোরে অয়ি চন্দ্রাননে !
উচ্ছ্বসিত প্রেম-সিন্ধু তব দৃষ্টিপাতে।

মোহিনী। বল কি ? ঐ থুবড়ো গালে অত রস ?

শিব। হাঁ সুন্দরি ! শুষ্ক মরুমাঝে আজি
প্রবাহিল প্রেম-স্রোতস্বিনী।

মোহিনী। মরণের দশা আর কি ! এদিকে বয়সের তো দেখ্‌ছি

গাছ পাথর নাই, মরণের শেষ ডাক প'ড়ে গেছে। যাচ্ছ এখন শ্মশান-ঘাটের যাত্রী সেজে, এ সময়েও কামিনী নিয়ে টানাটানি। ছিঃ ছিঃ!

শিব। তব তিরস্কার আজি পুরস্কার মম,
সুধার নির্ঝর ঝরে শ্রবণে আমার।

মোহিনী। পোড়া বৃষকাষ্ঠ! গঙ্গাযাত্রার সময়ে হরিবোল বল—হরিবোল বল। এদিকে পরনের কাপড় নেই, মাথায় তেল নাই, তেলের অভাবে গায়ে খড়ি উঠ্‌ছে, তাম্বুল অভাবে দাঁতগুলো সাদা কড়ি, কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, পুঁজি তো দেখ্‌ছি কতকগুলি হাড়ের মালা। "কপালে আগুন" বলে গালাগালি কর্‌বো কি, সত্যই যে তোমার কপালে আগুন জ্বলছে,—জটাগুলো গাছের শিকড় মনে ক'রে সাপগুলো এসে বাসা করেছে। কি অদ্ভুত চেহারা!

শিব। প্রেমময়ি! প্রাণ যায় অনঙ্গ তাড়নে।
জ্ঞান বুঝি হ'লো লোপ,
দেশ কাল হইনু বিস্মৃত।
এসো বক্ষে ভুবনমোহিনি!
[হস্ত প্রসারণে ধরিতে উদ্যত]

মোহিনী।—[সহাস্যে সরিয়া গিয়া]

গীত।

ছি ছি হে নিলাজ বুড়ো ছুঁও না মোরে ছুঁও না।
বকেয়া বেহায়ার মতন ক'য়ো না কথা ক'য়ো না।
বয়সে বাপের বড়, সিদ্ধিতে হয়েছ দড়,
(তোমার) কপাল পোড়া নাইকো জোড়া,
(আর) লাজের মাথা খেও না ওগো খেও না।

শিব । ক'রো না বঞ্চনা মোরে পঙ্কজনয়নে !
শিবের শিবত্ব দিব ও পদযুগলে ।

মোহিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

খুব্‌ড়ো বুড়োর দেখ না রকম,
লজ্জা ঘেন্না নাইক কখন,
তুমি অমন ক'রে আমার পানে চেও না বুড়ো চেও না ॥

শিব । সুধা বাণী সুধামুখী তব,
যত শুনি ততই মধুর ।
কি মোহে মোহিলে মোরে ?
যোগ্‌ যাগ সব দূরে গেল ।
এত কি মদিরা তব অপাঙ্গে সুন্দরি !
নেশাতে বিভোর ভোলা ভুলেছে সকল ।
তাই বলি সুধাংশুবদনি !
তপ্ত বক্ষে এসো একবার ।

[হস্ত প্রসারণ]

মোহিনী ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

ভুতুড়ের ঐ ভঙ্গী হেরে
লজ্জায় আমি যাচ্ছি ম'রে,
আর বুড়ো বাঁদর অমন ক'রে দিও না ঘেন্না দিও না ॥

শিব । লজ্জা ঘৃণা কিছু নাহি আর,
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান মোর,
তোমাময় হেরি সর্ব্বদিক্‌ ।

অন্তরে বাহিরে তুমি,
তুমি ছাড়া কিছু নাহি হেরি,
এসো এসো মহেশমোহিনি !
আশুতোষে তোষ একবার।
তৃষিত চকোরে,
কর কর প্রেম-সুধা দান।
এই আমি দুই কর করি প্রসারণ
ধরি তোমা বক্ষে চাপি,
না পারিবে করিতে বঞ্চনা।

[দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া মোহিনীকে ধরিতে উদ্যোগ, সহসা মোহিনী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণমূর্ত্তি ধারণ।]

নারায়ণ।　কেবা আমি হের মহেশ্বর !

শিব।　[সবিস্ময়ে]
একি লীলা লীলাময় !
নিজ মায়া করিয়া বিস্তার,
ছলিলে আমারে হরি ?
বলিহারী মাধুরি-লীলায় !

নারায়ণ।　হে শঙ্কর !
সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় তুমি,
একমাত্র আত্মাগত চিন্তা তব,
নাহি চিন্তা চিত্তবৃত্তি অন্যাসক্ত কভু।
এই জ্ঞান দিতে ত্রিসংসারে
ধরিনু মোহিনী মূর্ত্তি,
দেখিল সংসারবাসী

যে ভাবে যে রূপে আমি রহিব যেথায়,
শিবপ্রাণ সেই রূপে হবে বিমোহিত।
নতুবা কি কন্দর্পবিজয়ী
হর কভু মজে নারী-রূপে!

বেগে দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা। ওহো—হো, জ্ব'লে যায়—জ্ব'লে যায়,
রক্ষা কর নারায়ণ মোরে।

নারায়ণ। লভ শান্তি এইবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা!
ক্রোধবশে পুরন্দরে দিয়ে অভিশাপ,
সঞ্চিত তপস্যা ফল করেছিলে ক্ষয়।
তপস্যা বিরোধী ক্রোধ,
বর্জ্জনীয় সর্ব্বত্র ঋষির,—
নতুবা দুর্জ্জয় রিপু ক্রোধের কারণ
সর্ব্ব ধর্ম্ম যায় ব্যর্থ হ'য়ে।
একমাত্র ক্রোধ হেতু,
তব এই যন্ত্রণা ভীষণ।
এবে অনুতাপানলে
দগ্ধ চিত্ত তব,
লভিবে পরম শান্তি পরম নিবৃ[illegible]
ত্যজ দুঃখ মহাত্মন্!

শিব। [illegible] দেখ চাহি,
[illegible] তুমি [illegible] করি মূলীভূত,
[illegible] হেরি সবে "সমুদ্রমন্থন"।